বাজীরাও

(ঐতিহাসিক পৃকার নাটক)

গ্রেট ন্যাশান্যাল ও ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী

শনিবার, ১৩ই শ্রাবন, ১৩১৮ সাল।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

—•:•—

(তৃতীয় সংস্করণ।)

১৩২৪ সাল।

ব্যানার্জী, কুণ্ডু, বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী
৮৪।৩এ বহুবাজার ষ্ট্রীট
"রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী" হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৩৪৭।১ অপার চিৎপুর রোড
রামকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীনবকুমার মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

নাট্য-কলার উষর ক্ষেত্রে
সংস্কার ও প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করিয়া
হৃদয়ের রক্তে
যিনি তাহার পুষ্টি-বিধান করিয়াছেন,
লোকের গঞ্জনা, ঘৃণা, ভৎর্সনা
উপেক্ষা করিয়া
যিনি নাট্যশালার কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন,
যাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও আত্মত্যাগে
বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ সংস্কৃত, উন্নত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়
কর্ত্তৃক সমাদৃত,
নাট্যশালার ক্রমোন্নতির যিনি অন্যতম কারণ,
নাট্যকলা-জননীর সেই একনিষ্ঠ সাধক,
সর্ব্বজন-প্রশংসিত সেই সুযোগ্য নাট্য-রথী,
নাট্যকলানুরাগীমাত্রেরই প্রিয়পাত্র,
আমার অগ্রজ-প্রতিম
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের
কর-কমলে
কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ
আমার বড় আদরের "বাজীরাও" উৎসর্গ করিলাম।

ভূমিকা

(তৃতীয় সংস্করণের)

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে—দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ মুসলমান রাজশক্তির যথেচ্ছাচারের দিনে—দাক্ষিণাত্যে যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছিল,—যিনি অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে তদানীন্তন মহারাষ্ট্র-চক্রের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছিলেন,—যাঁহার প্রাণপাত চেষ্টায় প্রণষ্ট হিন্দু-গৌরবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল,—যিনি দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রাতীর হইতে উত্তরে যমুনাতীর পর্য্যন্ত সুবিশাল ভূখণ্ডে এক বিশাল হিন্দু-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—সেই হিন্দু-কুল-ধুরন্ধর —সেই মহাপ্রতাপশালী অদ্ভুতকর্ম্মা দিগ্বিজয়ী যোদ্ধ, চূড়ামণি পেশোয়া বাজীরাওয়ের কর্ম্মবহুল জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, এই নাটকে পেশোয়া বাজীরাওয়ের যে দিগ্বিজয়-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা অতিরঞ্জিত নহে,—ঐতিহাসিক সত্য ; বরং নাটকীয় সৌন্দর্য্য এবং পাঠকবর্গের ধৈর্য্য রক্ষার্থ বাজীরাওয়ের সমুদায় সমর-কীর্ত্তির পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। এক বীরচূড়ামণি নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ব্যতীত জগতের ইতিহাসে বোধ হয় বাজীরাওয়ের তুলনা নাই। তাই কোনও কোনও ঐতিহাসিক পেশোয়া বাজীরাওকে "ভারতের নেপোলিয়ান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ বাজীরাও

একাধারে নেপোলিয়ান, বিসমার্ক, মোল্কে এবং প্রাচীন যুগের চাণক্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।—ইহাও বিদেশী ঐতিহাসিকগণের উক্তি।

এবারও "বাজীরাও" প্রকাশিত হইতে নানা কারণে বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গ বিলম্ব ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

৩৪৭।১ অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

সাহু ... মহারাষ্ট্র প্রদেশাধিপতি।

বাজীরাও ... ঐ পেশোয়া।

চন্দ্রসেন ... ঐ প্রধান সেনাপতি।
(পরে মালব-সেনাপতি)।

ত্র্যম্বকরাও
পিলাজী } মহারাষ্ট্র সেনাপতিদ্বয়।

শ্রীপতি ... ঐ প্রতিনিধি।

বলজী ... বাজীরাওয়ের পুত্র।

চিমন ... বাজীরাওয়ের ভ্রাতা।

সদাশিব ... সভাসদ।

ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী ... বাজীরাওয়ের গুরু।

রাঘব ... ঐ শিষ্য।

গিরিধর ... মালবেশ্বর।

রণজী ঐ সেনাপতি (পরে বাজীরাওয়ের সেনাপতি)।

বলদেবরাও ঐ পদস্থ কর্ম্মচারী (রাজ-বয়স্য)।

মলহররাও হোলপুরের-জমিদার (পরে বাজীরাওয়ের সেনাপতি)।

শঙ্কররাও মলহরের শিষ্য (পরে বাজীরাওয়ের ভগিনীপতি)।

তোরাবখাঁ হিন্দুধর্ম্মানুরাগী মুসলমান (মস্তানীর প্রতিপালক)।

নিজাম (চিন্ কিলিচ খাঁ আসফ ঝা) হায়দ্রাবাদের অধীশ্বর।

শম্ভুজী কোহলাপুরের সামন্ত রাজা (সাহুর জ্ঞাতিভ্রাতা)।

রাজগণ, নাগরিকদ্বয়, পারিষদগণ, ঘাতক, সেনানীদ্বয়, প্রহরীগণ, সৈন্যগণ, মুসলমান সৈন্যগণ, ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীর অনুচরগণ, দূত, সামন্তগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

গৌতমা ... মলহর রাওয়ের স্ত্রী।

মস্তানী ... ছোরাবের প্রতিপালিত (ব্রাহ্মণ রাজকন্যা)।

লক্ষ্মী ... বাজীরাওয়ের ভগ্নী (শঙ্করের স্ত্রী)।

রঙ্গিণী ... ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীর শিষ্য (রাঘবের-পত্নী)।

পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ, বাইজীগণ, রঙ্গিণীগণ, পুরনারীগণ ইত্যাদি।

বাজীরাও।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হোলপুর—রাজপথ।

তোরাব খাঁ ও মস্তানী।

মস্তানী।—আর যে চ'লতে পারছি না কাকা,—সর্ব্ব শরীর অবশ হ'য়ে প'ড়ছে!

তোরাব।—আমিও চ'লতে পারছি না মা!—গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর, মুলুকের পর মুলুক ঘুরে ঘুরে—দুটো ছুটে পা এবার অবশ হ'য়ে প'ড়েছে! বুঝি এবার এই খানেই বিশ্রাম নিতে হয়!

মস্তানী।—সেই ভাল কাকা; এস—এইখানেই আশ্রয় নিই, যা হবার হয়ে যাক। আর ব্যাধ-তাড়িত হরিণের মত পালিয়ে বেড়িয়ে কাজ নেই কাকা,—এস এইখানেই আশ্রয় নিই।

তোরাব।—আশ্রয় নোবো! কার কাছে আশ্রয় নোবো? কে আমাদের আশ্রয় দেবে মা? দেখ্‌ছোনা—গ্রামের সকলে আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ-ভাবে তাকাচ্ছে,—দেখ্‌ছোনা—

আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে চুপি চুপি সকলে কি বলা-কওয়া করছে! হয়তো এখানেও আমাদের কপাল ভেঙেছে— নিজামের হুকুম হয়তো এ মুলুকেও এসে পৌঁছেচে!

মস্তানী।—যদি তাই হয় কাকা, যদি নিজামের হুকুম এ মুলুকেও এসে পৌঁছে থাকে, তা'হলে এখানকার লোকেও কি নিজামের সেই অন্যায় হুকুম মাথা পেতে নেবে? আমাদের এ অবস্থা দেখে কি কারুর প্রাণে দয়া হবে না? আমাদের দুঃখের কাহিনী শুনে কারুর প্রাণে কি একটুও আঁচড় লাগবে না? কেউ কি আমাদের আশ্রয় দেবে না?

তোরাব।—এ কথা আর জিজ্ঞাসা ক'রছ কেন মা? মুলুকে মুলুকে—মানুষের দোরে-দোরে ঘুরে এর তো হদিস পেয়েছি মা! আশ্রয় কে দেবে! কার ঘাড়ে দশটা মাথা—যে নিজামের হুকুম ঠেলে আমাদের আশ্রয় দেবে!

মস্তানী।—কিন্তু, এ তো শত্রুর রাজ্য নয় কাকা—এখানেও কি আশ্রয় পাবো না?

তোরাব।—এখানকার দোরে দোরে ঘুরতেও তো কসুর করিনি মা! আগে ভেবেছিলুম—এ রাজ্যে এলে আশ্রয় পাবো— নিরাপদ হবো; কিন্তু এখন বুঝতে পারছি—আমি ভুল ভেবেছি, এখানে আরও বেশী ভয়, বিপদ আরও সঙ্গীন। এই এত বড় মালব রাজ্যের রাজা—এ'ও নিজামের ধামা-ধরা, তার হুকুম মাথা পেতে নিয়েছে! দেখ্‌লিনি, ঐ সব গ্রামের লোকেরা কেউ আমাদের আশ্রয় দিলে না, রাজার নিষেধ জানিয়ে তাড়িয়ে দিলে?

মস্তানী।—কাকা! তবে আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই, নসীবের ওপর নির্ভর ক'রে এস এইখানে ব'সে থাকি; এ রকম বিড়ম্বনাময় জীবনভার বহার চেয়ে মরা ভাল।

তোরাব।—ঠিক ব'লেছিস মা, এর চেয়ে মরা ভাল! তুই যদি আমার মেয়ে হ'তিস্ মস্তানী, তাহ'লে আমি তোর যুক্তিই নিতুম; এর জন্যে খোদার দোহাই দিয়ে, যমের মুখ চেয়ে ব'সে থাকতুম না। এই ছোরা আগে তোর বুকে বসিয়ে দিতুম—তার পর নিজে বুক পেতে নিতুম! কিন্তু—কিন্তু তুই যে আমার মনিবের মেয়ে, আমার প্রাণের চেয়েও যে তুই অনেক বড়! মরবার সময় তোর বাপ তোকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে যায়, তুই তখন পাঁচ বছরের মেয়ে। তোকে এত দিন বলিনি মা—তোর বাপের দেওয়া একখানা পদক আমার কাছে আছে। তোর বাপ আমাকে মাথার দিব্বি দিয়ে ব'লে যায়—তোর বয়স বিশ বছর না হ'লে, আমি যেন সেপদক না খুলি—কারুর সঙ্গে তোর সাদী না দিই। সে বিশ বছর পূর্ণ হ'তে এখনো যে সম্বৎসর বাকী! এখন যমের মুখে তোকে কেমন ক'রে তুলে দোব মা! তাহ'লে যে আমার নেমকহারামী করা হবে! আমার মনিবের অন্তিমকালের কথাটা যে রক্ষা করা হবে না!

মস্তানী।—বাবার ওপর যখন তোমার এতদূর ভক্তি, কাকা, তখন আমি আর ম'রব না; মরবার জন্য বুক বেঁধেছিলুম, এখন সে সংকল্প ত্যাগ করলুম। এবার আমি একবার শেষ চেষ্টা ক'রব কাকা। তুমি এতদিন লোকের কাছে আশ্রয় চেয়েছ, কৃপা-

কণা ভিক্ষা ক'রে এসেছ, আমি কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পোড়া-চোখে তা দেখছি--কাঁদুনি শুনেছি ; এবার আমি একবার আশ্রয় চাইব—সবার কাছে দয়া-ভিক্ষা ক'রব. দেখ্‌বো এবার আমার প্রার্থনায় মানুষের পাষাণ-প্রাণ গলে কি না!

(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ।)

১ম নাগ।—তোমরা কে গা ?

২য় নাগ।—তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছ গা ?

১ম নাগ।—তোমরা কি বিদেশী ?

ভোরাব।—হাঁ, একরকম বিদেশী বই কি ; আমরা মালববাসী নই—তবে আমরা ভারতবাসী।

২য় নাগ।—এ রাজ্যে কি মনে ক'রে আসা হয়েছে ? আর দুজনে পথের উপর দাঁড়িয়ে অমন ক'রে কান্না-কাটিই বা করা হ'চ্ছে কেন ?

মস্তানী।—কান্না-কাটি ক'রছি কেন ? শুন্‌বে কি ? শুনলে কি তোমাদের মনে দয়া হবে ? আমাদের দুঃখের কোন প্রতিকার করবে কি ?

২য় নাগ।—কথাটাই কি আগে বল না শুনি, তার পর না হয় বোঝাপড়া হবে।

মস্তানী।—ওগো আমরা বড় অনাথা, আমাদের বড়ই দুরদৃষ্ট, আমরা নিরাশ্রয় ; আশ্রয় পাবো ব'লে অনেক দূর থেকে এ রাজ্যে এসেছি—তোমরা কি আমাদের আশ্রয় দেবে ?

১ম নাগ।—(স্বগতঃ) হুঁ বুঝতে পেরেছি। [প্রকাশ্যে] হাঁ গা বাছা, তোমার নাম কি ?

মস্তানী।—আমার নাম মস্তানী।

১ম নাগ।—আর তোমার নাম বোধ হয় তোরাব খাঁ ?

তোরাব।—তুমি আমার নাম কি ক'রে জানলে ?

১ম নাগ।—রাজা-মহাতুরের ঢেঁড়াবজোরে জেনেছি--আর জানবে কি ক'রে ? তোমরা এ অঞ্চলে আসবার আগেই তোমাদের দুজনের নাম মুলুকময় জাহার হ'য়ে প'ড়েছে এখন যদি ভাল চাও, শীগগীর স'রে পড়ো, নইলে এখনি ধরা প'ড়বে।

মস্তানী।—কি অপরাধে আমরা ধরা প'ড়বো ? কোন দোষে দোষী আমরা ?

১ম নাগ।—তা জানি না; তবে রাজার হুকুম—তোমাদের দুজনকে ধ'রে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া; তার পর তোমাদের নিজামের কাছে রপ্তানী করা হবে।

মস্তানী।—আর আমরা যে দেশ-দেশান্তর থেকে এ রাজ্যে এসে তোমাদের দ্বারস্থ হ'য়েছি—তোমাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রছি, তার কি কোন ফল ফ'লবে না! তোমরা কি আমাদের আশ্রয় দেবে না ?

২য় নাগ।—আমরা তোমাদের আশ্রয় দেবো! তোমাদের সৌভাগ্য যে তোমরা প্রথমে আমাদের চোখে প'ড়েছ, অপর কেউ হ'লে এতক্ষণে তোমাদের ধরিয়ে দিয়ে রাজার কাছে বখ্সিস্ নিত!

মস্তানী।—তোমরা হিন্দু,—বিপন্ন শরণাপন্নকে আশ্রয়-প্রদান—হিন্দুর প্রধান ধর্ম্ম,—তোমরা কি সেই সারধর্ম্মপালন ক'রবেনা ? অনাথ অসহায় শরণার্থীকে আশ্রয় দেবেনা ?

নাগ-গণ।—অসম্ভব!

মস্তানী।—অসম্ভব? আশ্রয়প্রার্থী আতুরকে আশ্রয় দেওয়া তোমাদের পক্ষে অসম্ভব? দীর্ঘকায় সবল কর্ম্মঠ পুরুষ তোমরা, হৃদয়ে তোমাদের অনন্ত উৎসাহ, মুখে অমন প্রতিভার তপ্ত আভা ফুটে বেরুচ্ছে, চোখ দিয়ে আগুণ ছুটছে—তোমরা কিনা শরণাপন্নকে আশ্রয় দিতে অক্ষম! আমাদের আশ্রয় দেয়—এমন সাহসী তোমাদের ভেতর কি কেউ নেই?

নাগ-গণ।—কেউ নেই।

মস্তানী।—কেউ নেই! এই অনাথা অসহায়া অত্যাচারপীড়িতা বিপন্না নারীকে আশ্রয় দিতে পারে—এমন শক্তিমান সাহসী পুরুষ কি এত বড় রাজ্যের ভেতর কেউ নেই?

(গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা।—অবশ্য আছে; শক্তিমান্ সাহসী পুরুষ না থাকতে পারে—শক্তিময়ী নারী আছে; নারীই নারীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রবে।—আমি তোমাকে আশ্রয় দোবো।

সোরাব।—তুমি আশ্রয় দেবে? কে মা করুণাময়ী তুমি? কি ব'লছ মা তুমি? শত শত শক্তিমান্ রাজা—জমীদার—জায়গীরদার—আমীর-ওমরাহ যাকে আশ্রয় দিতে সাহস পায় নি—রমণী হ'য়ে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে?

গৌতমা।—হাঁ—আমিই আশ্রয় দোবো; আশ্রিত-পালন হিন্দুর সারধর্ম্ম; হতভাগ্য দেশের লোক—সে ধর্ম্ম ভুলে গেলেও নারী হ'য়ে আমি তা ভুলতে পারিনি—তাই আমি উন্মু

দিনীর মতন এখানে ছুটে এসেছি। এস ভগিনী, আমি তোমাকে আশ্রয় দোবো।

তোরাব।—দাঁড়াও মা শোন, জান কি আমরা কে? জান কি মা আমাদের আশ্রয় দিলে তোমার সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা আছে?

গৌতমা।—পরিণাম ভেবে আমি তোমাদের আশ্রয় দিই নি, বৃদ্ধ; ধর্ম্ম ভেবে—কর্ত্তব্যবোধে—আমি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছি। যদি এর জন্য আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়—দুনিয়ার লোক আমার বিপক্ষে এসে দাঁড়ায়—স্বামীর প্রাণ পুত্রের প্রাণ বলি দিতে হয়,—তাতেও আমি শঙ্কিত নই! প্রাণ দিয়ে তোমাদের রক্ষা ক'রব।

তোরাব।—দাঁড়াও মা—আরো শোন; জান কি মা, আমি মুসলমান?

গৌতমা।—মুসলমান হও, চণ্ডাল হও,—শত্রু হও, মিত্র হও, তা কিছু জানতে চাই না; জানি শুধু তোমরা শরণাগত—আমার আশ্রিত; তুমি আমার পিতা, তুমি আমার ভগিনী। স্বচ্ছন্দে আমার আলয়ে এসো। [উভয়কে লইয়া প্রস্থান।]

[নাগরিকদ্বয়ের ইঙ্গিত-অভিনয়,—সবিস্ময়ে প্রস্থান।]

(বলদেবের প্রবেশ।)

বলদেব।—বটে, সুন্দরী! এতো বিক্রম তোমার? ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যাকে আশ্রয় দিতে রাজী হ'লো না, তুমি কিনা কোথাথেকে আচমকা বেরিয়ে এসে খপ্ ক'রে একেবারে তাকে পদাশ্রয় দিয়ে ফেললে! হুঁ বাবা! ধর্ম্মের কল

শঙ্কর।—যদি তাই হয়, আমি সে ভার নোবো; ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে লোকের দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াব।

মলহর।—বুঝতে পারছ না শঙ্কর, নিজেদের উদর-পূরণের জন্য ভাবছি না, ভাবনা কেবল ঐ দুর্ব্বল দুঃস্থ, অনাথ প্রতিবেশীদের জন্য। তারা যে আমাকেই তাদের সংসারের অবলম্বন ব'লে মনে করে—আমার মুখ চেয়েই যে তারা এতদিন এত অত্যাচার সহ্য ক'রে আসছে। কিন্তু কাল যখন তারা আমার পতনের কথা জানতে পারবে—যখন তারা বুঝবে, আমিও তাদের মতন নিঃসম্বল—অক্ষম,—তখন যে হতাশার তাড়নায় তাদের বুক ফেটে যাবে! আমি তাদের কি ক'রে রক্ষা ক'রব? যদি এখন আবার কেউ বিপন্ন হ'য়ে আমার কাছে ছুটে আসে—তাহলে আমি কেমন ক'রে তাকে রক্ষা করবো? কি ব'লে বিদায় দোবো শঙ্কর! তার চেয়ে দেউড়ী বন্ধ ক'রে দাও, কারুর কথা আর কানে নোবো না।

(গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা।—কিন্তু আমার কথা তো ঠেলতে পারবে না নাথ, আমি যে দেউড়ীর ভেতরেই রয়েছি।

মলহর।—যখন আমার সুদিন ছিল, তখন তুমি আমাকে কোনও কথা বলনি, কিন্তু আজ এ দুর্দ্দিনে তুমি আবার কি কথা ব'লবে গৌতু—কি প্রার্থনা ক'রবে তুমি?

গৌতমা।—তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী; তোমার জীবন-সঙ্গিনী আমি; আমি যে চিরদিনই তোমার সুদিন দেখে আসছি প্রভু,—দুর্দ্দিনের অন্ধকার কখন তো আমার চোখে এসে লাগেনি।

আজ সত্যই আমার একটা প্রার্থনা আছে; আমার সে প্রার্থনা রাখতে হবে।

মলহর।—কি বল শুনি।

গৌতমা।—আমি দুজন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছি; তারা বড় বিপন্ন—বড় অসহায়; আশ্রয় পাবার আশায় তারা অনেক দূর থেকে এ রাজ্যে এসেছে; কিন্তু কেউ তাদের আশ্রয় দিতে সাহস পায় নি; মনের দুঃখে তারা কেঁদে ফিরে যাচ্ছিল,—আমি তা সহ্য ক'রতে না পেরে তাদের আশ্রয় দিয়েছি।

মলহর।—তুমি তাদের আশ্রয় দিয়েছ? কিন্তু তারা কে—কোথা থেকে আসছে, তার কোনও পরিচয় পেয়েছ কি?

গৌতমা।—তারা নিরাশ্রয়, শরণার্থী—এই তাদের পরিচয়; আর কোনও পরিচয় পাইনি—জিজ্ঞাসাও করিনি; তবে কথায় কথায় শুনেছি--তারা নিজামের রাজ্য থেকে পালিয়ে আসছে।

মলহর।—তুমি ক'রেছ কি গৌতু! কাকে আশ্রয় দিয়েছ! ক্রূর কালসর্পের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য যে ভয়ার্ত্ত মণ্ডূক চতুর্দ্দিকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—তাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ?

গৌতমা।—কি তুমি ব'লছ প্রভু, কিছু তো বুঝতে পারছি না।

মলহর।—বুঝতে পারবে না, তুমি জান না—কাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ! তুমি জান না—যে রমণী আজ তোমার কাছে আশ্রয় পেয়েছে, তার নাম—মস্তানী; সে ভারত-বিদিতা সুন্দরী; তাকে হস্তগত করবার জন্য হায়দ্রাবাদের নিজাম উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে; সেই আশঙ্কায় ধর্ম্মরক্ষার্থ মস্তানী এক বৃদ্ধ অভিভাবকের সঙ্গে নিজামের রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছে;

কিন্তু ইতিমধ্যেই এ কথা ভারতময় রাষ্ট্র হ'য়ে প'ড়েছে: মস্তানীকে বন্দিনী ক'রে হায়দ্রাবাদে পাঠিয়ে দেবার জন্য নিজাম রাজ্যে রাজ্যে পরোয়ানা পাঠিয়েছে—সকল রাজ্যেই ধর-ধর রব প'ড়ে গেছে!

গৌতমা।—সকল রাজাই কি লম্পট নিজামের এই অন্যায় আদেশ ঘাড় পেতে নিয়েছে?

মলহর।—নিয়েছে; মস্তানীকে ধরবার জন্য তারা আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রেছে—সকল রাজা চারিদিকে চর পাঠিয়েছে! তাদের দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে মস্তানী যে কেমন ক'রে এতদূর আস্‌তে পেরেছে—আমি তা বুঝতে পারছি না।

গৌতমা।—বড় অদ্ভুত কথা শুনলুম! এক অবলা বালিকা, কামোন্মত্ত পিশাচের হাত থেকে মর্য্যাদারক্ষার জন্য পাগলিনীর মতন চারদিকে পালিয়ে বেড়াচ্চে—আর—দেশের শক্তিমান ব্যক্তিরা—তাকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাক, তার আক্রমণকারী সেই লম্পটের অত্যাচারের পোষকতা করছে!

মলহর।—হিন্দুস্থানে এখন নিজামের অদ্ভুত আধিপত্য, নিজামের নামে সব রাজাই ভটস্থ,—দিল্লীর বাদশাহ পর্য্যন্ত কম্পমান! নিজামের মনস্তুষ্টির জন্য তারা অসাধ্য-সাধনেও প্রস্তুত। নিজামের বিরুদ্ধাচারী হ'য়ে মস্তানীকে আশ্রয় দিতে কেউ রাজী নন।

গৌতমা।—তাঁরা রাজী না হোন, আমি রাজী, আমি মস্তানীকে আশ্রয় দিয়েছি—আমি তাকে রক্ষা ক'রব। স্বামি! ভুলে যাচ্ছো কি, আমরা কি মহৎ কর্ত্তব্য নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছি?

যে আশ্রিত-রক্ষণকে আমরা আমাদের জীবনের সার ধর্ম্ম ব'লে গর্ব্ব করি, আজ নিজামের রক্তচক্ষু দেখে সে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দোবো! বড় মুখ ক'রে আদর ক'রে যাকে আশ্রয় দিয়েছি, তাকে এখন তাড়িয়ে দোবো! না—তা হবে না প্রভু, মস্তানীকে রাখ্‌তেই হবে। মনে রেখো নাথ, এ জীবন-পণ-সমস্যা—ভীষণ পরীক্ষা!

মলহর।—তুমি বড় সত্য কথা ব'লেছ গৌতু! এ আমাদের জীবন-পণ-সমস্যা—ভীষণ পরীক্ষা! কিন্তু এ পরীক্ষায় যে আমরা জয়যুক্ত হ'তে পারব তার কোন সম্ভাবনা নেই। না থাকুক—আমি তোমার যুক্তিই গ্রহণ করলেম গৌতু; তুমি আমাকে আজ মহান কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিলে। আমি জানতেম গৌতু, তোমার হৃদয় খুব উচ্চ; কিন্তু যে এতদূর উচ্চ তা আগে জানতেম না। গৌতু, আমি মস্তানীকে আশ্রয় দিলেম—তার রক্ষার ভার নিলেম।

গৌতমা।—এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হ'লুম। প্রভু, আশ্রিত-রক্ষার জন্য একে একে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'রেছি—এখন বাকি আছে, শুধু এই দেহ, আর রমণীর সৌন্দর্য্যের আধার এই কেশরাজি! মস্তানীকে রক্ষা করবার জন্য এই চুল এক এক গাছি ক'রে কেটে দোবো—হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে আহুতি দোবো—তবু তাকে ছাড়্‌ব না।

মলহর।--শঙ্কর! প্রস্তুত হও; মস্তানীকে রক্ষা ক'রতে হবে; ছলে বলে কৌশলে যেমন ক'রে হোক, আশ্রিত-রক্ষা ক'রতেই হবে।

নেপথ্যে।—রাওজি, বাড়ী আছো ? রাওজি বাড়ী আছো ?

মলহর।—কে ডাকে ? (পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি।—রাজার কর্ম্মচারীরা এসে আপনাকে ডাকছে; বলছে কি জরুরী কাজ আছে, এখনি রাজার কাছে যেতে হবে।

মলহর।—তুমি গিয়ে বলো আমি যাচ্ছি। (পরিচারিকার প্রস্থান।) বুঝতে পারছ, গৌতু, বুঝতে পারছ, শঙ্কর, রাজার কর্ম্মচারীরা কেন আমাকে ডাকতে এসেছে! বুঝতে পারছ, এখনি বুভুক্ষু অনল লেলিহান রসনা বিস্তার ক'রে এখানে ছুটে আসবে। শঙ্কর শঙ্কর, পুত্রাধিক প্রিয় তুমি আমার, আজ আমি তোমার ওপর গৌতুর রক্ষাভার দিয়ে গেলেম; বিজ্ঞ বুদ্ধিমান তুমি; আমার এই পবিত্র বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যা করা কর্ত্তব্য—তাই তুমি ক'রো ? গৌতু! চললেম—হয় তো এ জীবনে আর এ জগতে সাক্ষাৎ হবে না! মনে রেখো, প্রিয়তমে, এ জীবন-পণ সমস্যা! ভীষণ পরীক্ষা! (প্রস্থান।)

গৌতমা।—শঙ্কর বাপ আমার! তোমাকে আমার রক্ষার ভার নিতে হবে না, তুমি ওঁর সঙ্গে যাও, উনি একা যাচ্ছেন।

শঙ্কর।—ক্ষমা করো মা, আমি গুরুর আদেশ ঠেলতে পারবো না। আমার গুরুর চেয়ে তাঁর বংশের মর্য্যাদা—তোমার মর্য্যাদার মূল্য অনেক বেশী; বাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

গৌতমা।—তবে গিয়ে দেউড়ীতে দাঁড়াও, কেউ যেন বাড়ীর ভেতর ঢুকতে না পারে।

শঙ্কর।—মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য! চ'ললেম মা দেউড়ী রক্ষা ক'রতে। যতক্ষণ এ দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকবে—এই সবল হস্তে অস্ত্রধারণের কণামাত্র শক্তি থাকবে, ততক্ষণ শত্রুসৈন্য সহস্র চেষ্টা ক'রেও দেউড়ীর ত্রিসীমায় ঘেঁসতে পারবে না। তুমি সাবধানে থেকো মা। (প্রস্থান।)

গৌতমা। কি ক'রলুম—কি করলুম! মহাসাগরের যে উত্তাল তরঙ্গ মদোন্মত্ত রাক্ষসের মতন ছুটে আসছে—তার মুখে আমার আরাধ্য দেবতা, আমার সংসারের স্বর্গ, আমার জীবন-সর্ব্বস্বকে ভাসিয়ে দিলুম! একবারও ভাবলুম না—ভেবে দেখবার একটু সময়ও নিলুম না! আর কি ফেরবার সময় আছে? না, না, ফেরা হবে না. যে পথে এগিয়েছি, সেখান থেকে পেছুতে পারবো না, পেছুলে চ'লবে না। এ জীবন-পণ-সমস্যা—ভীষণ পরীক্ষা! (প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্র-কক্ষ।

গিরিধর, রণজী, বলদেব।

গিরিধর।—রণজী! মল্‌হররাওকে তলব করা হ'য়েছে তো?

রণজী—হাঁ মহারাজ! তাঁকে ডেকে আন্‌বার জন্য লোক পাঠিয়েছি।

বলদেব।—পিছমোড়া কোরে বেঁধে আন্‌তে বলা হয় নি বোধ হয়?

রণজী।—আজ্ঞে না! হুজুরের এ হুকুমটা তখন পাওয়া যায়নি কি না, তাই তাঁকে বন্ধন না ক'রে নিমন্ত্রণ ক'রেই আনা

হচ্ছে! মল্‌হররাওয়ের ওপর মহাশয়ের আক্রোশটা যেন বেজায় বেশী ব'লে মনে হ'চ্ছে!

বলদেব।—আপনার কেবল ঐ কথা! কথায় কথায় আপনি আমাকে অপমান ক'রে বসেন; কি আমার বেজায় অক্রোশ দেখলেন?

রণজী।—কি বিপদ! রাগেন কেন? আমার অনুমান কি আপনি মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিতে চান? মল্‌হররাও আজ আমাদের আদেশ অমান্য ক'রে মস্তানীকে আশ্রয় দিয়েছে—এতে আমরা দুঃখিত, কেন না বেচারা অনর্থক নিগৃহীত হবে। কিন্তু মহাশয়কে এ ব্যাপারে বড়ই তুষ্ট ব'লে বোধ হ'চ্ছে; মল্‌হররাও এই অপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবে ব'লেই মহাশয়ের এ আমোদ।

বলদেব।—আচ্ছা তাই, আমার আমোদই হয়েছে; পাপীর শাস্তি হবে ব'লে আমি আমোদে আটখানা হয়ে প'ড়েছি—এতে আর কথা কি?

রণজী—কথা একটু আছে বৈ-কি; এ জঘন্য পৈশাচিক আমোদ নরকের পিশাচের অন্তরে জ'ন্মে থাকে শান্তিকামী সাধু যাঁরা—এমন অঘটনে তাঁরা মনে কষ্ট পান; দুঃখে, সমবেদনায় তাঁদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়—প্রাণ কেঁদে ওঠে।

বলদেব।—মলহররাওয়ের মতন নরকের পিশাচ শাস্তি পেলে কারুর প্রাণ কেঁদে উঠবে না—আমার মতন সকলে আমোদে আটখানা হ'য়ে পড়বে।

রণজী।—আশ্রিত-বৎসল করুণার সাগর মলহররাও হোলকার নরকের পিশাচ, আর তুমি হ'চ্ছ স্বর্গের পুণ্যবান দেবতা! এমন কথা মুখে আনতে লজ্জা করে না কাপুরুষ?

গিরিধর।—আ-হা-হা! কি তোমরা ছেলেমানুষী ক'রছ!

বলদেব।—বজ্জাত বেইমান মলহররাওয়ের নিন্দা ক'রেছি— এই আমার অপরাধ।

গিরিধর।—তুমি কিছুমাত্র অন্যায় করনি—তুমি উচিত কথাই ব'লেছ বলদেব; তুমি জাননা রণজী, এই মলহররাওয়ের স্পর্দ্ধা আজকাল অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

রণজী।—মহারাজ! তা বোলে তাঁর অসাক্ষাতে মন্ত্রণাকক্ষে তাঁর কুৎসা করা শিষ্টাচারসঙ্গত নয়।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী।—মহারাজ! মলহররাও হাজির হয়েছেন।

গিরিধর।—তাকে এইখানে নিয়ে এসো (প্রহরীর প্রস্থান।) স্পর্দ্ধিত কুক্কুরকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নয়। মলহররাও! তোমার অহঙ্কার আকাশ স্পর্শ করেছে, এতদিন তা চূর্ণ করবার কোনও সুযোগ পাইনি, আজ সুন্দর অবসর উপস্থিত। স্বেচ্ছায় আজ তুমি জালবদ্ধ হ'য়ে এখানে এসেছো; এবার তোমার কঠোর পরীক্ষা!

(মলহররাওয়ের প্রবেশ।)

মলহর।—মহারাজের জয় হোক!

গিরিধর।—মলহররাও হোলকার! আমি তোমাকে আজ কি জন্য আহ্বান ক'রেছি, বোধ হয় তা অবগত আছ?

মলহর।—মহারাজের আদেশ পেয়েই এখানে এসেছি· আহ্বানের কারণ মহারাজের কাছ থেকে শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

গিরিধর।—তুমি মস্তানীর নাম শুনেছ?

মলহর।—শুনেছি।

গিরিধর।—সেই সুন্দরী হায়দ্রাবাদের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নিজাম বাহাদুরের অধিকার থেকে পালিয়ে এসেছে—সে সংবাদও বোধ হয় জান?

মলহর।—জানি।

গিরিধর।—আমি এ রাজ্যে ঘোষণা করেছিলেম যে, পলায়িতা মস্তানীকে কেউ যেন আশ্রয় না দেয়, বরং তার সন্ধান পেলে তাকে বন্দিনী ক'রে রাজ দরবারে নিয়ে আসে; আর যদি কেউ আমার আদেশ অমান্য ক'রে তাকে অশ্রয়-দান করে, তাহলে সে ব্যক্তিও মস্তানীর সম-অবস্থাপন্ন হবে—এ ঘোষণা বাণীও বোধ হয় তুমি শুনেছ?

মলহর।—শুনেছি মহারাজ।

গিরিধর।—তত্রাচ সেই মস্তানী আজ আমার রাজ্যে, আমারই কোন অসমসাহসী প্রজার গৃহে, সসম্মানে আশ্রয়লাভ করেছে! মলহররাও হোলকার! আমি সংবাদ পেয়েছি, মস্তানী এরাজ্যে এসে প্রজা-সাধারণের কাছে আশ্রয়—প্রার্থিনী হ'লে, কেউ তাকে আশ্রয় দিতে সাহসী হয়নি; কিন্তু তোমার গর্ব্বিতা স্ত্রী সকলের চক্ষের ওপর সগর্ব্বে তাকে আশ্রয় দিয়েছে!—কথাটা কি সত্য?

মলহর।—হাঁ মহারাজ, সত্য। সেই অনাথা অসহায়া অনশন-

ক্লিষ্টা অভাগিনী নারী যখন অবিবেকী মূঢ় কামুকের পাপ-স্পর্শ হ'তে আত্মরক্ষার জন্য এ রাজ্যে এসে আশ্রয় প্রার্থিনী হয়—লোকের দ্বারে দ্বারে সকাতরে আশ্রয়ভিক্ষা ক'রে প্রত্যাখ্যাতা হয়, তখন আমার পত্নী তার দুর্দ্দশা দেখে মর্ম্মাহতা হয়ে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসে। অভাগিনীর অবস্থা দেখে, তার দুঃখময় কাহিনী শুনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছি।

গিরিধর।—উত্তম করেছ! খুব সাহসী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীরপুরুষ তুমি! দেখ্‌ছি তোমার সাহসের সীমা আসমান ছাড়িয়ে গেছে।

মল্লহর।—এজন্য আমি মহারাজের কাছে অপরাধী; কিন্তু আমি মহারাজের অনুগত ভক্ত প্রজা, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।

গিরিধর।—আরও—বল—আরও বল,—মহারাজ! আমার এই সাহসের জন্য আপনার সিংহাসনের আধখানা ছেড়ে দিন,—আমি সেখানে ব'সে একটু আরাম নোবো!—বল, বল, থাম্‌লে কেন? বলো!

মল্লহর।—মহারাজ! আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'রে অপরাধের দণ্ড দিন এই আমার প্রার্থনা। দীন প্রজা আমি, হীন প্রার্থনা আমার।

গিরি।—হাঁ হাঁ, তাই অমন ক্ষীণ কাজটুকু একনিশ্বাসে চটপট্‌ ক'রে হাসিল ক'রে ফেল্লে—বড় বড় রাজ-রাজড়া, আমীর-ওমরাহ যা করতে সাহস পায়নি!

মল্লহর।—মহারাজ! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি—আমি অপরাধী; কিন্তু আমি আপনার আশ্রিত অনুরক্ত প্রজা। মহারাজ

আমার পিতৃতুল্য পূজ্য ; পুত্রসম প্রজার রাজসমক্ষে এক ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে, সাহস পেলে নিবেদন করি।

গিরি।—বল্‌তে পার বল্‌তে পার ; আচ্ছা ব'লে যাও, তোমার প্রার্থনাটাই আগে শুনে নি।

মলহর।—মহারাজ!--আমি আজ উভয়সঙ্কটে পড়েছি। একদিকে আশ্রিত-পালন, অন্যদিকে রাজ-আদেশ লঙ্ঘন; দু'দিক থেকে দু'টো প্রবল স্রোত ছুটে আস্‌ছে ; এ বিপদ থেকে আমায় রক্ষা করুন মহারাজ! মস্তানীর বিনিময়ে আমি আজ স্বেচ্ছায় ধরা দিতে এসেছি ; আজ থেকে আমার সারাজীবন আপনার দাসত্ব কর্‌বো, আজ থেকে স্বাধীনচেতা মলহররাও হোলকার আপনার দাসানুদাস ; আমার বিনিময়ে মস্তানীকে ত্যাগ করুন মহারাজ, এই আমার প্রার্থনা।

গিরি।—চমৎকার প্রার্থনা! আমি আপ্যায়িত হয়ে গেলেম! ধনীর সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ ক'রে তার বিনিময়ে চতুর চোর দাসত্ব কর্‌তে চায়! সুন্দর মীমাংসা! যুক্তিটার তারিফ কর্‌তে হয় বটে!

মলহর।—পরিহাস কর্‌বেন না মহারাজ! প্রজার উক্তি রাজার কাছে উপহাসের জিনিস হ'লেও, প্রজার তা' প্রাণের কথা। দোহাই মহারাজ! আমার এ প্রার্থনা রক্ষা করুন।

গিরি।—তুমি তা হ'লে মস্তানীকে পরিত্যাগ কর্‌তে সম্মত নও?

মলহর।—ক্ষমা করুন মহারাজ!

গিরি।—ভণ্ড প্রবঞ্চক! স্বার্থান্ধ বেইমান! আমি তোমাকে কেন আহ্বান করেছি তা জেনেও তুমি মস্তানীকে সঙ্গে

ক'রে না এনে, আমার সঙ্গে ভণ্ডামী করতে এসেছ! মনে করেছ, আমাকে দুটো মুখের কথায় ভুলিয়ে নিজের কার্য্যোদ্ধার করবে? এত স্পর্দ্ধা তোমার! আমি জানতে চাই—তুমি এখনি মস্তানীকে এখানে এনে হাজির করতে রাজী আছ কিনা?

মলহর।—ক্ষমা করুন মহারাজ! আগেই তো ব'লেছি, আমি আজ উভয় সঙ্কটে পতিত; একদিকে ধর্ম্ম, অন্যদিকে আপনি! মহারাজ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য মান্য করি মুক্তকণ্ঠে আপনার প্রাধান্য—আপনার আধিপত্য স্বীকার করি; কিন্তু মহারাজ, আপনার চেয়ে আমার ধর্ম্ম বড়; আপনার মন-স্তুষ্টির জন্য আমি ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করতে পারব না—যাকে আশ্রয় দিয়েছি, কোনমতে তাকে ত্যাগ করতে পারব না।

শিন্দি।—তবে দেখি তোমার ধর্ম্ম কেমন ক'রে তোমাকে, তোমার পরিজনকে, তোমার আশ্রিতাকে রক্ষা করে। শোন মলহররাও হোলকার! তোমার স্ত্রী আমার আদেশ অমান্য ক'রে মস্তানীকে আশ্রয় দিয়েছে, সুতরাং মস্তানীর সঙ্গে আমি তোমার সেই গর্ব্বিতা পত্নীকে চাই; এই রাত্রে এ কক্ষে আমি তাদের দুজনকে চাই; আমার ইচ্ছা, তুমিই তাদের এখানে এনে হাজির কর। এ আদেশ পালন করতে তুমি সম্মত আছ?

রণজী।—মহারাজ! আপনি কি আদেশ করছেন! এক সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূকে আপনি বিচারকক্ষে হাজির করতে চান? একি অন্যায় আদেশ মহারাজ?

গিরি।—তুমি চুপ কর রণজী—আমার কথার ওপর কথা ক'য়ো না। মলহররাও! চুপ ক'রে রইলে যে! আমার কথার উত্তর দাও।

মলহর।—মহারাজ! আপনি ভূস্বামী—রাজা—তার ওপর বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ; সর্ব্বান্তঃকরণে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এখন যদি আপনার কথার উত্তরে কথার মতন কথা কই, তা'হলে কোন অপরাধ নেবেন না তো? শুনুন তবে আমার উত্তর;—মস্তানী আমার স্ত্রীর আশ্রিতা, আর আমার সেই স্ত্রীর আশ্রয়দাতা আমি! আশ্রিতরক্ষা আমার প্রাণের ধর্ম্ম; আমার এই দুই সবল বাহু অটুট থাকতে কোনমতে আমি আশ্রিতাকে ত্যাগ করতে পারব না।

গিরি।—বটে! কে আছ ওখানে?

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ।)

বন্দী কর। (মলহররাওকে বন্ধন।)

মলহররাও হোলকার! যে বাহুর গর্ব্ব করছিলে—তা এখন নির্জ্জিত; এবার কে তোমার আশ্রিতাকে রক্ষা করবে?

মলহর।—যাঁর ইচ্ছায় আমার হৃদয়ে আশ্রিত-রক্ষা-প্রবৃত্তির উদয় হয়েছে—সেই ইচ্ছাময় ভগবানই—সেই দুই দুঃখিনী অনাথিনী রমণীকে রক্ষা করবেন।

গিরিধর।—উত্তম। একে কারাগারে নিয়ে যাও।

(মলহরকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।)

রণজী, এখনি পাঁচহাজার সৈন্য নিয়ে মলহররাও হোলকারের

বাড়ী আটক কর, তার স্ত্রী আর সন্তানীকে বন্দিনী ক'রে আমার সম্মুখে এনে হাজির করো।

রণজী।—ক্ষমা করুন মহারাজ! এ অন্যায় আদেশ পালন করতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। এ আদেশ প্রত্যাহার ক'রে সন্তানীর বদলে এই সাহসী বীরকে দাসত্বে নিয়োগ করুন। আজ যদি রণজী সিন্ধিয়া আর মলহররাও হোলকারের হস্ত আপনার রক্ষার্থ উদ্যত হয়, তাহলে এই মালবরাজ্য ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে; আপনার শক্তি অক্ষয়—অজেয় হবে! রাজনীতি-ক্ষেত্রে এ লাভ বড় সামান্য নয় মহারাজ!

গিরিধর।—চুপ কর কাপুরুষ! আমি তোমার উপদেশ শুনতে চাই না; আমার আদেশ পালন ক'রবে কি না শুনতে চাই।

রণজী।—তবে শুনুন—এ আদেশ আমি পালন ক'রব না,—আর এ অন্যায় আদেশ কাউকে পালন করতেও দোব না।

গিরিধর।—বুঝতে পেরেছি বিশ্বাসঘাতক! তোমারও কালপূর্ণ হয়েছে। বলদেব, এখনই এই বজ্জাত বেইমানকে বন্দী কর—বন্দী কর—বন্দী কর—

(বলদেবের অগ্র-গমন ও রণজীর অসি-নিষ্কাশন ; সভয়ে বলদেবের পশ্চাদ্পদ হওন।)

রণজী।—কার সাধ্য আমায় বন্দী করে।—ভয় নেই কাপুরুষ! তোর মত গন্ধমূষিককে বধ ক'রে আমি হস্ত কলঙ্কিত ক'রবো না।

গিরিধর।—কে আছ, বন্দী কর।

রণজী।—শুনুন মহারাজ—এই নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে রণজী

সিন্ধিয়া যদি আপনার ছুর্গচত্বরে দণ্ডায়মান হয়—তা'হলে আপনার লক্ষ সৈন্যের হস্তোত্থত তরবারি যুগপৎ স্থির হ'য়ে থাকবে—কেউ তাকে আঘাত করতে সাহস পাবে না। এই রণজী সিন্ধিয়ার বাহুবলে নিয়ন্ত্রিত আপনার লক্ষ সৈন্য এত কাল আপনার সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিল, এবার সেই স্তম্ভভিত্তি কেঁপে উঠবে; স্থির জানবেন মহারাজ। এই মস্তানীকে নিয়েই আপনার সর্ব্বনাশ হবে। (বেগে প্রস্থান।

বলদেব।—তাই তো মহারাজ! কি স্পর্দ্ধা—কি সাহস! আপনার সামনে ডঙ্কা মেরে চলে গেলো!

গিরিধর।—বলদেব, এই নাও আমার পাঞ্জা; ছুর্গ থেকে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে এখনি মলহররাওয়ের বাড়ী আক্রমণ কর। তার স্ত্রী আর মস্তানীকে আজই বন্দী করা চাই।

বলদেব।—যে আজ্ঞে, বন্দী করা চাই—আজই বন্দী করা চাই! (স্বগতঃ) গৌতমা—প্রাণ-প্রেয়সী আমার! এতক্ষণে জানলুম এবার তুমি আমার! (প্রস্থান।)

গিরিধর।—ছুধ-কলা দিয়ে যে কালসাপকে আদর ক'রে পুষে-ছিলেম, আজ সেই সাপ আমার মাথার ওপর ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে! অঙ্কুরেই এই বিপ্লবের মুলোচ্ছেদ করতে হবে। (প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দরদালান,—মস্তানী ও তোরাব।

তোরাব।—মস্তানী, কি করলুম মা! জোয়ারের প্রবল টানে দু'জনে ভেসে যাচ্ছিলুম, তার পর প্রাণের দায়ে, আশ্রয়

পাবার আশায়, যাদের হাত ধ'রে কিনারায় উঠলুম—এখন যে তারা শুদ্ধ ভেসে যায়! দুজনে ডুবছিলুম, এবার যে সবাইকে ডুবতে হবে মস্তানী!—হায় হায়! আমাদের আশ্রয় দিয়ে এ বেচারীরাও সর্ব্বস্বান্ত হ'ল!

মস্তানী।—এমন যে হবে আমি তখন তা বুঝতে পারিনি; হায়, —হায়, কেন আমি তখন পথে দাঁড়িয়ে আশ্রয় চেয়েছিলুম! কাকা, আর কি ফেরবার কোন উপায় আছে?

সোরাব।—কি আর উপায় আছে মা? এক মাত্র উপায়, এদের না বোলে ক'য়ে এই রাত্রেই এখান থেকে চ'লে যাওয়া। কিন্তু তাতেও বিপদ; আমরা তো ধরা পড়বই, তা ছাড়া এদের মাথার ওপর যে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, তা কখনো মিলিয়ে যাবে না—বাজের মতন এদের মাথায় ভেঙে পড়বেই।

মস্তানী।—তবে কি হবে কাকা? এখন বুঝতে পারছি এখানে আশ্রয় নিয়ে, এদের বিপন্ন ক'রে কি অন্যায় করেছি!

(গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা।—কিছু মাত্র অন্যায় করনি বোন; অনাথ অসহায় বিপন্ন যে—পরের কাছে আশ্রয় গ্রহণ তার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; স্মরণাতীত কাল থেকে এ নিয়ম জগতে চ'লে আসছে, তুমি এই নিয়মেরই অনুসরণ করেছ, এতে অন্যায় কিছু হয়নি।

মস্তানী।—কিন্তু আমাদের আশ্রয় দিয়ে তুমি যে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে ব'সেছ বোন, তোমার সুখের সংসার যে ছারখার হয়ে যাবে।

গৌতমা।—তাতেই বা ক্ষতি কি বোন? তোমাদের আশ্রয় দিয়ে

আমি যদি সর্ব্বস্বান্ত হই—আমার সংসার ছারখার হয়ে যায় —তাতে আমি একটুও চিন্তিত নই। সর্ব্বস্বের বিনিময়ে তোমাদের তুজনকে রক্ষা করতে পারলেই আমি সুখী হব।

(শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর।—মা!

গৌতমা।—এমন সময়ে দেউড়ী ছেড়ে এলে কেন শঙ্কর?

শঙ্কর।—একটা খবর দিতে এসেছি মা; এই মাত্র শুনলেম দাদা বন্দী হয়েছেন।

গৌতমা।—বন্দী হয়েছেন?

শঙ্কর।—হাঁ মা, তিনি রাজ-দরবারে আজীবন দাসত্বের বিনিময়ে এঁদের মুক্তি-প্রার্থনা ক'রেছিলেন, কিন্তু রাজা তাতে সম্মত হননি। তিনি এক ভয়ঙ্কর কঠোর আদেশ করেন, সে কথা ব'লতেও বুক ফেটে যায় মা!

গৌতমা।—স্বচ্ছন্দে বল বাপ, আমি এখন পাষাণে বুক বেঁধেছি, কঠোর কথা—সমস্ত বিপদের কথা—সমস্ত বিভীষিকার কথা শোনবার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে আছি!

শঙ্কর।—এই রাত্রে আশ্রিতদের সঙ্গে তোমাকে তাঁর দরবারে নিয়ে যাবার জন্য রাজা তাঁকে আদেশ করেন। তিনি ঘৃণার সহিত সে আদেশ প্রত্যাখ্যান করায় বন্দী হয়েছেন। আরও ভয়ঙ্কর খবর মা—দশহাজার মালবী ফৌজ রাজার এই আদেশ পালন ক'রতে আসছে।

গৌতমা।—শঙ্কর! বাপ আমার! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও,— যেমন কোরে হোক্, আশ্রিতদের রক্ষা করা চাই।

তোরাব।—গরীবের একটা কথা শোন মা,—কেমন ক'রে আমাদের রক্ষা করবে? দশ হাজার ফৌজ লড়াই দিতে আসছে—তোমরা দুজনে—তাদের মুখ থেকে কেমন কোরে আমাদের রক্ষা করবে—কি ক'রে নিজের ইজ্জত রাখবে মা?

গৌতমা।—তা জানি না; কেমন ক'রে যে আমি তোমাদের রক্ষা করব, নিজের মান বাঁচাব—তা জানি না; কিন্তু মনে আমার আশা হচ্ছে—আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারবো, আমার সাক্ষাতে কেউ তোমাদের অমর্য্যাদা করতে পারবে না। যখনই আমি সন্দিগ্ধমনে ওই অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে এই কথা ভাবি—তখনই মনে আমার উৎসাহ জেগে ওঠে—প্রাণ পুলকে পূর্ণ হয়।—যেন ওই আকাশে মেঘের কোলে ব'সে এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী প্রসারিতহস্তে আমায় অভয় দেন!—সেই উৎসাহে আমি বুক বেঁধেছি—মনে প্রাণে জেনেছি—মহামায়া শঙ্করী আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী।—হাঁ মা, তুমি ঠিক অনুমান করেছ; মহামায়া শঙ্করী সত্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

শঙ্কর।—তোমায় চিনতে পেরেছি নরাধম!—এখনি আমি তোমাকে বধ ক'রবো?

রণজী।—স্থির হও ভাই; তুমি মনে ক'রেছ—আমি রণজী সিন্ধিয়া—মালবেশ্বরের প্রধান সেনাপতি—শত্রুরূপে তোমাদের অন্তঃপুরে এসেছি!—কিন্তু তা নয় ভাই, সত্যই

বলছি, আমি তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি; আজ থেকে রণজী সিন্ধিয়া তোমাদের সহচর—বিপদের বন্ধু।

শঙ্কর।—অসম্ভব! সেনাপতি, রহস্য করবেন না; আপনার মতলব কি, স্পষ্ট ক'রে বলুন।

রণজী।—কি মতলব আমার! বালক তুমি—তাই এখনো বুঝ্‌তে পারলে না! আজ রাজ-দরবারে নির্ভীক-চেতা মহাপ্রাণ বীর মলহররাও হোলকারের আত্মত্যাগ দেখে মুগ্ধ হয়েছি।—শোন্ শঙ্কররাও, আমার ওপরই এঁদের বন্দী ক'রে নিয়ে যাবার আদেশ প্রদত্ত হয়েছিল; কিন্তু আমি ঘৃণাভরে সে আদেশ প্রত্যাখ্যান ক'রে—কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছি। তোমাদের বন্দী করবার জন্য দশ হাজার ফৌজ নিয়ে বলদেবরাও কুচ ক'রেছে; এখনি তারা এসে পড়বে; তাদের আসবার আগে আমি তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে এসেছি। শঙ্কররাও, আমাকে অবিশ্বাস ক'রো না; মা,—আমি তোমার সন্তান, সেই ভেবে আমাকে বিশ্বাস কর।

গৌতমা।—হাঁ—বৎস, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে বিশ্বাস করলুম।

রণজী।—মা! তা'হলে এই রাত্রে এখনি তোমাদের এ বাড়ী পরিত্যাগ করতে হবে।

গৌতমা।—কোথায় যাব?

রণজী।—যেতে হবে অনেক দূর মা, সাতরা রাজ্যে। স্বর্গীয় প্রাতঃস্মরণীয় মহারাষ্ট্রপতির পৌত্র মহারাজ সাহু এখন সাতারার অধীশ্বর। মহারাষ্ট্রগৌরব মহাপ্রাণ বাজীরাও

আজ সাতারার পেশোয়া-পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কাল মহারাজ সাহু নূতন পেশোয়াকে নিয়ে প্রথম দরবার ক'রবেন। সেই দরবারে গিয়ে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে। তা ভিন্ন আর রক্ষার উপায় নেই। আর ভাববার সময় সেই মা; যখন এঁদের আশ্রয় দিয়েছ, তখন যেমন ক'রে হোক রক্ষা ক'রতেই হবে; রক্ষা করবার এই এখন একমাত্র উপায়। এই উপায় স্থির ক'রে অদূরে আমি দ্রুতগামী অশ্ব রেখে এসেছি; আর দেরী নয় মা—এসো।

নেপথ্যে।—ধর-ধর—ঘেরে ফেল।

শঙ্কর।—সর্ব্বনাশ! ফৌজ এসে বাড়ীতে পড়েছে—ওই দেউড়ী ভাঙ্ছে? এখনি অন্দরে এসে পড়্বে!! (গমনোদ্যোগ।)

রণজী।—(বাধা দিয়া) স্থির হও শঙ্কর; অসংখ্য সৈন্য বাড়ীতে এসে পড়েছে, ওদের বাধা দিতে তুমি একলা ছুটে চলেছ? এ উন্মাদ সাহসের পরিণাম কি?

শঙ্কর।—তবে কি আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শত্রুদের স্পর্দ্ধা দেখবো—তারা সর্ব্বস্ব নিয়ে চলে যাবে; আর আমি সেই দিকে তাকিয়ে থাকবো? দাদা আমার হাতে তাঁর সর্ব্বস্ব-রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন; আমি এখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।

রণজী।—আমার অনুরোধ, একটু ধৈর্য্য ধর, ওদের এখানে আস্তে দাও। নিরাপদে বিনাবাধায় ওরা সব একে একে এই দরদালানে এসে সার দিয়ে দাঁড়াক। এই রণজী সিন্ধিয়া আর এক দণ্ড আগে যাদের ওপর কর্ত্তৃত্ব ক'রে এসেছে—

তারা বোধ হয় এত শীঘ্র প্রভুত্বের মর্য্যাদা ভুলে গিয়ে তার সামনে অস্ত্র ধ'রে দাঁড়াতে সাহস ক'রবে না। দেখবে তখন—দশ হাজার সৈন্যের হস্তের অস্ত্র একসঙ্গে খসে প'ড়ে যাবে।

নেপথ্যে।—(দরজাভঙ্গের শব্দ) এগিয়ে চল—ধর।

(বলদেবে ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

বলদেব।—ওই—ওই সকলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বাঁধ—বাঁধ—সব কটাকে বেঁধে ফেল—পিছমোড়া ক'রে বাঁধ—কেবল—কেবল ওঁকে (গোতমাকে দেখাইয়া) বাদ দিয়ো, ও'র ভার আমার ওপর।

সৈন্যগণ।—বাঁধ—বাঁধ—

বলদেব।—তলোয়ার খুলে পথ সাফ কর।

সৈন্যগণ।—মার ওকে। (অসি নিষ্কাশন।)

রণজী।—(অগ্রসর হইয়া) ভাইসব! আমি তোমাদের সেই রণজী সিন্ধিয়া! যার আদেশ একদিন তোমরা অবনত-মস্তকে পালন ক'রেছ—যার অঙ্গুলি-সঞ্চালনে তোমাদের শত-সহস্র তরবারি একসঙ্গে সূর্য্য-কিরণে প্রতিফলিত হয়ে বিদ্যুতের খেলা দেখিয়েছে—অস্ত্রমুখে দীপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়েছে ;—যার মুখের একটি মাত্র কথা শুনে তোমরা সকলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে উন্মাদের মতন যমের মুখে এগিয়ে গিয়েছ—সম্মুখে পতিত পর্ব্বতপ্রমাণ অন্তরায় চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে সঙ্কল্প সিদ্ধ ক'রেছ,—আমি তোমাদের সেই রণজী সিন্ধিয়া। কিন্তু আজ আমি আর তোমাদের প্রভুরূপে তোমাদের আদেশদাতারূপে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে

নাই ; তোমাদের ওই দশসহস্র তরবারি যে ক'জন হতভাগ্য নরনারীর বক্ষরক্ত পান করবার জন্য উদ্যত হ'য়ে উঠেছে, তাদের রক্ষা করবার জন্য আমি আজ তোমাদের শত্রুরূপে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। হয় তোমরা আমার আশ্রিত এই ক'জনকে নিয়ে আমাকে নিরাপদে যেতে দাও, না হয় আমাকে হত্যা ক'রে এঁদের অঙ্গে হস্তক্ষেপ কর! এই নাও আমার তরবারি তোমাদের সামনে ফেলে দিলেম—এই তোমাদের সামনে বুক পেতে দিয়ে দাঁড়ালেম। তোমাদের যা অভিরুচি হয় কর।

১ম সৈন্য।—ভাই সব, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিস্ কি ? আমাদের দেবতা সেনাপতির কোন্ কথা রাখতে চাস্ ?

২য় সৈন্য।—পাশ দাও—ওঁদের যেতে দাও ; দেবতার হুকুম আমরা মাথা পেতে নেব !

১ম সৈন্য।—এই নিন্ হুজুর আপনার তলোয়ার,—আমরা পথ দিচ্ছি, আপনি ওদের সঙ্গে ক'রে স্বচ্ছন্দে চলে যান।

রণজী।—তোমরা সাধু ; জয় হোক তোমাদের। মনে রেখো ভাই সব—যদি রাজকোপে পতিত হও, সাতারায় গিয়ে আমার সন্ধান কোরো।

(রণজী, শঙ্কর, গৌতমা, মস্তানী ও তোরাবের প্রস্থান।)

বলদেব।—অ্যাঁ!—ওরে ও হাঁদার ব্যাটারা—করলি কি ?—করলি কি ?—সব গুলিয়ে দিলি ?

১ম সৈন্য।—তাই তো হুজুর, সব গুলিয়ে গেলো ! কি তাজ্জব !

২য় সৈন্য।—আচমকা একটা ঝাঁইকি উঠে সব তোলপাড় ক'রে

দিয়ে গেল হুজুর! এমন তো আর কখ্‌খনো দেখিনি!

বলদেব।—চোরকে পালাবার ফুরসদ দিয়ে এখন ন্যাকামী করা হ'চ্ছে! শোন বেইমানরা—যদি ভাল চাস্‌, এখনি ছুটে গিয়ে ওদের গ্রেপ্তার ক'রে আন।

১ম সৈন্য।—আজ্ঞে হুজুর, পা গুলো যে আর এগুতে চায় না, পরাণগুলোও কেমন কেমন করতে লেগেছে।

২য় সৈন্য।—ঠিক বলেছিস ভাই; আর এগিয়ে গিয়েই বা হবে কি? তার চেয়ে কেল্লায় গিয়ে একটু মৌতাত ক'রে নিয়ে পরাণ গুলোকে তাজা ক'রে নেওয়া যাক, তার পর না হয় ওদের তল্লাস করা যাবে।

১ম সৈন্য।—হাঁ—হাঁ—এই হচ্ছে কথার মত কথা। আয় ভাই সব, কেল্লার দিকে কুচ করি।

সকলে।—তাই চ—তাই চ। (সৈন্যদের প্রস্থান।)

বলদেব।—নিশ্চয়ই রণজীর সঙ্গে এদের ষড়যন্ত্র আছে। এখনই এর বিহিত করতে হবে। কি দুর্ভাগ্য আমার! এত উদযোগ, এত আয়োজন সব পণ্ড হয়ে গেল! বড় আশা ক'রে গৌতমাকে ধরতে এসেছিলুম—সব গুলিয়ে গেল। হায় হায় কি পোড়া বরাত আমার! (প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সাতরা—রাজসভা।

সাহু, শ্রীপতি, পিলাজী, ত্র্যম্বকরাও, চন্দ্রসেন ও সদাশিব।

চন্দ্রসেন।—মহারাজ! মহারাষ্ট্র রাজ্যের পেশোয়ার পদ আমাকে

ধর্ম্মতঃ আমরাই প্রাপ্য ; কিন্তু আপনি আমার দাবী অগ্রাহ্য ক'রে কোন যুক্তিতে বাজীরাওকে সে পদে অভিষিক্ত ক'রেছেন—আমি তা জানতে ইচ্ছা করি।

সাহু।—তুমি বড় অদ্ভুত প্রশ্ন তুলেছ, চন্দ্রসেন। স্বর্গীয় পেশোয়া মহাত্মা বিশ্বনাথ আমার সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, তাঁরই বুদ্ধিকৌশলে ও অসি-বলে সাতারার রাজবংশ আজ হিন্দুস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর সুযোগ্য পুত্র বাজীরাও যে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হবে, তা এ রাজ্যে সর্ব্বজনবিদিত।

চন্দ্রসেন।—মহারাজের জানা উচিৎ, পেশোয়ার পদ কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয় ; বংশানুক্রমে কেউ এ পদ দখল ক'রে আসতে পারেন না। রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে যে সকলের চেয়ে বহুদর্শী, কার্য্যক্ষম, অভিজ্ঞ—এ পদে অভিষিক্ত হ'তে তার দাবীই সকলের চেয়ে বেশী।

সাহু।—হাঁ আমি তা স্বীকার করি ; সেই জন্যই আমি বহুদর্শী কার্য্যক্ষম অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী বাজীরাওকেই পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত ক'রেছি। আমি জানি, বাজীরাও বয়সে নবীন হ'লেও তাঁর সুযোগ্য পিতার সাহচর্য্যের ফলে সকল বিষয়েই তিনি সুদক্ষ।

চন্দ্রসেন।—আর আমরা এতকাল এ রাজ্যের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ ক'রে কেবল পণ্ডশ্রম ক'রে এসেছি—এই বোধ হয় মহারাজের ধারণা।

সাহু।—এমন অন্যায় [illegible]

দিই নি, সেনাপতি। আমি আপনাদের প্রত্যেককেই সাধু, বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী ব'লে জানি।

চন্দ্রসেন।—তাই বুঝি আমাদের দাবীর ওপর পদাঘাত ক'রে, বাজীরাওয়ের সম্মান বাড়িয়ে, আমাদের প্রতি মহারাজের কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিলেন!

সাহু।—বাজীরাও পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হ'য়েছেন ব'লে আপনার মনে দেখ্‌ছি ভয়ঙ্কর আক্রোশ হ'য়েছে। কিন্তু এখন এজন্য ক্ষোভ করা বৃথা; অন্ততঃ অভিষেকের আগে আপনার এ বিষয়ে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।

চন্দ্রসেন।—আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে মহারাজ কারো মত না নিয়ে এত শীঘ্র তাকে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত ক'রে ব'সবেন। আমি যদি কাল এ রাজ্যে উপস্থিত থাকতেম, তা'হলে প্রত্যক্ষভাবে এর প্রতিবাদ ক'রতেম—অভিষেকে বাধা দিতেম।

সাহু।—সেনাপতি, আপনি ব'লছেন কি?

সদাশিব।—সেনাপতি ম'শায় সেনাপতির মতই কথা ব'লছেন—মহারাজ কি বুঝতে পারছেন না? উনি তো সরলভাবেই টপ ক'রে কথাটা ব'লে ফেললেন—আপনি বুঝলেন না, এই আশ্চর্য্য! আমাদের সেনাপতিমশায় ভারী মন-খোলসা মানুষ কি না, তাই উনি মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে ব'লছেন যে, কাল যদি উনি এ মুলুকে থাকতেন, তা'হলে অভিষেক-ক্রিয়াটা চুপিচুপি হ'তে দিতেন না—মালসাট মেরে তাড়িয়ার নিয়ে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে সভার মাঝে খুড়ি-

লাফ খেয়ে পড়তেন, আর ওই পেশোয়ার আসনখানাকে প্রাণাধিকা প্রেয়সী মনে ক'রে একটু টেপাটেপী ক'রতেন!—

চন্দ্রসেন।—মহারাজ, আমি অনুরোধ ক'রছি,—আপনি এ পাগলকে সংযত হ'তে বলুন।

সাহু।—কে যে পাগল—তা আমি বুঝতে পারছি না, সেনাপতি; আপনি আমার দরবারে—আমার সামনে দাঁড়িয়ে ব'ললেন —কাল আপনি রাজধানীতে উপস্থিত থাকলে অভিষেকে বাধা দিতেন; আপনার এই রাজবিদ্রোহদিগ্ধ কথা সদাশিব স্পষ্টভাবে প্রকাশ ক'রেছেন—এই তাঁর অপরাধ!

চন্দ্রসেন।—বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করাতে মহারাজ যদি রাজদ্রোহ ব'লে মনে করেন—তা'হলে আমি নাচার।

সাহু।—বাজীরাও এখন এ রাজ্যের পেশোয়া—তাঁর সম্বন্ধে আপনি কোন অন্যায় কথা না কইলেই আমি সুখী হব। আপনি এখন থামুন, সময়ান্তরে আমি আপনার কথা শুনব।—অমাত্যগণ!—একি? আপনাদেরও মুখভঙ্গী এরকম দেখছি কেন? বাজীরাও পেশোয়া হ'য়েছেন ব'লে আপনারাও সকলে অসন্তুষ্ট নাকি?

শ্রীপতি।—না—না—ঠিক অসন্তুষ্ট নয়—তবে একটু চিন্তিত বই কি। বাজীরাও উদ্ধত যুবা—বড় গোঁয়ার—তাইতে ভয় হয়—

ত্র্যম্বক।—হাঁ—হাঁ—একে এই দুঃসময়, তার ওপর বাজীরাওয়ের হঠকারিতায় যদি কোন যুদ্ধহাঙ্গামা বেধেযায়—ভারি বিপদ হবে।

পিলাজী।—এই—এই—হ'চ্ছে যা' কথা; আর কিছু নয়—আর কিছু নয়: রাজ্যের জন্যই যত ভয়—

সাহু।—আপনাদের কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হ'লেম। বাজীরাওয়ের ওপর আপনাদের যখন এত অবিশ্বাস,—ধারণা এমন সন্দিগ্ধ, তখন অভিষেকের আগে এ সব কথা আমাকে বলা আপনাদের উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। আমি স্বহস্তে তাঁকে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত ক'রেছি,—আজ এই নূতন দরবারে প্রথম অধিবেশনের দিনে আমি তাঁকে স্বহস্তে পেশোয়ার আসনে বসাব। আমার অনুরোধ আপনারা এতে আর কোনও আপত্তি না তোলেন। তবে যদি নবীন পেশোয়ার কার্য্যকলাপে সাতারার রাজনৈতিক আকাশ বিপদের মেঘজালে আচ্ছন্ন হয়, তখন না-হয় অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। ওই পেশোয়া আসছেন; আসুন আমরা সকলে সসম্ভ্রমে ওঁর সম্বর্দ্ধনা করি।

(বাজীরাওয়ের প্রবেশ।)

সাহু।—আসুন পেশোয়া, আমরা সকলে সাগ্রহে আপনার প্রতীক্ষা ক'রছিলেম। আপনি এই পবিত্র আসন গ্রহণ ক'রে সভার শোভাবৃদ্ধি করুন।

বাজীরাও।—ক্ষমা করুন মহারাজ! ওই পবিত্র আসন গ্রহণে আমি এখন অক্ষম। অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্ছে। পুত্র-সম প্রজার দারুণ দুঃখ দুর্দ্দশা দেখে এ হৃদয়ে ভীষণ দাবানলের সৃষ্টি হ'য়েছে। এঁর মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব-স্পর্শিত ওই পবিত্র আসনের ছায়াও স্পর্শ ক'রব না।

সাহু।—মহান্ পেশোয়া, আমি স্বেচ্ছায় সাগ্রহে আপনাকে

পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত ক'রেছি। আমার রাজ্যে যদি কোনও অন্যায় অবিচার দেখে আপনার মনে অনুতাপ জ'ন্মে থাকে,—তা'হলে আপনি পেশোয়ার দায়িত্ব নিয়ে স্বচ্ছন্দে তার প্রতিকার করুন। সহসা আপনার মনে এ অনুতাপ কেন—তা জানতে পারি কি?

বাজীরাও।—মহারাজ! কাল অভিষেকের পর আমি ভ্রমণ ব্যপদেশে সাতারার সীমান্তপ্রদেশ পরিদর্শন ক'রতে গিয়েছিলেম। কিন্তু তার ফলে সে অঞ্চলে যা দেখে এসেছি, তাতে ক্ষোভে দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে! অসংখ্য কৃষক-সঙ্কুলিত সীমান্তপ্রদেশ আজ ভীষণ শ্মশানে পরিণত! নিরীহ প্রকৃতিপুঞ্জ বিতাড়িত; তাদের কুটীরসমূহ বিধ্বস্ত; জনাকীর্ণ নগরী দুর্ভেদ্য অরণ্যানী, হিংস্র শ্বাপদকুলের বাসভূমি! ক্ষেত্র সব শস্যহীন, অন্নক্লিষ্ট দরিদ্র প্রজাগণ ক্ষুধার তাড়নায় উন্মাদের মতন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! গৃহস্থের গর্ব্বের সামগ্রী—পতিপ্রাণা হিন্দুললনাগণ অত্যাচারী দস্যুদের কবলগত হ'য়ে ভীষণ নির্য্যাতন ভোগ ক'রছে! রাজধানীর কয়েকক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত সীমান্ত অঞ্চলের আজ এই শোচনীয় অবস্থা! এই সুসজ্জিত সুশোভিত রাজসভায় মহারাজের সমক্ষে থেকেও সে সব বীভৎস দৃশ্য যেন আমার চ'খের ওপর প্রতিফলিত হ'চ্ছে—সেই সব উৎসাহিত পল্লী হ'তে অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র প্রজার জীর্ণাবাস ভেদ ক'রে, তাদের মর্ম্মভেদী হাহাকার হাওয়ায় হাওয়ায় ছুটে এসে যেন আমার কর্ণপটহে আঘাত ক'রছে! এ সমস্ত

দেখে শুনে দেশের এ দুর্দ্দিনে আমি এই বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ~~রাজসভার~~ নাম-সর্ব্বস্ব পেশোয়ারূপে অবস্থান ক'রতে অনিচ্ছুক। এ পদের ওপর আমার কণামাত্র স্পৃহা নাই; আমি চাই প্রজার সুখসমৃদ্ধি, আমি চাই—ওই উৎসাহিত পল্লীসমূহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা!

সাহু।—আপনার এ অভিপ্রায় অতি সঙ্গত। পেশোয়াপদে অভিষিক্ত হ'য়েই যে নিগৃহীত প্রজার দুঃখে আপনার করুণহৃদয় বিগলিত হ'য়েছে—তাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হ'য়েছি। আমি আপনাকে নাম-সর্ব্বস্ব পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত করিনি। পেশোয়ার দায়িত্ব নিয়ে দেশের কল্যাণ-কল্পে আপনি যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন না কেন, আমার তাতে কোনও আপত্তি নাই। আপনি প্রসন্নমনে আসন-গ্রহণ করুন।

বাজীরাও।—মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে আমি এই পবিত্র আসন গ্রহণ ক'রলেম। সামন্তগণ, আপনারা এ রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী; আপনারাই আমার প্রধান অবলম্বন। আপনাদের আশা-ভরসাই আমি অনেক করি। আমার এ এ সঙ্কল্পে যদি আপনাদের অথবা মহারাজের কোন আপত্তি থাকে—তাহ'লে আমাকে বলুন,—এই মুহূর্ত্তে আমি পেশোয়ার দায়িত্ব পরিত্যাগ ক'রে অন্যোপায়ে সঙ্কল্পিত উদ্দেশ্য সাধনে আত্মোৎসর্গ করি।

সাহু।—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার এই সাধু প্রস্তাবের সমর্থন করি। মহান পেশোয়া! ন্যায়ের পথে—অত্যাচারীর

বিরুদ্ধে—অনাথ অসহায় বিপন্নের রক্ষার্থে—আপনার সবল হস্ত কার্য্যকারী হোক;—আমি আপনার সহায়।

(গৌতমা, মস্তানী ও রণজীর প্রবেশ।)

গৌতমা।—জয় হোক—জয় হোক মহারাজ! এ আপনারই যোগ্য কথা,—প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা মহারাষ্ট্রপতির বংশধরের উপযুক্ত কথা!—এসো মস্তানী—আর আমাদের কিসের ভয়! নিশ্চয় আমরা এখানে আশ্রয় পাবি।

সাহু।—কে মা তোমরা—কি চাও?

গৌতমা।—বিপন্না অনাথিনী আমরা—আপনার শরণাপন্ন—আশ্রয় চাই মহারাজ।

শ্রীপতি।—মহারাজ! স্থির হোন; এই রমণীর মুখে মস্তানীর নাম শোনা গেল। হায়দ্রাবাদের সেই মস্তানী নিশ্চয়ই এদের মধ্যে আছে।

সাহু।—ভদ্রে! তোমরা অনাহূতভাবে রাজসভায় এসে বড় অন্যায় ক'রেছ।

গৌতমা।—হিন্দুরাজার রাজসভার দ্বার অবারিত—তাই মহারাজের আদেশ না নিয়ে—প্রহরীদের মানা না মেনে—উন্মাদিনীর মত চ'লে এসেছি। আমরা বড় বিপন্ন মহারাজ!

সাহু।—আমি তোমাদের পরিচয় জানতে চাই।

গৌতমা।—মহারাজ! আমি মালববাসিনী এক রমণী—হিন্দু গৃহস্থের কুলবধূ এই রমণীর নাম মস্তানী,—আমার আশ্রিতা; আমি একে আমার গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেম; তার ফলে স্বামী আমার রাজ-কারাগারে বন্দী। আশ্রিতরক্ষার জন্য

আমি ঘর-বাড়ী ছেড়ে একে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। আপনার কাছে আশ্রয় পাব ব'লে বড় মুখ ক'রে এসেছি মহারাজ ; আমি নিজের জন্য আশ্রয় চাচ্ছি না—আমার এই আশ্রিতা ভগিনীর জন্য আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রছি।

সাহু।—ভদ্রে! তুমি বৃথা আশায় প্রলোভিত হ'য়ে আমার কাছে এসেছ। এই মস্তানীর নাম এ রাজ্যে কা'রো অবিদিত নয়। মস্তানীকে আশ্রয় দিলে মালবের রাজার সঙ্গে—নিজামের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ অনিবার্য্য। এ দুর্দ্দিনে এক মুসলমানী বালিকার জন্য আমি এ রাজ্যে বিপদকে ডেকে আনতে পারি না।

গৌতমা।—মহারাজ! আমরা বিদ্রোহী নই, অত্যাচারী নই ; পীড়নের ভয়ে—অত্যাচারের ভয়ে—একে সঙ্গে নিয়ে আপনার দ্বারস্থ হ'য়েছি। মনে রাখবেন মহারাজ, আপনারই দেশের আপনারই মতন এক হিন্দুরাজা—আশ্রিত এক পাখীর জন্য নিজের অঙ্গের মাংস কেটে দিয়ে তাকে রক্ষা করেছিলেন।

সাহু।—থামো মা থামো—সত্য যুগের সে সব কথা এখন আর টেনে আনা বৃথা। মস্তানীকে আশ্রয় দিয়ে আমি নিজে বিপদগ্রস্ত হ'তে পারবো না।

রণজী।—মহারাজ! আমি মালবেশ্বরের প্রধান সেনাপতি। অভাগিনী মস্তানীর অবস্থা দেখে—এই মাতৃস্বরূপিণী দেবীর অপরিসীম বাৎসল্য দেখে—এঁর মহাপ্রাণ স্বামী মল্লহররাও

হোলকারের মহত্ব দেখে—রাজার কার্য্য ত্যাগ ক'রে এঁদের রক্ষার্থ আত্মোৎসর্গ ক'রেছি। আমিই এঁদের এ রাজ্যে এনেছি; বড় মুখ ক'রে—বড় আশা ক'রে এনেছি মহারাজ —দোহাই আপনার—এঁদের আশ্রয় দিন।

সাহু।—কি ক'রব সেনানী, আমি নিরুপায়; রাজনীতির সঙ্গে এ ব্যাপারের সংস্রব; আমি এতে হস্তক্ষেপ ক'রতে পারি না।

গৌতমা।—বড় আশা ক'রে এ রজ্যে এসেছিলুম;—রাজসভায় প্রবেশ ক'রে অমন জ্বলন্ত উৎসাহের কথা শুনলুম—আর এখন নিরাশ হ'য়ে আশ্রিতা ভগিনীর হাত ধ'রে ফিরে যেতে হ'লো! চল বোন—ফিরে যাই।

বাজীরাও।—দাঁড়াও মা—দাঁড়াও—ফিরে যেওনা,—আমি তোমার আশ্রিতাকে আশ্রয় দোব।

গৌতমা।—অ্যাঁ—আশ্রয় দেবেন, আপনি আশ্রয় দেবেন; একি সত্য?

বাজীরাও।—হাঁ মা, সত্য; আমি তোমাদের আশ্রয় দোব—কোন ভয় নেই তোমাদের।

গৌতমা।—আপনি তা'হলে মানুষ ন'ন—শাপভ্রষ্ট দেবতা আপনি; ভক্তিভরে আমি আপনাকে প্রণাম ক'রছি।

বাজীরাও।—মা, আমি তোমার সন্তান—তুমি আমার জননী; মায়ের রক্ষার্থ সন্তানের হস্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকবে মা।

সাহু।—আপনি কাকে আশ্রয় দিচ্ছেন, তা বুঝতে পারছেন কি, পেশোয়া?

বাজীরাও।—হাঁ মহারাজ, বুঝতে পেরেছি। [illegible] বালিকা

অত্যাচারের দায়ে—শবর-তাড়িতা হরিণীর মতন আশ্রয় পাবার আশায় হিন্দুস্থানের নানাস্থানে ব্যাকুলভাবে ছুটে বেড়িয়ে, দেশের কোন রাজা—কোন দাতা—কোন মহাত্মার কাছে আশ্রয় পায় নি; শেষে যে মহিমাময়ী শক্তিময়ী হিন্দুরমণী অসমসাহসে তাকে আশ্রয় দিয়েছেন,—তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, তাঁরই মহান্ উদার আদর্শের ছায়া অবলম্বন ক'রে আমি সেই পলাইতা বিপন্না ভয়ার্ত্তা বালিকাকে আশ্রয়দান ক'রেছি; আপনারই অভয়বাণী শিরোধার্য্য ক'রে আমি একে আশ্রয় দিয়েছি। এ আশ্রয়দান ন্যায়ের পথে, ধর্ম্মের পথে, পবিত্র—মধুর অবদান। এ আশ্রয়দান মহান্ উদার হিন্দুর হৃদয়ের ধর্ম্ম,—ন্যায়ের পক্ষে—ধর্ম্মের পক্ষে কঠোর কুলিশ-দণ্ড ধারণ। এ আশ্রয়-দান আমার স্বেচ্ছাকৃত; ব্যক্তিগতভাবে আমি মস্তানীকে আশ্রয় দিলেম। এর জন্য যদি কেনো বিপ্লবের সূচনা হয়, আমার সম্মুখে যদি পর্ব্বতপ্রমাণ অন্তরায় উপস্থিত হয় তাহ'লে সেই পুঞ্জীভূত অন্তরায়কে বিচূর্ণিত করবার জন্য স্বর্গের বজ্র, নরকের বহ্নি, পৃথীবীর হলাহল, পিশাচের নৃশংসতা, সর্পের খলতার সাহার্য্য নিতেও আমি কুণ্ঠিত হব না,—যেমন ক'রে হোক্ শরণাগতকে রক্ষা ক'রবো। ভয় নেই মস্তানী, আজ থেকে তুমি আমার আশ্রিতা—আমি তোমার আশ্রয়দাতা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান-বাটিকা।

চন্দ্রসেন।

চন্দ্রসেন।—আশ্চর্য্য সুন্দরী এই মস্তানী! এমন প্রতিভাময়ী সৌন্দর্য্যের প্রতিমা আর কোথাও দেখিনি। রমণীর সৌন্দর্য্য আমাকে কখনো মুগ্ধ ক'রতে পারে নি; কিন্তু আজ মস্তানীর অপ্সরো-রূপ-জ্যোতিঃ আমার চক্ষুকে কলুষিত ক'রেছে—বুকের ভেতর তুফান তুলে আমাকে পাগল ক'রে ফেলেছে। যখন সে সভায় এসে দাঁড়াল, মুখে একটি কথা নেই, চোখে কটাক্ষ নেই, কারোর দিকে দৃষ্টি নেই—তবু তার রূপের প্রভা কত সুন্দর ভাবে ফুটে উঠলো!—যেন আকাশের বিদ্যুৎ শান্তশিষ্টা নারীর মূর্ত্তি ধ'রে দরবারে এসে ধীরভাবে দাঁড়াল। এমন সুন্দরীর জন্য হিন্দুস্থানে যে ঝড় ব'য়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি এমন পরীলাঞ্ছিত সুন্দরী. প্রতিদ্বন্দী বাজীরাওয়ের উপভোগ্য হবে!—জেনে আমি চুপ ক'রে থাকবো?—অসম্ভব। এ সুন্দরীকে আমায় হস্তগত ক'রতেই হবে। বাজীরাওয়ের প্রাধান্য সহ্য ক'রতে পারব না ব'লে ঘৃণাভরে রাজকার্য্য পরিত্যাগ ক'রেছি; এ সময় মস্তানী যদি আমার আয়ত্তাধীন থাকে, তাহ'লে

শুধু প্রেম-খেলা নয়, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও খেলাবার একটা খেলনা পাব ; তার ফলে ভাগ্য-চক্র আবার ফিরলেও ফিরতে পারে। আজই কঠোর পরীক্ষা,—উত্তম অবসর আজ! বাজীরাও রাজধানীতে নেই ; উদ্যান-বাটিকায় মস্তানী একা ; রক্ষীদের আয়ত্ত ক'রেছি, বাধা দেবার কেউ নেই।—ওই না কার পদশব্দ শোনা যাচ্ছে ;—নিশ্চয়ই কেউ এদিকে আসছে ; এই যে অদূরে রমণী-মূর্ত্তি,—চিনতে পেরেছি—ওই—ওই সেই সুন্দরী! এখন একটু অন্তরালে থেকে সুন্দরীর মনের ভাব পরীক্ষা করাই উচিত। (প্রস্থান।)

(মস্তানীর প্রবেশ।)

মস্তানী।—না ভেবে চিন্তে হঠাৎ একটা কাজ ক'রে ব'সলুম—এখন কিন্তু চারিদিক থেকে সহস্র দুশ্চিন্তা এসে আমাকে ঘিরে ফেলেছে। মহাপ্রাণ উদার পেশোয়া অম্লানবদনে আমাকে আশ্রয় দিলেন, আর আমি অমনি তাঁর কাছে আমার পূর্ব্ব-আশ্রয়দাতা মহাত্মা মলহররাও হোলকারের মুক্তি-ভিক্ষা ক'রলুম ;—মুক্তকণ্ঠে ব'ললুম,—দয়াময়ী গৌতু দেবীর স্বামীকে মালবেশ্বরের কারাগার থেকে উদ্ধার ক'রে আনুন—আপনার আশ্রিতার এই আবদারটুকু রক্ষা করুন। আমার এ আবদার তিনি কানে নিয়েছেন! শুনছি, আজই নাকি তিনি মালবরাজ্যে চ'লে গেছেন,—রাওজীকে উদ্ধার ক'রে আনতে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আছে শুধু জনকয়মাত্র সহচর! এমন দুঃসাহসিকের কাজ যে তিনি ক'রবেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। যদি তাঁর কোন বিপদ হয়, যদি

মালবরাজ ঘুণাক্ষরেও এ কথা জানতে পেরে সজাগ হ'য়ে থাকে—অসংখ্য সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে, তাহ'লে কে তাঁকে রক্ষা ক'রবে? হায়—হায়! কেন আমি তাঁর কাছে এত তাড়তাড়ি এমন অন্যায় আবদার ক'রে ব'সলুম! আমি যে বড় অভাগিনী,—আশায় আশায় যেখানে যাই, সেইখানেই আশার আলো নিবে যায়—আমার আশ্রয়দাতার সর্ব্বনাশ হয়!—তাই মনে এত ভয় হ'চ্ছে। কে আমার এ ভয়ভঞ্জন ক'রে দেবে? ভগবান! তুমি যদি সত্য সত্যই দুনিয়ায় থাকো, তাহ'লে আমার ভয় ভেঙে দাও,—আমার আশ্রয়দাতাকে রক্ষা কর—মানে মানে তাঁকে ফিরিয়ে আন—দোহাই তোমার প্রভু!

(মস্তানীর গীত)

কাতরা কিঙ্করী; শ্রীচরণতরী, দেহ কৃপা করি ওহে দয়াময়!
সঙ্কট-সাগরে, ডাকি বারে বারে, তুমি বিনা কেবা ঘুচাইবে ভয়;
নিরাশ-আঁধারি চারিধারে হেরি; কি করি—কি করি ভয়ে ভেবে মরি,
কে জানে কি হবে, কি ফল ফলিবে, অবলা-হৃদয়ে কত জ্বালা সয়।

(চন্দ্রসেনের প্রবেশ।)

চন্দ্রসেন।--চমৎকার সুন্দরী--চমৎকার! কি সুন্দর কণ্ঠস্বর তোমার!

মস্তানী।—কে আপনি?

চন্দ্র।—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। তুমি আমাকে চিনতে পারলে না—এই বড় আশ্চর্য্য সুন্দরী! সে দিন যখন ওপার্থিব রূপরাশি নিয়ে রাজসভায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে, তখনই তো আমায় দেখেছ সুন্দরি! আমি চন্দ্রসেন,—এই যে বিরাট বিশাল সাতারা রাজ্য, আমিই এর প্রতিষ্ঠাতা;

আমারই বাহুবলে এই সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে!

মস্তানি।—আপনার বীরত্বের পরিচয় পেয়ে বড় সুখী হ'লুম ; কিন্তু এখানে আপনি কি মনে ক'রে এসেছেন ?

চন্দ্র।—তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে।

মস্তানী।—আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে!—জানতে পারি কি,—আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আপনার কি প্রয়োজন ?

চন্দ্র।—কি প্রয়োজন ? কেমন ক'রে ব'লব মস্তানী—আমার কি প্রয়োজন! কেমন ক'রে ব'লব সুন্দরী,—কি প্রয়োজনে—কিসের প্রলোভনে—কোন্ উদ্দেশ্যসাধনে এই গভীর নিশীথে সহস্র অন্তরায় অতিক্রম ক'রে, আমার চিরশত্রুর উদ্যান-বাটিকায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছি!

মস্তানী!—আপনার এ উন্মাদ-সাহসের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি! কিন্তু আপনার মনে রাখা উচিত, আমি রমণী—অনাথিনী ; একাকিনী এখানে ব'সে একমনে ভগবানকে ডাকছিলুম ; এখানে আপনি এসে বড় অন্যায় ক'রেছেন। আপনি দয়া ক'রে এখনি এখান থেকে চ'লে যান।

চন্দ্র।—চ'লে যাব ? অয় সুন্দরি! জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে দিশেহারা হ'য়ে উন্মাদের মতন তোমার কাছে ছুটে এলুম,—আর তুমি একনিশ্বাসে ব'লে ফেল্লে—চ'লে যাও।

মস্তানী।—আমি অনুরোধ ক'রছি—সকাতরে প্রার্থনা ক'রছি—আপনি এখনি এখান থেকে চ'লে যান।

চন্দ্র।—হাঁ সুন্দরি, আমি তোমার অনুরোধ রাখবো ; এখনি আমি চ'লে যাব! থাকতে আসিনি এখানে ; আমি চ'লে

যাব ;—কিন্তু সুন্দরী, একলা যাব না,—তোমাকেও নিয়ে যাব ; তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে সুন্দরী,—আমি তোমাকে অনন্তসুখের অধিকারিণী ক'রবো।

মস্তানী।—এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি—তুমি নররূপী পিশাচ! তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়। আমি তোমাকে ব'লছি—আমি আদেশ ক'রছি—দূর হও তুমি!

চন্দ্র।—সুন্দরী, তোমার কথায় চমৎকার সাহস প্রকাশ পাচ্ছে! কিন্তু আপাততঃ আমি তোমাকে ছেড়ে দূর হ'তে পারছি না,—তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দূর হব সুন্দরী! তুমি আমার হৃদয় অধিকার ক'রেছ,—কেন আর হতাশের ব্যথা দিচ্ছ! আমার কথা রাখ—সঙ্গে এসো—সুখী হও, নইলে আমি তোমাকে—

মস্তানী।—বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাবে,—এই তোমার মনের কথা! হায়দ্রাবাদের প্রবল প্রতাপ নিজাম—সহস্র শৃঙ্খল, সহস্র কারাগার, সহস্র লোকজন নিয়েও যাকে এক লহমার জন্য ধ'রে রাখতে পারেনি, তুমি কোন ক্ষুদ্র কীটাণুকীট—চির-দিনের মতন তাকে বন্দিনী ক'রে রাখতে চাও? এত সাহস—এমন দুরাশা তোমার! কি ব'লব, আমার আশ্রয়দাতা পেশোয়া—প্রতিপালক কাকা এখানে উপস্থিত নেই; তাঁরা এখানে থাকলে, আমি তোমার মুখে এমনি ক'রে লাথি মার্‌তুম। কাপুরুষ! সাধ্য থাকে আমায় বন্দী ক'রবে এসো।

[বেগে প্রস্থান।

চন্দ্র।—এমন উজ্জলরূপ—এমন দর্পিত ভাব—আর বুঝি কোথাও

দেখিনি। দৃপ্তা সিংহিনীর মতন সে ভীষণ মূর্ত্তি কি ভয়াবহ! আমাকেও স্তম্ভিত হ'য়ে থাকতে হ'লো! সঙ্কল্প ভুলে গেলেম,—হাত উঠলো না। উপেক্ষার হাসি হেসে—কটাক্ষে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়ে দিয়ে সে চ'লে গেলো! কিন্তু রমণীর সে দর্প কতক্ষণ? এখনি ওকে আয়ত্ত ক'রব—বশীভূত ক'রব—বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাব, অথবা ওই অপার্থিব রূপরাশিকে এই খানেই দগ্ধ ক'রে ফেলবো। [প্রস্থান।

সদাশিবের প্রবেশ।

সদাশিব।—এ ভেড়ের-ভেড়ের দেখছি মস্ত আস্থা! উনি আমাদের মস্তানীকে প্রেমের শিকলীতে বাঁধতে চান! কর্ত্তা জানেন না যে এখানে কেঁদো বাঘ দিন রাত সজাগ হ'য়ে প'ড়ে আছে! আসুক ফিরে বাজীরাও, তাঁর পর এর বিহিত ক'রছি। মেয়ে বটে এই মস্তানী! যেমন চেহারা—তেমনি মুখরা; এমন না হ'লে মেয়ে! এ মেয়ে কোনো রাজা-রাজ-ড়ার ঘরের ঝিউড়ী না হ'য়ে যাচ্ছে না বাবা—অদৃষ্টের ফেরে এখন পরের গলগ্রহ হ'য়ে প'ড়েছে!—দেখি একবার সেনা-পতি বেটার খবরটা নিয়ে। [প্রস্থান।

—*—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

পুরুষবেশে গৌতমা।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ বলদেব।

গৌতমা।—হাঁ—কি ব'লছিলেন, এবার বলুন, এঘরে জনপ্রাণী

নেই একটি কথাও কারো কানে যাবে না; এবার আপনার বক্তব্যটা ব'লে ফেলুন।

বলদেব।—তুমি ভাই—দিব্যি ছোকরাটি, যেমন পাঁচিল টোপ্‌কে বাড়ীর ভেতর পড়া, অমনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ; এখন তোমার চাঁদপানা মুখের মিষ্টি কথা শুনেই বুঝতে পারছি—আমি তুষ্ট হ'য়েই ফিরতে পারবো।

গৌতমা।—বেশ তো, আপনার কথাটাই আগে ব'লে ফেলুন না মশাই;—কি রকম মানুষ আপনি? দেখছেন না—আমি লুকিয়ে চুরিয়ে আপন্যাকে এখানে আনলুম, আর আপনি কেবলই—বাজে ব'কতে আরম্ভ করলেন। তু'পয়সা পাবার প্রত্যাশায় আপনাকে আনা—এখন দেখছি বা ষোল আনাই মাটী হয়।

বলদেব।—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই ব'লছি—এই এবার ব'লছি; কথাটা কি জান্?—আচ্ছা দেখ—এই বাড়ীতে গৌতমা ব'লে একটা মেয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে না?

গৌতমা।—গৌতমা? হাঁ—হাঁ—তাইতো—সে এখানে থাকে তো;—তাতে হ'য়েছে কি মশাই?

বলদেব।—আমি তাকে চাই।

গৌতমা।—আপনি তাকে চান? দেখতে চান বোধ হয়? কোন দরকার টরকার আছে নিশ্চয়ই—ডাকব না কি?

বলদেব।—কি আপদ! আগে আমার কথাটাই ভাল ক'রে শোন;—আমি তাকে দেখতে চাইনা—

গৌতমা।—তবে এ চাওয়াচাইর ভেতর একটু রঙ্গ আছে বলুন?

বলদেব।—এই—এই - ঠিক ব'লেছ তুমি,—এর ভেতর একটু রকমারী আছে বই কি! কথাটা কি জান;—এই গোতমা ছুঁড়ীটার সঙ্গে আমার পীরিত আছে,—বহুকালের পীরিত।

গোতমা।—বটে, তাই বুঝি সেই পুরাণো প্রেম ঝালাবার জন্য মহাশয়ের এখানে আগমন?

বলদেব।—এই—এই, আমার মুখের কথাটাই—তুমি টেনে এনে ব'লে ফেলেছ! হাঁ—এখন কথা এই—ঐ গোতমা ছুঁড়ীটাকে কোন রকমে আমার হাতে এনে দিতে হ'চ্ছে! তোমাকেই, ছোকরা, এই কাজটার ভার নিতে হবে; অবশ্য এতে তোমারও কিছু প্রাপ্য হবে।

গোতমা—তা তো বটেই—তা তো বটেই—কাজটাও বড় ছোট খাটো নয়,—পট্টি সট্টি দিয়ে একটা মেয়েকে পেশোয়ার এই প্রকাণ্ড পুরীর ভেতর থেকে বার ক'রে আনতে হবে। প্রাণ হাতে ক'রেই এ কাজে হাত দিতে হবে; অবশ্য কিছু পাওনার আশা না থাকলেই বা এমন কাজে হাত দোব কেন? জানেন তো মশাই—পেটে খেলেই পিটে সয়।

বলদেব।—তা—তা সে কথা হাজারবার; তুমি যদি এ কাজটা হাসিল ক'রতে পার—ছুঁড়ীটাকে আমার সামনে এনে দিতে পার—তাহ'লে আমি তোমাকে হাজার টাকা বখশিস্ দেবো।

গোতমা।—হা—জা—র—টা—কা! সত্যি তো—ঠাট্টা ক'রছেন না তো,—না এখন লোভ দেখিয়ে শেষে বুড়ো আঙ্গুল দেখাবার চেষ্টায় আছেন?

বলদেব।—এই কি কথা হ'ল? তুমি আমার জন্য এত কষ্ট ক'রবে

ছোকরা—আর আমি তোমাকে অমনি তার বদলে রস্তা দেখিয়ে দেবো! আ—ছেলেবুদ্ধি! তা যদি ভাই তোমার অবিশ্বাস হয়—এই টাকার তোড়া আগে না হয় নাও—

গৌতমা।—না—না—ঠিক অবিশ্বাস নয়—ঠিক অবিশ্বাস নয়—তবে কি জানেন মশাই, পরহস্তগত ধন কিনা—হাতে না পেলে বিশ্বাস নেই!—জোচ্চোরের বাড়ী ফলারের নেমন্তন্ন হ'লে—না আঁচালে বিশ্বাসই ক'রতে প্রবৃত্তি হয় না!

বলদেব।—বা—রে ছোকরা—এতক্ষণ পরে টাকার থলি হাতে ক'রে এবার বুঝি আমাকে জোচ্চোর ঠাওরে ব'সলে!

গৌতমা।—রাম বল মশাই! এমন ধারণাকে কি আমি ভুলেও মনে স্থান দিতে পারি?—আপনি মহাপুরুষ; নইলে সেই অবলা দুর্ব্বলা ছুঁড়ীটাকে এ অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য আপনার মহাপ্রাণ কেঁদে উঠবে কেন?

বলদেব।—(স্বগতঃ) বা-বা! কি বলবার তারিফ রে! ছোঁড়া হ'লেও এর কথা গুলো বাঁশীর আওয়াজের মতন মিঠে!—ওহো প্রাণ আমার ভ'রে গেলো—

গৌতমা।—কি মশাই—চুপ ক'রে রইলেন যে, ভাবছেন কি?

বলদেব।—ভাবছি এই—ভগবান তোমার মতন এমন টুকটুকে ফুলটিকে ছুঁড়ী না ক'রে ছোঁড়া ক'রে পাঠালেন কেন? দেখ, তোমাকে দেখেই আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে—ছুঁড়ী ব'লে মনে হ'চ্ছে! আ মরি—মরি—কি পটোলচেরা চোক তোমার—তাতে কি চক্‌চকে ধারাল কটাক্ষ—ঠোঁঠে আবার কি প্রাণমাতান মধু! ওহো—তোমার মত এমন মেয়ে-মুখো

ছোঁড়া আমি দুনিয়ায় আর কখনো দেখি নি! তুমি যদি ভাই ছোকরা না হ'য়ে ছুঁড়ী হ'তে—তাহ'লে আমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে তোমায় নিয়ে উধাও হ'তুম—

গৌতমা।—বা! বা! আপনি দেখছি তাহ'লে একজন কবি-সবি গোছের লোক; আপনার যে রকম কবিত্ব দেখছি—তাতে—ইচ্ছা ক'রলে আপনি বোধ হয় হেলায় পাঁচ সাত খানা কাব্য লিখে ফেলতে পারেন;—তাহ'লে গৌতমাকে আর আপনার দরকার নেই তো?

বলদেব।—দরকার নেই?—তুমি কিরকম ছোকরা হে? সাগর পার ক'রে দিয়ে এখন বুঝি তুমি আমাকে খানা-ডোবায় ডুবিয়ে মারতে চাও!

গৌতমা।—আমার আর অপরাধ কি মশায়! আপনি এসেছেন—গৌতমাকে নিতে,—আর তারিফ ক'চ্ছেন কি না আমার রূপের!

বলদেব।—তাতে আর অন্যায় কি হ'য়েছে ভাই? সুন্দর যে—দুনিয়া শুদ্ধ তার তারিফ ক'রে থাকে। যা হোক—এখন ভাই তুমি তোমার কাজ হাসিল কর--টাকার থলেতো হাত ক'রেছ।

গৌতমা।—আচ্ছা মশাই, গৌতমাকে আমি এখানে এনে দিলে আপনি তাকে নিয়ে যেতে পারবেন তো?

বলদেব।—খুব পারবো।

গৌতমা।—কিন্তু মনে রাখবেন—আমি তাকে এনে দিয়েই খালাস,—তার পর সে যদি বেঁকে বসে—আপনার সঙ্গে যেতে না চায়—আমার কোন দোষ নেই ব'লছি!

বলদেব।—আচ্ছা—আচ্ছা—তাই, তুমি তাকে আনতো যাও !

গৌতমা।—(মস্তকের পাগ্‌ড়ী খুলিয়া) তাহ'লে ধর আমাকে —আমিই গৌতমা।

বলদেব।—অ্যাঁ—অ্যাঁ—যা—যা ভেবেছিলুম—তাই !

গৌতমা।—না—নরপশু, যা ভেবেছিলে—তা নয় ! গৌতমা তোমার হাতে শশকীর মতন ধরা দেবে—এই দুরাশাকে তুমি তোমার কলুষিত মনে স্থান দিয়েছিলে ! এখন গৌতমাকে ধ'রতে এসে তোমাকে ধরা পড়তে হবে।

বলদেব।—(স্বগতঃ) আরে বাবা—একি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ! দানবী নাকি ! স'রে পড়াই সঙ্গত মনে করি।

গৌতমা।—কোথা যাও ?—দাঁড়াও ; কাপুরুষ ! আমাকে বন্দিনী ক'রতে এসে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছ? আমি তোমাকে পালাতে দোবো না—আমি তোমার শক্তি-পরীক্ষা ক'রব ; যে শক্তি নিয়ে তুমি স্বর্ণকারের পত্নীকে বন্দিনী ক'রতে এসেছ— আমি তোমার সেই শক্তির পরিচয় নোবো। এই ধ'রলুম তোমার টুঁটি—যদি দেহে শক্তি থাকে, সামর্থ থাকে, কণামাত্র পুরুষত্ব থাকে—তাহ'লে আমার হাত ছাড়িয়ে চলে যাও— নতুবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর—(কণ্ঠ ধরিয়া পীড়ন)

বলদেব।—অ—হ—হ—হ—হ—মেরো না—বাবা—বাঁচাও—

গৌতমা।—তোর মতন নরপশুর বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা,—মৃত্যুই তোর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

বলদেব।—অ—হ—হ—হ—হ—হ—হ দম বন্ধ হ'য়ে গেল বাবা, বাঁচাও—দোহাই তোমার—

গৌতমা।—তোর মতন কীটাণুকীটকে হত্যা ক'রে আমি কলঙ্ক নিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমি তোকে রীতিমত শিক্ষা না দিয়ে ছাড়বো না!—দে—বরাবর নাকখৎ দে—দে—

বলদেব।—অ—হ—হ—হ—(তথাকরণ)

গৌতমা।—দূর হ—এখান থেকে—

বলদেব।—অ—হ—হ—হ—হ—হ—[দৌড়াইতে২ প্রস্থান।]

গৌতমা।—বল্ মা শঙ্করি—বল্ মা কপালিনি—বল্ মা মহাকালী! এখন আমার কর্ত্তব্য কি? স্বামী আমার শত্রু-কারাগারে বন্দী,—শত্রুর রোষদিগ্ধ তরবারি তাঁর মাথার ওপর ঝুল্‌ছে—এ জেনেও আমি কেমন ক'রে স্থির হ'য়ে থাকি? আশ্রিতাকে রক্ষা করেছি—সঙ্গে সঙ্গে আমিও আশ্রয় পেয়েছি; কিন্তু স্বামী আমার নিরাশ্রয়, সীমাহীন মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে তিনি আজ মজ্জমান! আমি এখানে নিরাপদ—নিষ্কণ্টক, আর তিনি সেখানে বিপন্ন—বিপদের কণ্টকশয্যায় শায়িত! কল্পনার চক্ষে আমি যে তাঁর দুরবস্থা দেখতে পাচ্ছি! উহুঃ—চোখ জ্বলে যাচ্ছে! কি করি—কি করি! আমি কি তাঁকে রক্ষা ক'রতে পারবো না? আমি কি তাঁর কণামাত্র শক্তিরও অধিকারিণী নই? সতী-শিরোমণি পদ্মিনী পাঠানের কারাগার থেকে পতির উদ্ধার ক'রেছিলেন; রাণী কর্ণাবতী পরাক্রান্ত দিল্লীপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছিলেন,—সেই আদর্শে হোলকারের অর্দ্ধাঙ্গিনীও কি আত্মাহুতি দিয়ে স্বামীকে রক্ষা ক'রতে পারবে না? বল মা ভবানি! এ আশা কি আমার পূর্ণ হবে

না ? এ সাহস কি সার্থক হবে মা ? বল্ মা বল্—বড় যন্ত্রণা
—আর সহ্য হয় না,—অভয় দে মা—অভয় দে—

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীর আশ্রম।

ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী।

ব্রহ্মেন্দ্র।—উঃ—কি ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ! এমন দুর্য্যোগ তো অনেক কাল দেখিনি! ঐ দুর্য্যোগ দেখে আজ বিশ বছর আগেকার কথা মনে প'ড়ছে! যে দিন এমনি দুর্য্যোগের রাত্রে ছত্রপতির অযোগ্য পুত্র শম্ভুজী বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের আদেশে ঘাতকের কুঠারে প্রাণ দিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে মোগলের পীড়নে আমার সাধের সংসার ধ্বংস হ'য়েছিল!—সে আজ বিশ বছরের কথা। তারপর কতদিন, কত রাত, কত মাস, কত বৎসর—অনন্ত কালস্রোতে মিশে গেছে,—হিন্দুস্থানে কত ওলট-পালট হ'য়ে গেছে—কিন্তু সে দিনের সেই স্মৃতিটুকু এখনো আমার মন থেকে মুছে যায়নি,—উজ্জ্বল আলেখ্যের মতন আমার চোখের ওপর জ্বল্ জ্বল্ ক'রছে! সে স্মৃতি কি যাবার? আজ এ দুর্য্যোগের রাত্রে সে স্মৃতি আরো যেন ঘোরালো হ'য়ে মনের ভেতর ফুটে উঠছে! সেই স্মৃতির সূত্র ধ'রে—প্রতিহিংসা-স্পৃহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে অনন্ত আশা নিয়ে ব'সে আছি—সে আশা কি কখনো পূর্ণ হবে?

(রঙ্গিণীর প্রবেশ।)

রঙ্গিণী।—বাবা।

ব্রহ্মেন্দ্র।—কে রঙ্গিণী! এতো রাত হ'য়েছে—এখনো ঘুমস্‌নি মা?

রঙ্গিণী।—দুর্য্যোগ দেখে আজ আর ঘুম আসছে না বাবা!—হাঁ, ভাল কথা, তোমাকে একটা কথা ব'লতে এসেছি।

ব্রহ্মেন্দ্র।—কি কথা মা?

রঙ্গিণী।—একটু আগে আমাদের আস্তানার পাশ দিয়ে অনেক গুলো ফৌজ চ'লে গেল,—তুমি এর কিছু জান কি বাবা?

ব্রহ্মেন্দ্র।—এমন দুর্য্যোগের রাত্রে ফৌজ গেলো? আমার আশ্রমের পাশ দিয়ে—তুই কি ঠিক দেখেছিস?

রঙ্গিণী।—হাঁ বাবা দেখেছি, আর তারা কত হবে, তার একটা আন্দাজও পেয়েছি।

ব্রহ্মেন্দ্র।—কত ফৌজ দেখলি?

রঙ্গিণী।—পাঁচশোর কম নয়।

ব্রহ্মেন্দ্র।—তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু অনুমান ক'রতে পেরেছ?

রঙ্গিণী।—তারা সহর থেকে বেরিয়ে এসে মালবের পথে চ'লে গেলো; দেখেই বোঝা গেলো তারা ভারী ব্যস্ত হ'য়ে চ'লেছে।

ব্রহ্মেন্দ্র।—রাঘব এখন কি ক'রছে?

রঙ্গিণী।—সে তার সাক্‌রেদ্‌দের কসরৎ শেখাচ্ছে।

ব্রহ্মেন্দ্র।—তাকে একবার ডাক্ দেখি।

[রঙ্গিণীর প্রস্থান।

এমন দুর্য্যোগের রাত্রে পাঁচ সাত শো ফৌজ নিয়ে কে সহর থেকে বেরিয়ে এলো; কিছুই তো বুঝতে পারছি নি।

(রাঘব ও রঙ্গিণীর প্রবেশ।)

রাঘব! শুনলেম—এইমাত্র সহর থেকে একদল ফৌজ মালবের দিকে চ'লে গেল,—তুমি এ সম্বন্ধে কিছু খবর পেয়েছ কি?

রাঘব।—রঙ্গিণীর কাছ থেকেই খবরটা শুনেছি—কিন্তু এমন দুর্য্যোগের রাত্রে এ পথে অত ফৌজ গেল কেন—তা তো বুঝে উঠতে পারছি না।

ব্রহ্মেন্দ্র।—বাজীরাও অতি সংগোপনে মালবেশ্বরের কারাগার থেকে মলহররাও হোলকারকে উদ্ধার ক'রতে গেছে, আর এদিকে তার চিরশত্রু চন্দ্রসেন পদত্যাগ ক'রেছে।—এ ফৌজের সঙ্গে চন্দ্রসেনের কোন সম্বন্ধ নেই তো?

রাঘব।—কি রকম সম্বন্ধ?

ব্রহ্মেন্দ্র।—বাজীরাওকে আক্রমণ করবার জন্য চন্দ্রসেন এই ফৌজ নিয়ে মালবের পথে যেতে পারে তো?

রাঘব।—পেশোয়া সাহেব যে মালবে গিয়েছেন—এ কথা তো বাইরের কেউই জানে না বাবা—চন্দ্রসেন জানবে কি ক'রে?

ব্রহ্মেন্দ্র।—যদি কোন রকমে জেনেই থাকে,—তার অসাধ্য কাজ নেই! যদি চন্দ্রসেন বাজীরাওয়ের উদ্দেশ্য জানতে পেরে এই দুর্যোগে ওই সৈন্যদল নিয়ে মালবের পথে গিয়ে থাকে —তাহ'লে তো সর্ব্বনাশ হবে! জন কয় সহচর ছাড়া বাজীরাওয়ের সঙ্গে আর কেউ নেই।

রাঘব।—তোমার মনে যখন এমন সন্দেহ হ'চ্ছে, তখন তো চুপ ক'রে থাকা ভাল নয়;—তাহ'লে বাবা হুকুম কর!

ব্রহ্মেন্দ্র।—তাই তো রাঘব—বড়ই কঠিন সমস্যায় পড়েছি।

রুক্মিণী।—এ আর সমিস্যে কি বাবা! যখন সন্ধ হয়েছে তখন একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা ভাল.—কি জানি কার মনে কি আছে!

রাঘব।—ভাবনা কি বাবা.—হুকুম কর—শাঁখে ফুঁ দিই—সব সাক্‌রেদ্‌কে এনে জড় করি।

(বেগে মস্তানীর প্রবেশ।)

মস্তানী।—তাই কর বাবা তাই কর—শাঁখে ফুঁ দেও—সমস্ত সাক্‌রেদ্‌কে এনে জড় কর,—পেশোয়ার বড় বিপদ!

ব্রহ্মেন্দ্র।—কে তুমি—কি ব'লছ তুমি?

মস্তানী।—আমি মস্তানী—পেশোয়ার আশ্রিতা আমি, আমার জন্যই আজ তিনি বিপন্ন, আপনিই বোধ হয় তাঁর ধর্ম্মগুরু?

ব্রহ্মেন্দ্র।—বৎসে, তোমার পরিচয় পেয়ে সুখী হ'লেম: কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—তুমি বাজীরাওয়ের আশ্রিতা, এ রাজ্যে তুমি এখনো অপরিচিতা—তুমি কেমন ক'রে জানলে—বাজীরাও বিপন্ন হ'য়েছে? আর আমার সন্ধানই বা তুমি কার কাছে পেলে?

মস্তানী।—প্রভু! প্রভু। আপনি আমার আশ্রয়দাতার গুরু—আমারো গুরু—আপনি আমার পিতার স্বরূপ! ভগবান আমাকে তাঁর বিপদের কথা জানিয়েছেন—তিনিই আমাকে আপনার আশ্রমে এনে পঁহুছে দিয়েছেন—এর বেশী এখন আর কিছু ব'লতে পার্‌বো না প্রভু,—এতক্ষণে হয় তো পাপিষ্ঠ চন্দ্রসেন তাঁকে আক্রমণ ক'রেছে। গুরুদেব গুরুদেব! রক্ষা করুন—আমার আশ্রয়দাতাকে রক্ষা করুন—

আপনার শিষ্যকে রক্ষা করুন,—আর এক দণ্ড দেরী হ'লে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে!

রঙ্গিণী।—সরদার! সরদার! এখনো দাঁড়িয়ে র'য়েছ? এখনো চুপ ক'রে র'য়েছো! শাঁকে ফুঁ দাও—তোমার সাকরেদদের ডাক, মনে রেখো—মুহূর্ত্তের কসুরেও সর্ব্বনাশ হ'য়ে যায়! বাবা! বাবা! হুকুম দাও!

ব্রহ্মেন্দ্র।—রাঘব!

(রাঘবের শঙ্খধ্বনি এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণের প্রবেশ।)

সৈন্যগণ।—কি হুকুম গুরুজী!

ব্রহ্মেন্দ্র।—তোমরা সকলে তৈয়েরী হ'য়ে আছ?

সৈন্যগণ।—হাঁ গুরুজী—দিনরাতই তো তৈরী হ'য়ে আছি!

ব্রহ্মেন্দ্র।—কতজন তৈয়েরী হ'য়ে আছ?

সৈন্যগণ।—পাঁচ শো!

ব্রহ্মেন্দ্র।—রাঘব! এদের নিয়ে সমস্ত শত্রুর ফৌজকে হটিয়ে দিতে পারবে?

রাঘব।—তোমার হুকুম পেলে—পাঁচ হাজার ফৌজকে ফতে ক'রতে পারি।

ব্রহ্মেন্দ্র।—তবে শোন,—তোমাদের আদরের বাজী—আজ বড় বিপদে প'ড়েছে—পথের মাঝে শত্রুর ফৌজ তাকে ঘিরেছে, রক্ষা ক'রতে তাকে কেউ নেই! যদি তোমরা তাকে ভালবাস, শ্রদ্ধা কর—যদি তোমরা আত্মশক্তির কণামাত্র গর্ব্ব ক'রে থাক,—তাহ'লে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ছুটে গিয়ে শত্রুর

ওপর পড়—বজ্ররূপে তাদের ধ্বংস ক'রে ফেল—তোমাদের বাজীরাওকে রক্ষা কর।

রাঘব।—চলে আয় ভাই সব—বল সকলে—হর হর মহাদেও।

সকলে।—হর হর মহাদেও। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নৃত্যশালা।

নর্ত্তকী ও পারিষদগণ।

গীত।

রঙ্গে ভঙ্গে দোলত অঙ্গ।
আওলো সঙ্গিনী পিয়ার সঙ্গ ; বাজে বেণু—নূপুর রুণু-ঝুণু—
হানে ভীষণ বাণ অনঙ্গ।
বহত ধীরে মলয় সমীর, বোলত পাপিয়া হিয়া অধীর,
আঁচোরা সামারি চলনে না পারি, যৌবন-ভারে কুল মান ভঙ্গ।

পারিষদগণ।—বাহবা—বাহবা—কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ!

১ম পারি।—কেয়াবাৎ সহর মাত—দুনিয়া গুলজার!

২য় পারি।—যেমন হাব, তেমনি ভাব, তেমনি নাচের বাহার!

১ম পারি।—আ মরি—মরি! যেন আমের আচার!

১ম নর্ত্তকী।—ঈস্—আপনারা যে গ'লে গেলেন দেখ্‌ছি।

১ম পারি।—তোমাদের এই চাঁদমুখের সুধামাখা গান—আর ওই বিলোল কটাক্ষের একটানা বানের ঝাপ্‌টা খেয়ে যে গ'লে যাব, এ আর আশ্চর্য্য কি চাঁদ—একবারে যে বরফের মতন জমাট বেঁধে যাইনি—এই হচ্ছে তাজ্জব!

২য় নর্ত্তকী—কেন মশাই, আমরা কি গাঙের বান না কি?

১ম পারি।—বান কি চাঁদ! তোমরা হ'চ্ছ গাঙের চোরা ঘূর্ণী-

পাক ! আর ওই চোরা চাউনী হ'চ্ছে সেই ঘূর্ণীপাকের টান ! এরা মানুষ গুলোকে তোমাদের কাছে টেনে নিয়ে যায়, আর তোমরা সোণামণি অমনি ঘুরপাক খাইয়ে তাদের চুপিয়ে ধর—তার পর দফা-রকা ক'রে ছেড়ে দাও ! তোমরা যাদু, বড় সোজা নও !

২য় নর্ত্তকী।—তা যদি জানেন, তাহ'লে এমন টানা গাঙে নামেন কেন মশাই !

১ম পারি।—মন যে বোঝে না সোণামণি !

১ম নর্ত্তকী।—তবে চুপ ক'রে থাকুন—জানেন তো মশাই ইট্‌টি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়,—গাঙে নামলেই হাঙ্গরে কাটে।

২য় পারি।—ঠিক ব'লেছ চাঁদমণি—তোমরা হাঙরের জাতই বটে। হাঙরগুলো এমনি বেমালুম কাটে—যে জল ছেড়ে ড্যাঙায় না উঠ্‌লে কাটার মালুমই পাওয়া যায় না,—তোমরাও ঠিক তাই! যতক্ষণ তোমাদের এলাকায় থাকি——ততক্ষণ ঠ্যাঙই কাট—আর যাই কাট না কেন—বুঝ্‌লে—কিছুই টের পাই না। তার পর তোমাদের এলাকার বাহিরে এলেই আপশোসের যাতনায় জ্বলে পুড়ে খাক্ হই—এ রোগের যে চারা নেই সোণামণি! যাহোক এবার একটা বেশ বাছাই ক'রে তান ধর দেখি।

(গিরিধর ও বলদেবের প্রবেশ।)

গিরিধর।—থাক্, এখন আর তান ধরতে হবে না—যে যার স্থানে যাও।

১ম পারি।—মহারাজ! এই দিবারাত্রি ঢাল-তলোয়ারের কচ-কচানিতে কাণে তো তালা ধ'রে গেলো! এখন যদি মাঝে মাঝে দুএকটা মিঠে-কড়া রকমের ব্রজবুলী না শোনেন—তাহ'লে কাণ বেচারীরা অকালে কালা হয়ে যাবে; শেষে হয় তো—মহিষীর মলের মিষ্টি আওয়াজও আর কাণে লাগবে না।

গিরিধর।—বয়স্থ! এখন রহস্যের সময় নয়,—আমার মনের স্থিরতা নেই! যাও সকলে—বিলম্ব ক'রো না: আজ রাত্রে এই নৃত্যশালা আমার মন্ত্রণাগার, কেউ এদিকে এসোনা।

বলদেব—যাওগো বাইজি রাণীরা!—আজ এই পর্য্যন্ত!

[নর্ত্তকী ও পারিষদগণের প্রস্থান।

গিরিধর।—বড়ই আশ্চর্য্য কথা বলদেব! আমার অধিকার থেকে পলায়িত অপরাধীকে পেশোয়া বাজীরাও আশ্রয় দিলে!

বলদেব।—শুনলেম--রাজা সাহু তাদের আশ্রয় দিতে সম্মত হননি, কিন্তু বাজীরাও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের আশ্রয় দিয়েছে।

গিরিধর।—বাজীরাওয়ের এ অহঙ্কার আমাকে চূর্ণ ক'রতেই হবে! আমার এ-রোষের অর্থ—লক্ষ সেনার সাতারায় অভিযান! বলদেব—তুমি তো প্রস্তুত!

বলদেব।—আমি আরো কিছুদিন সময় চাই মহারাজ,—এখনো আমি প্রস্তুত হ'তে পারি নি।

গিরিধর।—এখনো সময়? কত দিন সময় চাও তুমি!

বলদেব।—আর একমাস পরে লক্ষ মালবী সেনা আপনার পতাকামূলে এসে দাঁড়াবে।

গিরিধর।—উত্তম! তবে মনে রেখো—আর এক মাস পরে সমস্ত মালব নিয়ে আমি সাতারার ওপর চেপে প'ড়বো—এ অপমানের প্রতিশোধ নোব।—এখন আমাকে মলহর রাওয়ের দণ্ডবিধান ক'রতে হবে—কই সে?

বলদেব।—রক্ষীরা এখনি তাকে এখানে নিয়ে আসবে।

গিরিধর।—ওই-বজ্জাতের ধাড়ীই হ'চ্ছে যত বিভ্রাটের মূল,—ওকে আজ কোতল ক'রব—এই সুন্দর নৃত্যশালা আজ বধ্য-শালায় পরিণত হবে।

(বন্দী মলহররাওকে লইয়া প্রহরীদের প্রবেশ।)

—মলহররাও হোলকার! তুমি বোধ হয় শুনেছ—তোমার স্ত্রী মস্তানীকে নিয়ে, বাজীরাওয়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছে?

মলহর।—আমি বন্দী, আজ ক'দিন বহির্জ্জগতের কোন কথাই আমার কর্ণগোচর হয় নি, এ সংবাদ আমি কেমন কোরে শুনবো মহারাজ।

গিরিধর।—মিথ্যা কথা ব'লতে লজ্জা করে না কাপুরুষ! স্ত্রীকে বাজীরাওয়ের কাছে আশ্রয় নিতে যাবার পরামর্শ দিয়ে এসে এখন ব'লছ এর বিন্দু-বিসর্গ তুমি জান না!

মলহর।—আমিই যদি তাকে এমন পরামর্শ দিয়ে থাকি—তাহ'লে আপনার কাছে তখন ধরা দিতে আসব কেন? আমিও তো তাহ'লে সেই সঙ্গে আপনার অধিকার থেকে চ'লে যেতে পারতেম।

গিরিধর।—তাদের পালাবার অবকাশ দেবার জন্য তুমি আমার কাছে ধরা দিতে এসেছিলে—মনে ক'রেছিলে, দুটো মিষ্ট

কথায় আমাকে তুষ্ট ক'রে আবার তাদের সঙ্গে গিয়ে মিশবে।

মলহর।—মিথ্যা কথা; আপনি ভুল বুঝেছেন মহারাজ! অমন জঘন্য উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনার কাছে ধরা দিতে আসি নি। স্থানান্তরে যাবার ইচ্ছা থাক্‌লে আমিই তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেম। আমি উপস্থিত থাক্‌লে, আমার সাক্ষাতে—আমার স্ত্রীর গায়ে—তার আশ্রিতার গায়ে—হাত দিতে পারে, এমন শক্তিমান পুরুষ আপনার এই বিশাল রাজ্যের ভেতর কেউ আছে ব'লে আমার ধারণাই হয় না।

গিরিধর।—বটে! এখনো দেখছি তোমার বিষ দাঁত ভাঙ্গে নি!—যাক ওসব কথা, এখন আমি তোমাকে যা' বলি তা' শোনো; —আমি মস্তানীকে চাই, তোমার সাহায্যেই আমি তাকে আবার এ রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে চাই। তুমি তোমার স্ত্রীর নামে একখানা পত্র লিখে দাও; পত্রে এই কথা লিখবে যে, সে যেন মস্তানীকে নিয়ে অবিলম্বে এ রাজ্যে ফিরে আসে—নচেৎ তোমার প্রাণদণ্ড হবে!

মলহর।—এ বৃথা চেষ্টা মহারাজ! আপনি আমার স্ত্রীর প্রকৃতি জানেন না—তাই এমন সঙ্কল্প ক'রেছেন! আশ্রিতাকে রক্ষা করবার জন্য সে সর্ব্বস্ব পণ ক'রেছে; আমার পত্রে তার সেই দুর্জ্জয় পণ কিছুতেই ভঙ্গ হবে না। আপনি ও সঙ্কল্প ত্যাগ করুন।

গিরিধর।—আমি তোমার কাছে উপদেশ শুনতে চাচ্ছি না, তুমি

আমার আদেশ মত কার্য্য কর—যে কথা ব'ললেম পত্রে তাই লিখে দাও।

মলহর।—আপনার কথায় আশ্চর্য্য হ'লেম! আমার স্ত্রী যে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব পণ ক'রেছে—আমাকে পর্য্যন্ত মৃত্যুর মুখে স'পে দিয়েছে, আমি তার স্বামী হ'য়ে, সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করবার জন্য অনুরোধ ক'রে তাকে পত্র লিখবো! আমাকে কি এমনি অপদার্থ—এমনি কাপুরুষ মনে ক'রলেন মহারাজ?

গিরি।—তুমি আমার কথা শুনবে কি না, জানতে চাই।

মলহর।—এর উত্তর আগেই দিয়েছি; যেদিন বন্দী হই, সেদিনও এ কথার উত্তর দিয়েছি; আজ আর নতুন কিছু বলবার ইচ্ছা নেই

গিরি।—মলহররাও! এ দম্ভের কঠোর শাস্তি হবে ঠিক জেনো, হোলপুরের সমস্ত প্রজা তোমার দোষে শাস্তি পাবে।

মলহর।—শাস্তি? কি শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন মহারাজ? চরম শাস্তি মৃত্যু?—এই তো! আমি তার জন্য প্রস্তুত!

গিরি।—উত্তম; মৃত্যুই তোর মতন দাম্ভিকের উপযুক্ত শাস্তি।—কুই হ্যায়?

(সশস্ত্র ঘাতকের প্রবেশ।)

ঘাতক।—বন্দেগি হুজুর।

গিরি।—বন্দীকে কোতল কর—আমার সামনে কোতল কর—এক পলও দেরী নয়—কোতল কর—কোতল কর—

ঘাতক।—যো হুকুম!

(ঘাতকের কুঠার উত্তোলন,—সহসা পিস্তলের আওয়াজ—ঘাতক ও প্রহরীর পতন।)

(পিস্তল হস্তে বাজীরাও ও রণজীর প্রবেশ।)

বাজীরাও।—রণজী! দরজা বন্ধ ক'রে দাঁড়াও, যেন এক প্রাণীও বাইরে যেতে না পায়।

গিরি।—একি! একি! কৈ—কৈ—হ্যা—

বাজীরাও।—চুপ কর নরপিশাচ! ওই ভাবে থাকো, নতুবা এখনই এই পিস্তলের দ্বিতীয় গুলি তোমার মস্তক চূর্ণ ক'রবে।—মহৎ উদার বীর মলহররাও হোলকার! এসো, আমি স্বহস্তে তোমার বন্ধনমোচন করি।—(বন্ধনমোচন।)

মলহর।—একি! একি! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি?

বাজীরাও।—স্বপ্ন দেখনি বন্ধু--পেশোয়া বাজীরাও তোমার সম্মুখে: আজ থেকে তুমি তার প্রিয়তম সুহৃদ—প্রাণাধিক সহচর।

মলহর।—এ যদি সত্য হয়,—হে মহাপ্রাণ উদার বীর—তাহ'লে আমি তোমার অনুগত দাস--দাসানুদাস! আমাকে পদাশ্রয় দাও

বাজীরাও।—আমি তোমাকে হৃদয়ে স্থান দিলেম বন্ধু!—এসো আমার সঙ্গে।--মনে রেখ রাজা,--মলহররাওয়ের উদ্ধারকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান নারায়ণ--বাজীরাও উপলক্ষমাত্র। [প্রস্থান।

রণজী।—আর মনে রেখ মহারাজ—নিজের জালে নিজে বন্দী হ'য়েছো, প্রভাতের আগে কেউ এদিকে আসবে না, প্রভাত পর্য্যন্ত তুমি বন্দী,—আমি কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ ক'রে চল্‌লেম।

বল।—অ্যাঁ—এ হোল কি!—এ হোল কি। [প্রস্থান।

গিরি।—চুপকর কাপুরুষ! আমাকে ভাবতে দাও—ভেবে দেখি।

বল।—তবে আসুন দুজনে গালেহাত দিয়ে ব'সে ব'সে ভাবি; এই ভাবেই রাতটা কেটে যাক্! হায়—হায়! এ হ'লো কি?

গিরি।—উহুঃ! আমার কণ্ঠ শুষ্ক; তৃষ্ণায় প্রাণ আমার ওষ্ঠগত হ'চ্ছে।—বলদেব! জল দাও—জল দাও—বড় তৃষ্ণা!

বল।—হাঁ মহারাজ! তৃষ্ণা পাবারই কথা বটে! গ্রীষ্মকালের জলার মত গলাখানা শুকিয়ে টাস্‌টাস্ ক'রছে! তাইতো মহারাজ --জল পাই কোথায়? মিতেরা যে দরজা বন্ধ ক'রে চ'লে গেছে!

গিরি।—জল--জল,--তৃষ্ণায় প্রাণ গেল বলদেব,--জল আন—জল আনো—

বল।—কে আছ,—জল আনো—জল আনো—মহারাজ তৃষ্ণায় কাতর--জল আনো—জল আনো! তাইত মহারাজ! কেউ তো উত্তর দিলেনা—আর উত্তর দেবেই বা কে? মহারাজ যে এ তল্লাটে থাক্‌তে সকলকে বারণ ক'রে দিয়েছেন।

গিরি।—তৃষ্ণায় প্রাণ যায়—বলদেব, তৃষ্ণায় প্রাণ যায়,— কে আছ—একটু জল দাও, একটু জল ভিক্ষা দাও—সর্ব্বস্ব দেব একটু জল দাও—

(দরজা খুলিয়া জলপাত্রহস্তে ছদ্মবেশে গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা।—এই নাও মহারাজ—জল নাও—তৃষ্ণা দূর করো।

বল।—(স্বগতঃ) ও বাবা—এযে সেই রে!

গিরি।—অ্যাঁ—কে তুমি—কে তুমি—বল কে তুমি আমার সুহৃদ —এ দারুণ তৃষ্ণায় জলদান ক'রে আমার প্রাণরক্ষা ক'রলে? —(জল পান) পরিতৃপ্ত হ'লেম! বালক! তোমার পরিচয় দাও—বল তুমি কি পুরস্কার চাও?

গৌতমা।—পুরস্কার চাইনা মহারাজ—প্রতিশোধ চাই; প্রতিশোধ নিতে এসেছিলুম—প্রতিশোধ দিয়ে গেলুম।

গিরি।—কি—কি ব'লছ তুমি ? কে তুমি ?

গৌতমা।—আমি গৌতমা—হোলকারের সহধর্ম্মিণী !—আশ্চয্য হ'চ্ছ মহারাজ ? শোনো তবে আমার কথা,—শোনো মহারাজ—তুমি আমার স্বামীকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলে, আমি পুরুষের ছদ্মবেশে তাঁকে উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছিলুম, এসে দেখলুম—পেশোয়া বাজীরাও আমার কার্য্য পূর্ণ ক'রেছেন। ফিরে যাচ্ছিলুম—এমন সময় তোমার আর্ত্তনাদ শুনতে পেলুম—যেতে পারলুম না—ফিরলুম, হিন্দুর মেয়ে আমি—হিন্দুর গার্হস্থ-ধর্ম্ম ভুলতে পারলুম না—জল নিয়ে ছুটে এলুম।—যে মুখে তুমি আমার হৃদয়-দেবতার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলে—আমি তোমার সেই মুখে—সেই তৃষ্ণা-শুষ্ক মুখে-তৃষ্ণার জল দিয়ে গেলুম—এই আমার প্রতিশোধ!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য পথ।

(বাজীরাওয়ের বেগে প্রবেশ।)

বাজীরাও।—কি ভীষণ ব্যাপার! একি আকস্মিক বিপদ! কিছুই যে বুঝতে পারছি না! এ প্রলয়ের মেঘ সহসা কোথা থেকে ঘনিয়ে এলো !—দেখতে দেখতে সুধা-ধবল নির্ম্মল আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন—মৃত্যু যেন আজ মূর্ত্তিমতী হ'য়ে লেলিহান রক্ত জিহ্বা নির্গত ক'রে বিদ্যুদ্বেগে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে যাচ্ছে !—মৃত্যুরূপী শত্রু-সেনার আকস্মিক আক্রমণে সহচরেরা সকলে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়েছে!

জানি না কে কোথায়—কোন্ দিকে—কি ভাবে আত্মপ্রাণ রক্ষা ক'রছে। এখন উপায় কি? কেমন ক'রে আত্মরক্ষা করি? অসমসাহসে নির্ভর ক'রে আমি যে অনন্তসাগরে ঝম্পপ্রদান ক'রেছি,—ওই যে আমাকে লক্ষ ক'রে চতুর্দ্দিক থেকে স্রোতের পর স্রোত—অগণ্য অসংখ্য স্রোত একসঙ্গে একযোগে ছুটে আসছে! ওই দুস্তর স্রোতরাশি ভেদ ক'রে কূলে ওঠা কি সম্ভব?—কোথায় আমার বন্ধুগণ—[নেপথ্যে—ঘিরে ফেলো—বন্দী করো] ওই যে শত্রু-সেনার উল্লাস-তাণ্ডব শুনতে পাচ্ছি—এখন কর্ত্তব্য কি? বুঝেছি,—কর্ত্তব্য জীবন-পণ,—সমরক্ষেত্রে সম্মুখসমরে আত্মবিসর্জ্জন, —হয় মৃত্যু—নয় সিদ্ধি!—জয় মা ভবানী! [বেগে প্রস্থান।

(চন্দ্রসেন ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

চন্দ্রসেন।—উত্তম হ'য়েছে, সঙ্কল্প সিদ্ধ হ'য়েছে; হঠাৎ আক্রমণের ফলে সকলে বিচ্ছিন্ন হ'য়েছে—চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে প'ড়েছে। এবার ওদের একে একে বেঁধে ফেলো!

নেপথ্যে।—হর হর মহাদেও! হর হর মহাদেও!!

চন্দ্রসেন।—ও আবার কাদের চীৎকার!- ওকি—ব্যাপার কি। সৈন্যেরা সব পালাচ্ছে কেন?

(জনৈক সৈন্যের প্রবেশ।)

সৈন্য।—হুজুর! সর্ব্বনাশ—ভারী বিপদ! হঠাৎ কোত্থেকে হাজার হাজার ফৌজ এসে আমাদের ওপর প'ড়েছে।

চন্দ্রসেন।—কি আশ্চর্য্য! একি সম্ভব? কোথা থেকে ফৌজ আসবে? ভয় নেই—চল—

নেপথ্যে।—হুজুর! পালান—পালান,—ভারী বিপদ!

চন্দ্রসেন।—ভয় নেই, চলো এগিয়ে দেখি। [প্রস্থান।

(বাজীরাওয়ের প্রবেশ।)

বাজীরাও।—আক্রমণকারীদের হটিয়ে দিয়েছি,—আত্মরক্ষার জন্য দুর্ভাগ্য সৈন্যদের শোণিতে হস্ত প্রক্ষালিত ক'রতে হ'য়েছে! কিন্তু উপায় নেই। এখনো তারা নিরস্ত নয়—দলপুষ্ট হ'য়ে আবার আমাকে আক্রমণ করবার জন্য ছুটে আসছে! কিন্তু এবার আমি নিরস্ত্র—আত্মরক্ষার জন্য আমার যে আর যষ্টিমাত্র সম্বল নেই। এখনি শত্রুসেনা ছুটে আসবে। —কি করি! কি করি!—কেমন ক'রে আত্মরক্ষা করি!—কে এমন সুহৃদ আছে—এ বিপদে—এ দুঃসময়ে আমায় একখানি—একখানি অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে?

(বেগে মস্তানীর প্রবেশ।)

মস্তানী।—এই নিন—এই নিন অস্ত্র—আত্মরক্ষা করুন।

বাজীরাও।—একি—একি!—রমণী? কে তুমি করুণাময়ী, এ দুঃসময়ে অস্ত্র দিয়ে আমার প্রাণরক্ষা ক'রলে?

মস্তানী।—আমি মস্তানী—আপনারই আশ্রিতা।

বাজীরাও।—মস্তানী! তুমি মস্তানী?—আমি কি স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হ'য়েছি! এ বিপদকালে—এ দুঃসময়ে—এমন দুর্য্যোগের রাত্রে--সাতারার এই সীমাপ্রান্তে তুমি কেমন করে এলে মস্তানী?—তোমাকে দেখে যে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি।

মস্তানী।—সেনাপতি চন্দ্রসেন পথে আপনাকে আক্রমণ করবার সঙ্কল্প করে, আমি তা জানতে পেরে আপনার গুরুজী

ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীর শরণাপন্ন হই ; তিনি আপনাকে রক্ষা করবার জন্য রাঘব সরদারকে পাঠিয়েছেন। রাঘব তার দলবলনিয়ে শত্রুদের আক্রমণ ক'রেছে—শত্রুসৈন্য সব পালাচ্ছে ; আর ভয় নেই প্রভু!

বাজীরাও।—কি তুমি ব'লছ মস্তানী,—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!—আমার বিপদের কথা জানতে পেরে রাঘব সর্দ্দারকে নিয়ে আমায় রক্ষা ক'রতে এসেছ! একি সত্য? একি সম্ভব? আমি যে আশ্চর্য্য হচ্ছি!

মস্তানী।—আমার আশ্রয়দাতার জীবন বিপন্ন শুনে আমি স্থির থাকতে পারি নি।—যদি এজন্য আমার কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

বাজীরাও।—আমি এখনো আশ্চর্য্য হ'য়ে আছি--এখনো আমার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ খেলছে--ব্রহ্মাণ্ড যেন চোখেরওপর ওলটপালট হ'চ্ছে। শুনছি সব, কিন্তু এখনতো বিশ্বাস ক'রতে পারছিনা। --দাঁড়াও,আর একবার ভেবেনিই--তুমি আমাকে বিপদথেকে —আসন্ন মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা ক'রলে।—মস্তানী! তুমি কি সেই বালিকা—যে,--নির্দ্দয় নিজামের ভয়ে--উৎপীড়নের--অত্যাচারের দায়ে—সশঙ্কিতা কুরঙ্গিনীর মত ভারতের নানাস্থানে আশ্রয়-প্রার্থিনী হ'য়ে ছুটে বেড়িয়েছে!--আমার তো তা মনে হয়না! এতো তোমার সেই ভীত-ত্রস্ত-সশঙ্কিত অব্যক্ত--বেদনাব্যথিত দারিদ্র্যমূর্ত্তি নয়,—এযে দেখছি অবিচলিত ধৈর্য্যধারিণী—উদ্ভাসিত রূপরশ্মিমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী—মহামহিমময়ী অপূর্ব্ব দেবীপ্রতিমা!!

মস্তানী।—আমি আপনার আশ্রিতা।

বাজীরাও।—মিথ্যাকথা—আজ থেকে আমিই তোমার আশ্রিত, তুমি আমার জীবনদাত্রী।

নেপথ্যে—তোরাব।—হুজুর—হুজুর—হুঁসিয়ার!

(বন্দুকের আওয়াজ;—বেগে তোরাবের প্রবেশ ও পতন।)

বাজীরাও।—একি!—ব্যাপার কি!

মস্তানী।—কাকা! কাকা!—

বাজীরাও।—তোরাব—তোরাব—তুমি—কে তোমাকে মারলে তোরাব?

তোরাব।—খোদা মেরেছে হুজুর! গরীবের এই ঝুটো জান দিয়ে যে আপনার জান রাখতে পেরেছি হুজুর,—এই আমার সুখ।

বাজীরাও।—বুঝতে পেরেছি তোরাব, আমাকে রক্ষা করবার জন্য স্বেচ্ছায় তুমি আত্মপ্রাণ বলি দিলে—আমার ওপর নিক্ষিপ্ত গুলি নিজে বুক পেতে গ্রহণ ক'রলে! হায়—ভক্ত বীর! তোমার এ ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ করবো?

তোরাব।—একি কথা হুজুর! আমিই তো আপনার কাছে ঋণী ছিলুম—মোটা ঋণ ক'রেছিলুম, তার কণামাত্র শোধ দিয়ে গেলুম:—যা বাকী রইলো—মস্তানী মা আমার—তুই তা শোধ করিস।

মস্তানী।—কাকা! কাকা! আমাকে তুমি কার কাছে রেখে চ'লে যাচ্ছ?

তোরাব।—কাঁদছিস কেন মা? আমি তো তোকে দেবতার পায়ের কাছে রেখে যাচ্ছি—তোর আর ভাবনা কিসের

মা ?—মস্তানী ! কাঁদিস্‌নি—আমি তোর কেউ নই, প্রতি-পালক মাত্র ;—তুই বড় ছোট-খাটো ঘরের মেয়ে ন'স্—এই নে মা, তোর বাপের দেওয়া পদক ; এই পদকের ভেতর তোর জন্মকুষ্ঠি আছে। কিন্তু মা—আজ থেকে সম্বৎসরের ভেতর যেন এ পদক খুলিস নি,—আর এর ভেতর কাউকে যেন সাদি করিসনি,—এ তোর বাপের হুকুম ব'লে মনে করিস।—হুজুর! মস্তানীকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, আমি আর কি ব'লব হুজুর ? আমি আজ মস্তানীকে ছেড়ে চললুম,—আমার জায়গায় এবার আপনি এসে দাঁড়ান। ওঃ—যাই—মা—(মৃত্যু)

মস্তানী।—কাকা ! কাকা ! কোথায় গেলে তুমি—

(রণজী, মঙ্গলহর ও ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীর প্রবেশ।)

ব্রহ্মেন্দ্র।—কেঁদে আর কি ক'রবে মা ! তোমার মহাপ্রাণ কাকা অনন্তধামে ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে :—সাধু পুরুষ সাধনোচিত ধামে চ'লে গেছে। আর কেঁদে কি হবে মা ! আত্মসংবরণ কর—প্রকৃতিস্থ হও ! আজ থেকে বাজীরাও তোমার প্রতিপালক হ'লেন!—বৎস, বাজীরাও ! উপর্য্যুপরি কতকগুলি ভয়ঙ্কর সংবাদ অবগত হ'য়ে আমি তোমাকে তা ব'লতে এসেছি। তোমার চতুর্দ্দিকে স্তূপীকৃত বিপদ ! মস্তানীকে আশ্রয় দিয়েছ ব'লে হায়দ্রাবাদের মহাশক্তিমান্ নিজাম তোমাকে দমন করবার জন্য সমর সজ্জা ক'রছে ;—তার উপর আরো ভীষণ সংবাদ—রাজা গিরিধর সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে

আস্‌ছিল, ইতিমধ্যে পরাজিত সেনাপতি চন্দ্রসেন তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে! তার ফলে সেই বিরাট সৈন্যদল দুই দলে বিভক্ত হ'য়েছে; একদল চন্দ্রসেনের নেতৃত্বে তোমার সাধের পুণা ধ্বংস ক'রতে গেছে,—অপর সৈন্যদল নিয়ে রাজা গিরিধর স্বতন্ত্র পথে সাতারায় ধাবিত হয়েছে।—বুঝতে পারছ বৎস—কি ভীষণ বিপদ তোমার সম্মুখে উপস্থিত!

বাজীরাও।—বলেন কি গুরুদেব! ইতিমধ্যে এত বিভ্রাট হ'য়েছে,—রাজা গিরিধর আমার উপর এমন চমৎকার চালচেলেছ;—গিরিধরের সঙ্গে চন্দ্রসেনের সম্মিলন;—একি অপূর্ব্ব সংঘটন! গুরুদেব! গুরুদেব! আদেশ করুন—এখন আমার কর্ত্তব্য কি? অনন্ত আশায়—অনন্ত উৎসাহে--জীবনপাতপরিশ্রমে যে অজেয় সৈন্যদল প্রস্তুত ক'রেছি, যাদের সঙ্গে নিয়ে বীরদর্পে বিজয়-উল্লাসে মাতুঃশ্রী ভবানীর নামে মেদিনী কাঁপিয়ে আগ্রা দুর্গের ওপর সাতারার বিজয়পতাকা উড়িয়ে দেবার প্রতীক্ষা ক'রছি,—আজ সেই সৈন্যদল নিয়ে—আগ্রায় না গিয়ে--মালবেশ্বর বিরুদ্ধে অভিযান ক'রতে হবে?

ব্রহ্মেন্দ্র।—বাজীরাও! রাজা গিরিধরকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রো না! দিল্লীশ্বরের প্রধান পরিপোষক এই গিরিধর! ওকে দমন করো বাজীরাও। তোমার অজেয় বাহিনী নিয়ে সদল-বলে অবিলম্বে সমর-ক্ষেত্রে ধাবিত হও;—দুর্ম্মতি মালবপতিকে আয়ত্ত ক'রে--বলদীপ্ত নিজামকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে—উন্মত্ত আবেগে আগ্রায় ধাবিত হও! আগ্রা ও দিল্লীর বিশালকায় বিশীর্ণপ্রায় মোগল-তরুর উচ্ছেদ সাধন করো!

বাজীরাও।—ভার্গবপ্রতিম গুরুদেব! আপনার অনলদীপ্ত জীবন্ত উৎসাহের মধুর মন্ত্র শুনলে মৃতের দেহে জীবন-সঞ্চার হয়—ভীরু কাপুরুষের প্রাণ রণরঙ্গে নৃত্য ক'রে ওঠে—তরবারি ধারণে দৃপ্ত বাহু স্বতঃই উত্থিত হয়। ওই যে বিশালকায় বিশীর্ণপ্রায় মোগল-তরু অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় সমস্ত হিন্দুস্থান আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে,—আপনার আশীর্ব্বাদে আমারই হস্তে ওর মূলচ্ছেদ হবে; মূলহীন হ'লে ওই বিশাল তরুর সমস্ত শাখা-প্রশাখা সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক হ'য়ে যাবে। গুরুদেব! প্রাণ আমার শুষ্ক, জীবন আমার মরুভূমি,—সংসারে মায়া নাই, স্ত্রীপুত্রে মায়া নাই, ব্রতসাধনের জন্য বক্ষ-রক্ত-দানেও পশ্চাদ্‌পদ—নই! আপনার পদতলে ব'সে স্বার্থত্যাগ শিক্ষা ক'রেছি, আপনার অনন্ত ব্রহ্মতেজের কণামাত্র অংশ হৃদয়ে ধারণ ক'রে, যে প্রবল শক্তি আমার শিরায় শিরায় মিশ্রিত, তার বলে শত্রুপক্ষের সাগরপ্রমাণ সৈন্য আমার চক্ষে মুষ্টিমেয় বলে অনুমিত হয়—কোটি কঠোর বজ্র আমার কুসুমের আঘাত ব'লে মনে হয়—সহস্র সহস্র শত্রুর তরবারি আমার শিশুদের ক্রীড়নক ব'লে বোধ হয়। গুরুদেব! আপনার পদধূলি আমার অক্ষয় কবচ, এই পবিত্র কবচ বক্ষে ধারণ ক'রে হমাউৎসাহে উৎফুল্ল হ'য়ে আমি শত্রু-সংহারে চ'ল্‌লেম! আশীর্ব্বাদ করুন—যেন ছত্রে ছত্রে প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রতে পারি—যেন মহারাষ্ট্র-গৌরব আমার দ্বারা কলঙ্কিত না হয়—যেন পিতৃপুরুষের উজ্জ্বল-কীর্ত্তি—এ অযোগ্য সন্তান দ্বারা কলুষিত না হয়।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নাসিক—শিবির।

(তরবারি-হস্তে চন্দ্রসেনের প্রবেশ।)

চন্দ্রসেন।—প্রতিহিংসা—স্বার্থসিদ্ধি—শত্রুর নিপাত,—একদিনে—এক ক্ষেত্রে—একযোগে সাধন ক'রব! বাজীরাও! তুমি আমার উন্নতির প্রধান অন্তরায়,—আজ পিশাচের প্রতিহিংসা নিয়ে তোমায় চূর্ণ ক'রব! সেদিন দেবতার অনুগ্রহে সাতারার সীমান্তে রক্ষা পেয়েছো—আজ আর তোমার রক্ষা নেই,—আজই গভীর নিশীথে তোমার সাধের পুণায় আপতিত হবো—পুণা ধ্বংস ক'রে, তার ভস্মরাশি ভীমা-নদীর উত্তালতরঙ্গে ভাসিয়ে দোবো,—মস্তানীকে হৃদয়ের রাণী ক'রবো।

(বলদেবের প্রবেশ।)

বলদেব! কৌশল বুঝতে পেরেছ? গভীর রাত্রে সিংহবিক্রমে পুণার ওপর চেপে প'ড়ব—পুণার ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেবো—সত্তর হাজার মালবীসেনার বীর্য্যবহ্নিতে বাজীরাওয়ের পুণা ছারখার ক'রব।

বলদেব।—উত্তম কৌশল; এই কৌশল ভিন্ন আর উপায় নেই। যেমন ক'রে হোক বাজীরাওকে নিপাত দিতেই হবে—

মলহররাওয়ের মুণ্ডচ্ছেদ ক'রতে হবে—মস্তানীর সঙ্গে গৌতমাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে হবে।

(নেপথ্যে—কামানের আওয়াজ।)

চন্দ্রসেন।—ও কি!

বলদেব।—তাই তো, কিসের আওয়াজ!—ও, কিসের কোলাহল—ব্যাপার কি?

চন্দ্রসেন।—বলদেব—এখনি সন্ধান নাও—দেখো—

(জনৈক সেনানীর প্রবেশ।)

ব্যাপার কি?—কি হ'য়েছে?—কিসের ও কোলাহল শোনা যাচ্ছে?

সেনানী।—সেনাপতি! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! পেশোয়া বাজীরাও আমাদের আক্রমণ ক'রেছে!

চন্দ্রসেন।—কি ব'ল্‌লে—বাজীরাও আমাদের আক্রমণ ক'রেছে?

বলদেব।—কি ব'লছো—তুমি? কোথায় বাজীরাও?

সেনানী।—বাজীরাও কোথায় জানি না—বাজীরাওয়ের সেনাপতি রণজী সিন্ধিয়া আমাদের শিবিরের পরিখা পর্য্যন্ত পার হ'য়েছে,—রণজীর সেনাগণ শিবির আক্রমণ ক'রেছে! ঐ শুনুন তাদের ভীষণ তূর্য্যধ্বনি! রক্ষা করুন—সেনাপতি রক্ষা করুন।

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি।

চন্দ্রসেন।—বলদেব—বলদেব! সব আশা বুঝি পণ্ড হয়! কিন্তু ভয় পেয়োনা—নিরাশ হয়োনা, উৎসাহে বুক বাঁধো; সত্তর হাজার রণোন্মত্ত শিক্ষিত সেনা আমাদের—কারসাধ্য তাদের

বিমুখ ক'রবে? চল--চল--বলদেব,চল আমরা অগ্রসর হই —চল রণরঙ্গে সৈন্যদের মাতিয়েতুলি।[সকলের প্রস্থান।

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী।—কি ক'রলেম! কোথায় এলেম! রণমদে মত্ত হ'য়ে শত্রুশিবিরে ছুটে এলেম! অনুসঙ্গী সৈন্যদের দেখতে পাচ্ছি না—তারা কোনদিকে ধাবিত হলো! চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু-সেনা, আমি তাদের মধ্যে একা! ফেরবার পথ নেই, এখনি ওই উন্মত্ত বাহিনী সিংহ বিক্রমে আমায় আক্রমণ ক'রবে! কি করি! কি করি!—বুঝি সমস্ত সঙ্কল্প পণ্ড হলো! ওই যে দলে দলে শত্রুসেনা আমার দিকে ছুটে আসছে! মা ভবানী! হৃদয়ে বল দাও, হস্তে মত্ত মাতঙ্গের শক্তি দাও—দেখো মা অন্তর্যামিনী—যেন আমার সঙ্কল্প পণ্ড না হয়। [প্রস্থান।

(মালবী সৈন্যগণের প্রবেশ।)

১ম।—চ'লে আয় ভাই সব—চ'লে আয়! ঐ দ্যাখ শত্রুর সেনা-ঘাঁটি ছেড়ে আমাদের এলাকার ভেতর এসে প'ড়েছে!

২য়।—ভারী ফুরসোদ পাওয়া গেছে,আয় ভাইসব—সবাই মিলে ওকে ঘিরে ফেলি—খুন করি।

৩য়।—চল ভাই সব—চল যাই—

(রণরঙ্গিণী বেশে গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা।—যাও—যাও—খুব উৎসাহে, খুব সাহসে, খুব বীর-দর্পে—পিশাচের প্রতিহিংসা নিয়ে সঙ্গীহীন সহায়হীন বিপন্ন বীর রণজী সিন্ধিয়াকে হত্যা ক'রতে যাও! যে তোমাদের

পুত্রবৎ পালন ক'রে এসেছে—নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে তোমাদের স্বার্থ রক্ষা ক'রেছে, রাজ-রোষ থেকে তোমাদের স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছে—তোমাদের উন্নতির জন্য—তোমাদের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য—তোমাদের তৃপ্তির জন্য যে অকাতরে অম্লানবদনে হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত সেচন ক'রে এসেছে,—আজ তোমরা তাকে—সেই মহাপ্রাণ নর-দেবতাকে—সেই মহান উদার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ কর্ম্মবীরকে দস্যুর মত—পিশাচের মত—রাক্ষসের মত হত্যা ক'র্তে যাচ্ছ!—উত্তম। যাও—যাও—মুক্ত তরবারি নিয়ে ছুটে যাও--পিতৃসম উপকারী যে—তাকে মার—হত্যা কর,—পিতৃ হত্যা কর—এই ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, কাপুরুষগণ!

সৈন্যগণ।—(সবিস্ময়ে) অ্যাঁ—অ্যাঁ—একি!

১ম।—সত্যি তো—কি ক'রছি—কাকে মারতে যাচ্ছি? ভাইসব। কাকে আমরা খুন ক'রতে যাচ্ছি?

২য়।—তাইতো রে ভাই—কি ক'রতে যাচ্ছি!—কে মা তুমি আমাদের চোখ খুলে দিলে?

৩য়।—কে মা তুমি? বল মা, কে তুমি?

গোতমা।--আমি উন্মাদিনী—রণরঙ্গিণী—আমি সংহারিণী,—এর বেশী আর কি শুন্‌তেচাও? যাও সংহার করোগে—যাওছুটে যাওপিতৃসম হিতৈষীকে হত্যা কর্‌তে যাও।—যাও—যাও—

১ম।—ভাইসব! আমি লড়াই ক'রবো না।

২য়।—আমিও ক'র্ব্ব না।

৩য়।—আমাদেরও ঐ কথা—লড়াই ক'রব না।

গৌতমা।—তবে কি অম্লানবদনে স্বপক্ষীয়সেনার অস্ত্রে আত্ম-বিসর্জ্জন ক'রবে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সংহার-লীলা দেখবে?

১ম।—তবে বলো মা—কি ক'রব?

সৈন্যগণ।—বলো মা বলো।

গৌতমা।—তোমরা পুরুষ, শক্তিমান বীরের সন্তান তোমরা; এখন তোমরা আত্মমর্য্যাদা বুঝতে পেরেছ—কর্ত্তব্যের সন্ধান পেয়েছ! তোমাদের কর্ত্তব্য—তোমাদের সম্মুখে! বৎসগণ! —বীরগণ! প্রবুদ্ধ হও,—চেয়ে দেখো—তোমাদের দেবতা আজ বিপন্ন—ওই দেখ শত সহস্র সৈন্য তাকে আক্রমণ করেছে,—তোমরা যাও—বিজয়-নিনাদে দিক-দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত ক'রে বজ্রবেগে উন্মত্ত-আবেগে ওদের ওপর পতিত হও—যারা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে, তাদের দলভুক্ত ক'রে নাও—নরাধম—চন্দ্রসেনকে জানাও—তোমরা দেবতার দাস—সমগ্র মালব-বাহিনী রণজী সিন্ধিয়ার সন্তান!

১ম।—ঠিক বলেছ মা, আয় ভাইসব—যারা আমাদের দলে আসতে চায়, তাদের সকলকে ডেকেনিই; তারপর চল সকলে মিলে আমাদের দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

সৈন্যগণ।—সিন্ধিয়া সাহেবের জয়!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে—তূর্য্যধ্বনি।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মালব-দুর্গ-দ্বার।

(বেগে গিরিধরের প্রবেশ।)

গিরিধর।—সর্ব্বনাশ হ'লো। সব গেল! হায়—হায়, কেন বাঁধ কেটে দিয়ে উন্মত্ত সাগরকে স্বরাজ্যে ডেকে আনলেম্! আমার সব গেল—সব গেল—সর্ব্বনাশ হ'লো।

(বলদেবের প্রবেশ।)

বলদেব।—এখন আর আক্ষেপ ক'রে কি হ'বে মহারাজ! যাতে এখন মান-রক্ষা হয়—এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায় —তার উপায় করুন।

গিরি।—কে ও—বলদেব! তুমি কোথা থেকে? আমি এখন সৈন্য-শূন্য, সর্ব্বস্বান্ত—শত্রুসৈন্য মহা উৎসাহে আমার প্রাসাদ লুট করতে আসছে,—প্রতিশোধ নেবার এ বড় খাসা সময় বটে!

বল।—মহারাজ! পেশোয়া বাজীরাও যে হঠাৎ এসে আমাদের আক্রমণ ক'রবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি; বিশেষতঃ যুদ্ধকালে আমাদের দশ হাজার ফৌজ রণজীর সঙ্গে যোগ দেওয়াতেই এ সর্ব্বনাশ ঘ'টেছে। বিনাযুদ্ধে আমাদের হারতে হ'য়েছে! কিন্তু এর প্রতিশোধ নিতে হবে। শুনুন মহারাজ, আমি সেনাপতি চন্দ্রসেনের কাছ থেকেই আসছি; তিনি কর্ণাটে নিজামী-সেনার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, পরিজনদের নিয়ে আপনাকেও সেখানে যাবার জন্য অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন! কর্ণাট-দুর্গে নিজামের পঞ্চাশ হাজার সেনা

যুদ্ধার্থ প্রস্তুত; বাজীরাও মালব দখল করুক, চলুন আমরা নিজামের সঙ্গে যোগ দিয়ে সাতারা জয় করি।

গিরি।—এ যুক্তি মন্দের ভাল; কিন্তু পেশোয়ার সেনাদল সহর ঘিরে ফেলেছে—আমার দুর্গ-প্রাসাদ লুটপাট ক'রতে আসছে! এ অবস্থায় কেমন ক'রে আমরা সহর থেকে বেরিয়ে যাব? কেমন ক'রে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিয়ে নিরাপদে কর্ণাটে গিয়ে পৌঁছাব?—রক্ষী প্রহরী কেউ নেই—সকলেই পালিয়েছে।

বল।—হতাশ হ'বেন না। মহারাজ, উপায় আছে। পেশোয়ার ফৌজ স্ত্রীলোকদের কিছু ব'লবে না,—পুরুষদেরই কেবল আটক ক'রবে। মহারাজ! এ বিপদে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদে আত্মগোপন ক'রে রাজপরিজনদের নিয়ে আমাদের পালাতে হ'বে; এ ছাড়া আর উপায় নেই।

গিরি।—অদৃষ্টে এ'ও ছেলো! বেশ তাই চল;—ধরা প'ড়ে অপমানিত হওয়ার চেয়ে এ যুক্তি অনেক ভাল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী।—কি কঠোর দায়িত্ব নিয়ে মালবের দুর্গ-প্রাসাদ অধিকার ক'রতে এসেছিলেম! দুর্গদ্বারে পদার্পণ ক'রবামাত্রই আবার সেই পূর্ব্বস্মৃতি মনে জেগে উঠছে।—যে হৃদয়ভরা উদ্দাম উৎসাহ নিয়ে মালবে প্রবেশ ক'রেছিলেম, এখন দেখছি সে উৎসাহ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে; চিন্তায়, সংশয়ে হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠছে! এই দুর্গ-প্রাসাদের মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য

এক দিন জীবন উৎসর্গ ক'রেছিল—ওই সমুন্নত গম্বুজের স্তরে স্তরে যার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিহিত ছিল—যাকে রক্ষা করবার জন্য এই হস্ত সদাই প্রস্তুত হ'য়ে থাকতো, আজ সেই হস্তেই তার অতীত মহিমা ম্লান হ'য়ে যাবে—হৃদয়ের সেই শক্তি বিরূপ হ'য়ে ওই গম্বুজের স্তম্ভভিত্তি শিথিল ক'রে দেবে। যার অন্নে আশৈশব প্রতিপালিত হ'য়েছি—যার সহস্র আদেশ অবনতমস্তকে পালন ক'রেছি,—আজ আমি—সেই রণজী সিন্ধিয়া—সেই প্রণম্য প্রভুকে বন্দী ক'রতে এসেছি!—কি ক'রব, উপায় নেই! আশ্রয়দাতা পেশোয়ার আদেশে রাজা গিরিধরকে আমায় বন্দী ক'রতেই হ'বে;—নইলে আমি প্রত্যবায়ভাগী হব! এখনি পরিজনদের নিয়ে তিনি এই পথে আসবেন, এইখানেই তাঁকে বন্দী ক'রতে হবে—হৃদয়কে পাষাণে বেঁধে আমায় এ কঠোর কর্ত্তব্য পালন ক'রতে হ'বে।

(স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে গিরিধর, বলদেব এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরমহিলাগণের প্রবেশ।)

গিরি।—এস—এই পথে এস! সকলে দেখো—মুলুকের যে মালিক, আজ সে চোরের মত স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে মুলুক ছেড়ে পালাচ্ছে!

বল।—চুপ করুন, মহারাজ, চুপ করুন; কেউ জানতে পারলে অনর্থ ঘ'টবে!

গিরি।—চুপ কর—চুপ কর; কেউ জানতে পারেনি তো বলদেব? কেউ আমাদের চিনতে পারেনি তো?

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী।—জ্বলন্ত অঙ্গার ভস্মাচ্ছাদনে কতক্ষণ প্রচ্ছন্ন থাকে মহা-রাজ? আমার চ'খে ধূলো দিয়ে স্ত্রীলোকের বেশে পলায়ন করা আপনার পক্ষে অসম্ভব। ছদ্মবেশ ত্যাগ করুন মহারাজ, আপনি আমার বন্দী।

গিরি।—রণজী—তুমি!—তুমি আমাকে বন্দী ক'রতে এসেছ?

রণজী।—হাঁ মহারাজ! আমার আশ্রয়দাতার আদেশে আমি আপনাকে বন্দী ক'রতে এসেছি; নির্ব্বিবাদে আত্মসমর্পণ করুন—এই আমার অনুরোধ।

গিরি।—বিশ্বাসঘাতক!

রণজী।—আমি আমার আশ্রয়দাতার আদেশ-পালক—বিশ্বাস-ঘাতক নই মহারাজ,—কর্ত্তব্যের দাস আমি। যতদিন রণজী সিন্ধিয়া আপনার সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়েছিল, ততদিন পর্য্যন্ত আপনার প্রতিও তার কর্ত্তব্যজ্ঞান এমনই প্রবল ছিল। সময় ব'য়ে যাচ্ছে, মহারাজ; আমার সঙ্গে আসুন, আপনার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে আপনাকে পেশোয়ার কাছে নিয়ে যাব।

গিরি।—রণজী! রণজী! এক দিন তো তুমি আমার প্রভুত্ব স্বীকার ক'রেছো—এক দিনও তো আমার লবণ খেয়েছো; —সে খাতিরটুকুও কি রাখবে না? আমাকে ধরিয়ে দেবে? —পেশোয়ার কাছে নিয়ে যাবে?

রণজী।—কি ক'রব মহারাজ, কর্ত্তব্যপালনে আমি বাধ্য; আজ যদি আমার পিতা থাকতেন—তিনি যদি আপনার অবস্থা-পন্ন হ'তেন,—তাহ'লে এক্ষেত্রে তাঁ'কেও আমি বন্দী করতে

বাধ্য হ'তেম! আশ্রয়দাতার আদেশ লঙ্ঘন করি—এমন সাধ্য আমার নেই।

গিরি।—যেখানে আমি আমীরি করেছি—আজ সেখান থেকে ভিখারির মতন পালিয়ে যাচ্ছি,—এ দেখেও কি তোমার পাষাণ হৃদয় গ'লে যাচ্ছে না, রণজী?—নিজের জন্য আমি চিন্তিত নই,—চিন্তা কেবল আমার পুরস্ত্রীদের জন্য: যারা কখন সূর্য্যের মুখ দেখেনি—আজ তারা প্রাণের দায়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে! রণজী! রণজী! এতেও কি তোমার দয়া হ'বে না—এ দেখেও কি তুমি আমাদের যেতে দেবে না?

রণজী।—আপনার পুরস্ত্রীদের প্রাসাদে যেতে বলুন মহারাজ,—কেউ ওদের কোন অনিষ্ট ক'রবে না; আমি ওঁদের সন্তান-সমান, সন্তানের মতন আমি ওঁদের রক্ষা ক'রবো। আপনি আসুন মহারাজ—আপনাকে আমি ছাড়তে পারবো না।

গিরি।—এত ক'রে তোমাকে মিনতি ক'রলেম—তবু তোমার দয়া হ'লো না! রণজী, তুমি কি মনে ক'রেছো—রাজা গিরিধর শশকের মতন তোমার হাতে ধরা দেবে,—এই উঁচু মাথা—চিরশত্রু পেশোয়ার কাছে নত ক'রবে? আমার পুরস্ত্রীগণ কৃপাকাঙ্ক্ষিণী হ'য়ে বেঁচে থাকবে? স্নেহময়ী পুর-নারীগণ! আমি তোমাদের অযোগ্য প্রতিপালক, আমি তোমাদের রক্ষা ক'রতে পারলেম না—নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারলেম না; কি আর ব'লব আমি—তোমরা তোমা-দের মর্য্যাদা রক্ষা কর—নারীধর্ম্ম রক্ষা করো। রণজী, রণজী, এই দেখো—এই দেখো—রাজা গিরিধর তোমার

সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে হাসতে কেমন কোরে তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে!

[ছুরিকা উন্মোচন; রমণীগণেরও তথাকরণ।]

রণজী।—ক্ষান্ত হ'ন—ক্ষান্ত হ'ন মহারাজ—ক্ষান্ত হ'ন জননীগণ! আত্মহত্যা ক'রবেন না, আমি আপনাদের রক্ষা ক'রবো। চ'খের ওপর ব্রহ্মহত্যা—স্ত্রীহত্যা দেখ্‌তে পারবো না—তার চেয়ে আপনাদের মুক্তিদান ক'রে মাথা পেতে রাজদণ্ড গ্রহণ ক'র্‌ব। আসুন মহারাজ আমার সঙ্গে; আসুন মা সকল, আমি শুধু আপনাদের মুক্তি দিয়েই নিশ্চিন্ত হ'ব না, —এই দণ্ডে আমার সৈন্য-ব্যূহ ভেদ ক'রে মালবের সীমান্ত পার ক'রে দিয়ে আসবো:—আসুন আমার সঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান।

(সদাশিবের প্রবেশ।)

সদাশিব।—কথায় বলে—মন্দো বড় বাছের বাছ! আরে বাপ্‌—দেখেশুনে যে আমার তাক্ লেগে গেলো! আবার সেই পুরোনো পীরিত চেগে উঠলো নাকি! দেখি বাবা;-জোয়ারের জলটা এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

বাজীরাও ও মলহর।

বাজীরাও।—এ বড় আশ্চর্য্য কথা মলহর;—রণজীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিজয়ী সেনাদলের ভেতর দিয়ে রাজা গিরিধর

নির্ব্বিঘ্নে কর্ণাটে চ'লে গেলো! এখনো আমি এ কথায় আস্থা-স্থাপন কর্‌তে পার্‌ছি না।

মলহর।—আমিও আশ্চর্য্য হ'চ্ছি—কিছুই বুঝতে পারছি না। রণজী সিন্ধিয়া যে সেনাদলের সেনাপতি, তাদের ভেতর দিয়ে অপরাধী পালাতে পারে—আমি তা ধারণা ক'রতেই পার্‌ছি না।

(সদাশিবের প্রবেশ।)

সদাশিব।—তবে যদি পুরোণো পিরীত চাগান দেয়—মনিবের মুখ দেখে যদি সেনাপতির মন গ'লে যায়—

বাজীরাও।—অসম্ভব! তা হ'তেই পারে না; রণজীর অদ্ভুত রণ-কৌশলেই আমরা এত শীঘ্র মালব রাজ্য জয় ক'র্‌তে পেরেছি; রণজীর মহত্ত্ব অসাধারণ—সে কখন বিশ্বাস-ঘাতক হ'তে পারে না।

সদা।—তাহ'লে তাঁকে একবার তলব করুন না কেন,—তাঁর মুখেই শোনা যাক্—ব্যাপারখানা কি?

বাজীরাও।—আমি তাকে স্মরণ ক'রেছি;—বুঝতে পারছো মল-হর, রাজা গিরিধর নিজামীসেনার সঙ্গে যোগ দেওয়াতে আমাদের দায়িত্ব আরো কতখানি বর্দ্ধিত হ'লো?

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী! রাজা গিরিধর নাকি তোমার সৈন্য-ব্যূহ ভেদ ক'রে কর্ণাট দুর্গে পালিয়ে গেছে!—কথাটা কি সত্য?

রণজী।—হাঁ পেশোয়া, একথা সত্য; সত্যই মালবেশ্বর আমার সৈন্যব্যূহ ভেদ ক'রে চ'লে গেছে।

সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে হাসতে কেমন কোরে তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে!

[ছুরিকা উন্মোচন ; রমণীগণেরও তথাকরণ।]

রণজী।—ক্ষান্ত হ'ন—ক্ষান্ত হ'ন মহারাজ—ক্ষান্ত হ'ন জননীগণ! আত্মহত্যা ক'রবেন না, আমি আপনাদের রক্ষা ক'রবো। চ'খের ওপর ব্রহ্মহত্যা—স্ত্রীহত্যা দেখ্‌তে পারবো না—তার চেয়ে আপনাদের মুক্তিদান ক'রে মাথা পেতে রাজদণ্ড গ্রহণ ক'র্‌ব। আসুন মহারাজ আমার সঙ্গে ; আসুন মা সকল, আমি শুধু আপনাদের মুক্তি দিয়েই নিশ্চিন্ত হ'ব না, —এই দণ্ডে আমার সৈন্য-ব্যূহ ভেদ ক'রে মালবের সীমান্ত পার ক'রে দিয়ে আসবো :—আসুন আমার সঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান।

(সদাশিবের প্রবেশ।)

সদাশিব।—কথায় বলে—মন্দো বড় বাছের বাছ! আরে বাপ্‌ —দেখেশুনে যে আমার তাক্ লেগে গেলো! আবার সেই পুরোনো পীরিত চেগে উঠলো নাকি! দেখি বাবা; জোয়ারের জলটা এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

বাজীরাও ও মলহর।

বাজীরাও।—এ বড় আশ্চর্য্য কথা মলহর ;—রণজীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিজয়ী সেনাদলের ভেতর দিয়ে রাজা গিরিধর

নির্ব্বিঘ্নে কর্ণাটে চ'লে গেলো! এখনো আমি এ কথায় আস্থা-স্থাপন কর্‌তে পার্‌ছি না।

মলহর।—আমিও আশ্চর্য্য হ'চ্ছি—কিছুই বুঝতে পারছি না। রণজী সিন্ধিয়া যে সেনাদলের সেনাপতি, তাদের ভেতর দিয়ে অপরাধী পালাতে পারে—আমি তা ধারণা ক'রতেই পার্‌ছি না।

(সদাশিবের প্রবেশ।)

সদাশিব।—তবে যদি পুরোণো পিরীত চাগান দেয়—মনিবের মুখ দেখে যদি সেনাপতির মন গ'লে যায়—

বাজীরাও।—অসম্ভব! তা হ'তেই পারে না; রণজীর অদ্ভুত রণ-কৌশলেই আমরা এত শীঘ্র মালব রাজ্য জয় ক'র্‌তে পেরেছি; রণজীর মহত্ত্ব অসাধারণ—সে কখন বিশ্বাস-ঘাতক হ'তে পারে না।

সদা।—তাহ'লে তাঁকে একবার তলব করুন না কেন,—তাঁর মুখেই শোনা যাক্—ব্যাপারখানা কি?

বাজীরাও।—আমি তাকে স্মরণ ক'রেছি;—বুঝতে পারছো মলহর, রাজা গিরিধর নিজামীসেনার সঙ্গে যোগ দেওয়াতে আমাদের দায়িত্ব আরো কতখানি বর্দ্ধিত হ'লো?

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী! রাজা গিরিধর নাকি তোমার সৈন্য-ব্যূহ ভেদ ক'রে কর্ণাট দুর্গে পালিয়ে গেছে!—কথাটা কি সত্য?

রণজী।—হাঁ পেশোয়া, একথা সত্য; সত্যই মালবেশ্বর আমার সৈন্যব্যূহ ভেদ ক'রে চ'লে গেছে।

বাজীরাও।—পরাজিত মালবেশ্বর যাতে মালবের সীমাপ্রান্ত অতিক্রম ক'রতে না পারে—সে দিকে দৃঢ় লক্ষ্য রাখতে আমি সকলকে অনুরোধ ক'রেছিলেম; অথচ এখন শুনছি—মালবপতি সহস্র সহস্র বিজয়ী শত্রুসেনার ভেতর দিয়ে নিরাপদে অন্তর্দ্ধান ক'রেছে! নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কোন বিশ্বাসঘাতকের সংস্রব আছে।

রণজী।—আপনার এ অনুমান সত্য; এক বিশ্বাসঘাতকের জন্যই এ অঘটন সংঘটিত হ'য়েছে,—রাজা গিরিধর এত সহজে পালাবার অবকাশ পেয়েছে।

বাজীরাও।—আমার সৈন্যদলে বিশ্বাসঘাতকের অস্তিত্ব থাকে—এ আমার অসহ্য! রণজী, আমি জানতে চাই—কে সে বিশ্বাসঘাতক; যদি সন্ধান পেয়ে থাকো—এখনি তাকে এখানে এনে উপস্থিত করো; আমি তাকে আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত ক'রব।

রণজী।—সে বিশ্বাসঘাতক আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

বাজীরাও।—রণজী! কি ব'লছ তুমি!

রণজী।—সত্য কথা ব'লছি; মহান্ পেশোয়া! আমি সেই বিশ্বাসঘাতক; আমিই মালবেশ্বরকে পালাবার অবকাশ দিয়েছি।

বাজীরাও।—রণজী! কি ব'লছো—কি ব'লছো—তুমি তাকে পালাবার অবকাশ দিয়েছো?

রণজী।—হাঁ—আমিই তাঁকে পালাবার অবকাশ দিয়েছি।—ঠিক সময়েই আমি তাঁর পালাবার পথ আটক ক'রেছিলেম—

তাঁর ঘৃণাব্যঞ্জক গঞ্জনা—সহস্র কাতর প্রার্থনা—আমাকে কর্ত্তব্যচ্যুত ক'রতে পারেনি —তাঁকে ধরবার জন্য আমি হাত বাড়িয়েছিলেম ; কিন্তু যখন মর্ম্মাহত রাজা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য ছুরিকা খুলে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ ক'রতে গেল—তার অনুসঙ্গিনী মাতৃমূর্ত্তিরাও যখন সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'ল, তখন—তখন আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো—মস্তকের কেশাগ্র থেকে পদনখরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটে গেল—উদ্দেশ্য ভুলে গেলেম,—কর্ত্তব্যপালনে বিরত হ'লেম,—উন্মাদের মত আত্মহারা হ'য়ে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর কবল থেকে তাঁদের রক্ষা ক'রতে ছুটে গেলেম—

বাজীরাও।—তারপর তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালে!—তাদের পালাবার পথ দিলে!

রণজী।—দিলেম্! শুধু পালাবার পথ দিয়েই ক্ষান্ত হই নি।—তাঁদের সঙ্গে ক'রে মালবের সীমাপ্রান্ত পার ক'রে দিয়ে এলেম। মহান্ পেশোয়া! আমি বুঝতে পারছি, আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়; তাই আমি দণ্ড নিতে এসেছি; আমায় আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করুন।

বাজীরাও।—তুমি ভীষণ অপরাধে অপরাধী; তোমার এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

রণজী।—আমি মার্জ্জনার প্রত্যাশী নই; আমি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছি, আশ্রয়দাতার দয়ার ব্যভিচার ক'রেছি; মার্জ্জনা ভিক্ষার প্রবৃত্তি আমার নেই; আমাকে আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করুন।

বাজীরাও।—আদর্শ-দণ্ডেই আমি তোমাকে দণ্ডিত ক'রবো।—শোন রণজী, মালবের সীমাপ্রান্ত থেকে কর্ণাট পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত যে বিশাল ভূভাগ—তার বিজয়-ভার তোমার ওপর অর্পিত হ'লো।—এই তোমার দণ্ড। বাহুবলে ওই ভূখণ্ড তোমাকে আয়ত্ত ক'রতে হ'বে—এই আমার আদেশ।

রণজী।—এ অদ্ভুত অপূর্ব্ব দণ্ডাদেশ শুনে আমি যে আশ্চর্য্য হ'চ্ছি পেশোয়া!

বাজীরাও।—আশ্চর্য্য কেন বন্ধু—এ তোমার মহত্বেরই পুরস্কার। রণজী!—তুমি যদি তোমার পূর্ব্ব প্রভু রাজা গিরিধরকে বন্দী ক'রে আমার কাছে নিয়ে আসতে, তাহ'লে মুখে আমি তুষ্ট-ভাব দেখাতেম, কিন্তু মনেমনে তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হ'তেম; তোমার অনুষ্ঠিত আচরণে আমি সন্তুষ্ট হ'য়েছি বন্ধু; আরও অধিক তুষ্ট হ'য়েছি—তোমার সত্যনিষ্ঠায়! আমার সকল সহযোগী যদি তোমার মত সত্যনিষ্ঠ হয় রণজী, তাহ'লে বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে কৃতকার্য্য হয় কার সাধ্য?

রণজী।—রণজীর ওপর যখন আপনার এতো বিশ্বাস; এতো করুণা, এমন অসম্ভব উচ্চধারণা—তখন রণজীও তার হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'র্তে কুণ্ঠিত হবে না।—পেশোয়া! পেশোয়া! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য ক'রলেম; মালবের সীমাপ্রান্ত থেকে কর্ণাট পর্য্যন্ত ওই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ আয়ত্ত করবার ভার আমি সানন্দে স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রলেম। এই নিষ্কোষিত অসিহস্তে আপনার সমক্ষে দাঁড়িয়ে সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা ক'রছি—বর্ণে বর্ণে আপনার আদেশ পালন ক'রবো

—ওই বিস্তীর্ণ বিশাল সাম্রাজ্য আয়ত্ত ক'রে মহারাষ্ট্রের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান ক'র্‌বো।—তার স্তম্ভমূলে পেশোয়ার সিংহাসন স্থাপন ক'র্‌বো,—হৃদয়ের সমস্ত শোণিত সেচন ক'রে—সে আসনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'র্‌বো। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলটপালট হ'লেও রণজীর প্রতিজ্ঞা-বন্ধন শিথিল হ'বে না।

বাজীরাও।—রণজী! পেশোয়ার সিংহাসনে আবশ্যক নাই, পেশোয়া রাজ্যকামী নয়।

(চিমনের প্রবেশ।)

চিমন, সংবাদ কি?

চিমন।—এখনই আমাদের অগ্রসর হ'তে হ'বে,—মালবের সাহায্য পেয়ে কর্ণাটের নিজামী-সেনা আমাদের আক্রমণ ক'রতে আস্‌ছে।

বাজীরাও।—ভাইসব! স্রোত সম্পূর্ণভাবে ব'দ্‌লে গেল,—আগ্রায় যাবার ইচ্ছা আপাততঃ পরিত্যাগ ক'রতে হ'লো; এই মুহূর্ত্তে আমাদের কর্ণাটে অভিযান ক'রতে হ'বে—কর্ণাট দখল ক'রে হায়দ্রাবাদে গিয়ে নিজামের অহঙ্কার চূর্ণ ক'রতে হ'বে। রণজী! সম্মুখে পরীক্ষার স্থল—প্রস্তুত হও।

[সদাশিব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সদাশিব।—যা ভেবেছিলেম, তা তো নয়! রণজী তো মানুষ নয়, ওযে দেখছি দেবতার চেয়ে মহৎ! হে নরদেবতা! আমি অজ্ঞানে তোমার ওপর সন্দেহ ক'রেছিলেম, আমাকে ক্ষমা করো। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ঔরাঙ্গাবাদ—নিজাম-শিবির।

নিজাম চিন্‌কিলিচ খাঁ।

নিজাম।—ভারতে মুসলমান-শক্তির প্রনষ্ট গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, দীর্ঘকাল ধ'রে যে অক্লান্ত পরিশ্রম, অজস্র চেষ্টা ক'রে আসছি, বুঝি এতদিনে তা সফল হ'লো। নিজের দূরদর্শিতায় মোগল-শক্তির ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝতে পেরে তখন কৌশলে দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে দাক্ষিণাত্যের যে সুবেদারী পদ গ্রহণ করেছিলেম, তাই আমার সৌভাগ্যের ভিত্তি—তার বলেই নিজাম আজ ভারতের সর্ব্বপ্রধান শক্তি, হায়দ্রাবাদ আজ ভারতের মধ্যে সমৃদ্ধ রাজধানী।—দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহার মন্ত্রীত্ব উপেক্ষা ক'রে দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনায় যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেম, তাতে আমারই বিজয় হ'লো! আগ্রায় আজ আমার পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী সৈয়দ্‌-ভ্রাতৃযুগল নেই, দিল্লীশ্বরের সে বিশ্বব্যাপী বিক্রম এখন স্তিমিতপ্রায়, নিজামই এখন হিন্দুস্থানে অদ্বিতীয় শক্তি! এখন আমার এক মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী—পেশোয়া বাজীরাও! আশা ছিল—আমার রাজ্য হ'তে পলায়িতা মস্তানীকে উদ্ধার করবার আছিলায় আমি সাতারায় অভিযান ক'রবো—মহারাষ্ট্র রাজধানী অধিকার ক'রে মুসলমান গৌরব প্রতিষ্ঠিত করবো;—কিন্তু খোদার কি ইচ্ছা জানি না, আমার সে আশা ব্যর্থ হ'য়েছে! পেশোয়াই আজ আমার সাম্রাজ্য অধিকার ক'র্‌তে অগ্রসর; মালবরাজ্য বিজয়

ক'রেই সঙ্গে সঙ্গে সে আমার কর্ণাট অধিকার ক'রেছে—হায়দ্রাবাদ অধিকার করবার অভিপ্রায়ে ঔরাঙ্গাবাদে এসে উপস্থিত হ'য়েছে!—এমন স্পর্দ্ধা তার! কিন্তু সে জানে না—হায়দ্রাবাদের শক্তিমান নিজাম—চিন্‌কিলিচ খাঁ, এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আজ হিংসাদৃপ্ত প্রাণে শেরের শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে! আমারই কৌশলে আজ দক্ষিণাপথের সমস্ত হিন্দুরাজ আমার দলভুক্ত; ছত্রপতির কণিষ্ঠপুত্রের বংশধর—কোহ্লাপুরের শম্ভুজী পর্য্যন্ত আমার পক্ষে যোগদান ক'রেছে; এদের সহায়তায়—লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে ঔরাঙ্গাবাদে সমবেত বাজীরাওয়ের অশীতি সহস্র সৈন্যকে পর্য্যুদস্ত করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কিন্তু মালব আর কর্ণাটের অবস্থা দেখে এখনো আমি নিরস্ত আছি,—লক্ষ সৈন্য নিয়েও আমি বাজীরাওকে আক্রমণ ক'রতে ইতস্ততঃ ক'র্‌ছি! আমারই আহ্বানে গুজরাটের নবাব সরবুলন্দখাঁ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাজীরাওকে আক্রমণ ক'রতে আস্‌ছে; যেমন সেই সৈন্যদল এসে বাজীরাওয়ের পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ ক'রবে, আমিও অমনি সেই মূহূর্ত্তে লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিংহবিক্রমে তার ওপর আপতিত হবো; অগ্রপশ্চাতে আক্রান্ত হয়ে পেশোয়া এককালে সদলবলে বিধ্বস্ত হ'বে।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী!—জাঁহাপনা! বুরহান্‌পুরের সুবেদার সাহেব তাঁর এক তাঁবেদারকে হুজুরের কাছে পাঠিয়েছেন—জরুরী খবর আছে।

নিজাম।—যাও, তাকে এখানে আন। [প্রহরীর প্রস্থান।

বাজীরাও! কর্ণাট দখল ক'রে তোমার আস্পর্দ্ধা এতদূর বেড়ে গেছে, যে তুমি আমার অধিকৃত ঔরাঙ্গাবাদে আমার সম্মুখে শিবির ফেলে ব'সেছ! আমার সমুদ্র-প্রমাণ অসংখ্য সৈন্য দেখে তুমি আমাকে আক্রমণ ক'রতে সাহস ক'র্‌ছ না, অথচ তোমার মনে ধারণা—কর্ণাটের পরিণাম ভেবে নিজাম তোমাকে আক্রমণ করতে ভয় পাচ্ছে! কিন্তু গুজরাটী-সেনার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার এধারণা দূর হ'বে—তুমি তখন নিজামের কূটকৌশলের পরিচয় পাবে,—জান্‌তে পারবে—হায়দ্রাবাদের নিজাম কত বড় শক্তিমান সুকৌশলী যোদ্ধা।

(প্রহরীর সহিত মুসলমান কর্ম্মচারীবেশী গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা।—বন্দেগী—জাঁহাপনা।

নিজাম।—কি সংবাদ?

গৌতমা।—জাঁহাপনা! সুবেদার ইওয়াজ খাঁ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন; বড় ভয়ঙ্কর খবর আছে জাঁহাপনা, ব'ল্‌তে সাহস হ'চ্ছে না।

নিজাম।—কি খবর? কি খবর? বলো—শীঘ্র বলো,—আমি অভয় দিচ্ছি—বলো।

গৌতমা।—জাঁহাপনা!—গোস্তাকী মাপ্‌ ক'রবেন,—আপনি এখানে সাগর-প্রমাণ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধার্থ ব'সে আছেন,—আর ওদিকে পেশোয়া বাজীরাও আপনার চ'খে ধুলো দিয়ে বুরহানপুর দখল ক'রতে গেছে।

নিজাম।—মিথ্যা কথা,—বাজীরাও এই ঔরাঙ্গাবাদেই—আছে,—এখান থেকেই তার শিবির দেখা যাচ্ছে।

গৌতমা।—গোস্তাকী মাপ ক'রবেন জাঁহাপনা,—বাজীরাও আপনাকে ঠকিয়ে গেছে। কতক ফৌজ নিয়ে বাজীরাও বুরহান্‌পুরে চ'লে গেছে,—সহরের কেল্লা ঘিরে ফেলেছে—সহর লুঠ ক'রছে—সমস্ত বুরহান্‌পুর পুড়িয়ে দেবার সংকল্প ক'রেছে! জাঁহাপনা! জাঁহাপনা! মুলুক রক্ষা করুন—প্রজার ধন-প্রাণ রক্ষা করুন—বিপন্ন সুবেদারকে রক্ষা করুন,—কাফেরেরা তাঁকে ঘিরে ফেলেছে,—দোহাই জাঁহাপনা,—রক্ষা করুন তাঁকে—তিনি আমার চাচা—তিনি বই তুনিয়ায় আর আমার কেউ নাই জাঁহাপনা!

নিজাম।—কি সর্ব্বনাশ! বাজীরাও আমার চক্ষে ধুলিমুষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ইতিমধ্যে বুরহান্‌পুরে চ'লে গেছে! বুরহান্‌পুর দখল ক'রতে গেছে! কি স্পর্দ্ধা! কি প্রবঞ্চনা!—যুবক! ব'লতে পারো, বাজীরাওয়ের সঙ্গে কত ফৌজ আছে?

গৌতমা।—তা ত্রিশ হাজার হ'বে জাঁহাপনা।

নিজাম।—ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাজীরাও বুরহান্‌পুরে অভিযান ক'রেছে, আর এখানে আমার পতাকামূলে এখন লক্ষসৈন্য দণ্ডায়মান। আমি যদি এই দণ্ডে সমস্ত ফৌজ নিয়ে বুরহান্‌পুরে ধাবিত হই—

গৌতমা।—তাহ'লে জাঁহাপনা—এক লহমায় বাজীমাৎ হয়—কাফের বাজীরাও একেবারে জাহান্নমে যায়।

নিজাম।—বুঝতে পেরেছি—এ খোদার মর্জ্জি,—তাঁরই ইঙ্গিতে

কাফের বাজীরাওয়ের এ দুর্ম্মতি হ'য়েছে—খোদা আমাকে কাফেরধ্বংসের উত্তম আভাস দেখিয়ে দিচ্ছেন! বাজীরাওকে ধ্বংস করবার উত্তম অবসর উপস্থিত!—(প্রহরীর প্রতি) এই!—সরদারদের তলপ দে, তাঁবু তুল্‌তে বল—এখনই বুরহান্‌পুরে যেতে হ'বে। [প্রস্থান।

গৌতমা।—যাও, দাম্ভিক নিজাম যাও—সদলবলে বুরহান্‌পুরে চ'লেযাও; গিয়ে সেখানে দেখবে—যেমন বুরহান্‌পুর তেমনি আছে—সে অঞ্চলে মহারাষ্ট্র-বাহিনীর এক প্রাণীরও পদাঙ্ক পড়ে নি! তুমি যতক্ষণে বুরহান্‌পুরে যাবে—আমি ততক্ষণ আমার কার্য্য সম্পন্ন ক'রবো!—মা ভবানী—অন্তর্য্যামিনী! সবি তো তুমি জান মা,—স্বামীর জন্য—আশ্রয়দাতার জন্য আজ এই জঘন্য প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি,—অবস্থা বুঝে আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা ক'রো মা। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মহারাষ্ট্র-শিবির।

মলহররাও।

মলহর।—কঠোর দায়িত্ব-ভার গ্রহণ ক'রে জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে এসে উপস্থিত হ'য়েছি। গৌতুর কল্যাণে কাল সন্ধ্যাকালে হঠাৎ সংবাদ পেলেম, নিজামের আহ্বানে গুজরাটের নবাব সরবুলন্দ খাঁ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে! এ সংবাদ পেয়ে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হ'লো,—সম্মুখে আমাদের সমুদ্র-প্রমাণ নিজামী-সেনা,

পশ্চাতে আবার গুজরাটী সেনার অভিযানে! তার ফলে— অগ্রপশ্চাতে আক্রমণে আমাদের ধ্বংস স্থির জেনে সেই রাত্রেই গুজরাটে অভিযান করবার জন্য পেশোয়াকে পরামর্শ দিলেম; একেবারে শিবির তুলে সদলবলে চ'লে গেলে পাছে নিজামী-সেনা পশ্চাদ্ধাবিত হয়, এই আশঙ্কায় পঞ্চ-সহস্র মাত্র সৈন্য নিয়ে সমস্ত ঠাট ঠমক বজায় রেখে নিজামের চক্ষে ধাঁধা লাগিয়ে ব'সে আছি। পেশোয়া যে অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে গুজরাটের নবাবকে দমন ক'রতে গেছেন—নিজাম ঘুণাক্ষরেও এ সংবাদ জানতে পারে নি! কিন্তু একথা আর কতদিন তার অবিদিত থাকবে? সে যখন অবগত হবে—পঞ্চসহস্র মাত্র সৈন্য নিয়ে মলহররাও হোলকার তার সম্মুখে বিরাজমান,—তখন সে শ্যেনবৎ বেগে সদলবলে মহারাষ্ট্র-শিবিরে আপতিত হবে, তার ফলে এই মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ আমার ধ্বংস অনিবার্য্য।

(গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা।—একথা সত্য, কিন্তু এর জন্য আক্ষেপ করবার কিছুই নেই প্রভু,—আমরা পেশোয়ার কার্য্যে আত্মোৎসর্গ ক'রেছি —দেহের সমস্ত শোণিত রণচণ্ডীর চরণে উৎসর্গ ক'রে মৃত্যুকে শিয়রে ডেকে এনে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছি,—মৃত্যু আমাদের কামনার বস্তু।

মলহর।—হাঁ প্রিয়তমে! মৃত্যু আমাদের কামনার বস্তু, আত্মোৎ-সর্গ ক'রেই আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি; মৃত্যুর জন্য শঙ্কিত নই সত্য, কিন্তু পেশোয়ার উদ্দেশ্য কার্য্যে

পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি মৃত্যুর কবলগত হ'তে প্রস্তুত নই, প্রিয়তমে! জীবনকে সহস্র বন্ধনে বেঁধে আমি এখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ! অম্লানবদনে মরণের কোলে শয়ন ক'রে যে গৌরব—আমি সে গৌরবের প্রার্থী নই; শত্রুধ্বংস ক'রে স্বহস্তে আশ্রয়দাতার কণ্ঠে বিজয়মালা পরিয়ে দিয়ে যে গৌরব—আমি তারই পক্ষপাতী। সমুদ্র-সমান নিজামী-সেনার আক্রমণে অনর্থক ধ্বংসপ্রাপ্ত হই—এ আমার ইচ্ছা নয়।

গৌতমা।—বিধাতারও এ ইচ্ছা নয়, প্রিয়তম! তুমি কৃতজ্ঞ—তুমি সাধু—তুমি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীর। পেশোয়ার কাছে আমরা অনন্ত ঋণে ঋণী; সে ঋণের দায়ে আমাদের জীবন আবদ্ধ; আমাদের ঋণ পরিশোধের এখন অনেক বাকি; এ ঋণ পরিশোধ না হ'ওয়া পর্য্যন্ত স্বয়ং শমনও আমাদের জীবনে হস্তার্পণ ক'রবেন না!

মলহর।—কিন্তু রক্ষার তো কোন উপায়ই দেখছি না গৌতু; প্রকৃত রহস্য প্রকাশ হবামাত্রই নিজাম সিংহবিক্রমে আমাদের আক্রমণ ক'রবে।

গৌতমা।—না প্রভু, আমাদের আক্রমণ ক'রবে না,—নিজাম এখন বুরহান্‌পুরে যাচ্ছে।

মলহর।—বুরহান্‌পুর যাচ্ছে?

গৌতমা।—হাঁ, বুরহান্‌পুর যাচ্ছে; নিজাম সংবাদ পেয়েছে—ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে পেশোয়া বুরহান্‌পুর ধ্বংস ক'রতে গেছেন, —মহা উৎসাহে পেশোয়াকে আক্রমণ ক'রতে গেছে।

মলহর।—এ অদ্ভুত সংবাদ নিজাম কোথা থেকে পেলে গৌতু?

গৌতমা।—আমার কাছ থেকে।

মলহর।—গৌতু! গৌতু! আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি! তোমার লক্ষ্য সর্ব্বত্র—তোমার গতি অপ্রতিহত! ঔরাঙ্গাবাদে আমাদের মস্তকের ওপর বিপদের যে দুর্ভেদ্য মেঘরাশি পুঞ্জীভূত হ'য়েছিল—বজ্র-বর্ষণের পূর্ব্বেই তোমার কৌশলে তা বিচ্ছিন্ন হ'য়েছে! পেশোয়ার কাছে আমরা যে অনন্ত ঋণে আবদ্ধ, তুমিই সে ঋণ পরিশোধ ক'রছ গৌতু,—আমি অধম, অপদার্থ, আমি কিছু ক'রতে পারিনি,—পদে পদে তুমি আমাদের কর্ত্তব্য দেখিয়ে দিচ্ছ!

গৌতমা।—আমার যতটুকু সাধ্য, আমি কেবল তাই ক'রেছি—এর জন্য আমার এত প্রশংসা কেন প্রভু?—ওই দেখ স্বামী, সমস্ত নিজামী-সেনা শিবির তুলে বুরহান্‌পুরে চ'লেছে, তুমিও এইবার গুজরাটে গিয়ে পেশোয়ার সঙ্গে যোগ দাও।

মলহর।—তুমি এখন কোথা যেতে চাও?

গৌতমা।—আমি নিজামী-সেনার অনুসরণ ক'রবো, বুরহান্‌পুরে গিয়ে, প্রতারিত হ'য়ে নিজাম কোন্ পন্থা গ্রহণ করে তাই দেখবো—তারপর গুজরাটে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রব। এতে তোমার কিছু আপত্তি আছে কি?

মলহর।—কিছুমাত্র আপত্তি নেই; আমার আত্মশক্তিতে সন্দেহ হয়, কিন্তু তোমার শক্তির ওপর কণামাত্রও সন্দেহ নেই প্রিয়তমে। যাও তুমি—ভবানী তোমায় রক্ষা করুন।

[উভয়দিকে উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গোদাবরীর তীর।

(রণরঙ্গিণী বেশে মস্তানী।)

মস্তানী।—বিপদ বুঝে আজ রণরঙ্গিণী বেশে সজ্জিত হ'য়েছি, —জীবন-সমস্যা আজ। গুজরাটের নবাবকে পরাস্ত ক'রে গুজরাট অধিকার ক'রে পেশোয়া যখন বিজয়-উৎসব ক'র্‌ছিলেন--হোলকার সাহেবও ঔরাঙ্গাবাদ থেকে নিরাপদে ফিরে এসে যখন সে উৎসবে যোগ দিলেন—তখন মনে কি আনন্দ! তার পর সেই আনন্দ-উৎসব শেষ হ'তে না হ'তে যখন সেই বালক এসে সংবাদ দিলে—প্রতারিত নিজাম প্রতিশোধ নেবার জন্য পুণা ধ্বংস ক'রতে গেছে,—তখন যেন বিনামেঘে বজ্রপাত হ'লো; তখনি শিবির তুলতে হ'লো; তার ফলে রাতারাতি গোদাবরী তীরে এসে প'ড়েছি; নিজামও এই অঞ্চলেই আছে, তাকে একেবারে বেড়াজালে ঘেরবার জন্য অতি সন্তর্পণে পেশোয়া তার সন্ধানে গেছেন; কতদূর কি হলো—তা এখনো বুঝতে পারছি না। আমার মনে এখন আর এক সমস্যা, যে বালক এসংবাদ দিয়ে গেছে —সে কে? সে বালককে দেখে আমার মনে গৌতমা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি জেগে উঠেছে; কি জানি মনে কেমন একটা সন্দেহ হ'চ্ছে! আচ্ছা—গৌতমা দেবী তো বালকের ছদ্মবেশে এ সংবাদ দিয়ে যান নি?

(বালকবেশে গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা।—তুমি ঠিক অনুমান করেছ মস্তানী; এই বালকের

আবরণের মধ্যেই তোমার ভগিনী গৌতমা,—এই দেখো। (উষ্ণীষ উন্মোচন।

মস্তানী।—দিদি! দিদি! আমি যা অনুমান করেছি—দেখছি এখন তাই; তুমি তা'হলে দিদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছ?

গৌতমা।—আছি বই কি ভগিনী, সঙ্কট-সমুদ্রে তোমাদের ভাসিয়ে দিয়ে আমি কি চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারি! পুণা থেকে সকলে বেরিয়েছিলুম; আজ আবার ঘটনাচক্রে সেই পুণার কাছেই এসে প'ড়েছি; গোদাবরীর অপর পারে শস্য-শ্যামলা পুণা। আজ যদি আমরা জয়ী হ'তে পারি—লক্ষ নিজামী সৈন্যকে যদি গোদাবরীর উত্তাল তরঙ্গে ডুবিয়ে দিতে পারি,—তাহ'লে ভগিনী, আমার কর্ত্তব্য-ভার তোমার ওপর দিয়ে কাল আমি পুণায় ফিরে যাব।

(মলহরের প্রবেশ।)

মলহর।—গৌতু—গৌতু!—এই যে মস্তানী—তুমিও এখানে আছ; বেশ হ'য়েছে—প্রস্তুত হও, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও।

গৌতমা।—ব্যাপার কি? তোমাকে এত ব্যস্ত দেখছি কেন প্রভু? কি হয়েছে?

মলহর।—আমরা একেবারে নিজামের গায়ের ওপর এসে প'ড়েছি; সম্মুখে আমাদের লক্ষ সেনার সমাবেশ! এখনি ওই বিশাল সৈন্য-সমুদ্র আন্দোলিত হ'য়ে উঠবে,—এই যে ভীষণ গাম্ভীর্য্য প্রতিষ্ঠিত দেখছ—এখনি তা ভেদ ক'রে প্রলয়ের কোলাহল উত্থিত হবে। এ সমরের পরিণাম কি হবে তা জানি না! আমরা কেবল পেশোয়ার একটি মাত্র ইঙ্গিতের

প্রতীক্ষা ক'রছি,—ইঙ্গিত্ পাবা মাত্র আমরা ইরম্মদ-বেগে নিজাম-শিবিরে আপতিত হব,—যশ মান মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা আত্মবিস্মৃত হব—তখন তোমাদের মর্য্যাদা-রক্ষার ভার তোমাদেরই গ্রহণ করতে হবে।

(বাজীরাওয়ের প্রবেশ ।)

বাজীরাও।—মল্হর! মলহর! সমস্ত প্রস্তুত—আশাতীত সুযোগ—সমস্ত সৈন্য নিয়ে নিজামকে বেড়াজালে ঘিরে ফেলেছি—তারা কেবল আদেশের প্রতীক্ষা ক'রছে! এস—এস!—(গৌতমাকে দেখিয়া) একি?—একি মূর্ত্তি! চিনেছি মা তোমাকে—বুঝতে পেরেছি সব: এতক্ষণে সমস্ত সমস্যার সমাধান হ'ল! তুমিই তাহ'লে সেই প্রিয়চিকীর্ষু বালকের ছদ্মবেশে আমাদের মান রক্ষা ক'রেছ—প্রতি পদক্ষেপে আমাদের কর্ত্তব্য দেখিয়ে দিয়েছ!

গৌতমা।—পেশোয়া! আমি আপনার কাছে পরিচয় গোপন রেখে অন্যায় ক'রেছি—আমার এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।

বাজীরাও।—তুমি আমাদের যে দুশ্ছেদ্য ঋণপাশে বন্দী ক'রেছ জননী—জীবনব্যাপী সাধনার বিনিময়েও আমি তা পরিশোধ ক'রতে অক্ষম; আর বেশী কিছু ব'ল্তে পার্লেম না মা—মার্জ্জনা ক'র।

(রণজী ও চিমনের প্রবেশ।)

রণজী।—পেশোয়া! পেশোয়া! সুন্দর অবসর—অত্যন্ত সুযোগ। নিজামী-সেনাদল এখন আমাদের আগমন-বার্ত্তা অবগত হয় নি,—গভীর যামিনীর এই নীরব গাম্ভীর্য্য

ভেদ ক'রে নিজামের শিবির থেকে নর্ত্তকীর কণ্ঠ-সঙ্গীত শ্রুত হচ্ছে!

বাজীরাও।—রণজী! যাও—যাও—শীঘ্র যাও—সমস্ত সৈন্যকে আমার আদেশ জানাও—সমস্ত তোপ এক সঙ্গে দাগ্‌তে বলো—প্রেমসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে নিজামের শিবির থেকে মরণ চীৎকার উঠুক! [রণজীর প্রস্থান। মলহর! সমস্ত বন্দুকধারী সেনা-চালনার ভার তোমার ওপর; তোপের সঙ্গে সঙ্গে সকলকে বন্দুক ছুড়তে বলো—নিজামী-সেনাকে নিশ্বাস ফেলবার অবকাশটুকুও দিয়ো না।

[মলহরের প্রস্থান।

চিমন! বর্শাধারী সেনাদের নিয়ে তুমি নিজামের রসদ লুণ্ঠন করো,—খাদ্য, অর্থ, অশ্ব—যা পাও সব কেড়ে নাও—যেন তার খাবার সংস্থান কিছু না থাকে। [চিমনের প্রস্থান। আর মা—নদীর ওপর যেন তোমার দৃষ্টি থাকে, নদী রক্ষার ভার তোমার আর মস্তানীর ওপর! নিজামের শিবির থেকে যেন এক পিপীলিকাও নদী পার হ'তে না পারে। আমি এখনি নিজামী-সেনার পার্শ্বস্থ জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেবো, এক প্রাণীকেও অরণ্যে আশ্রয় নিতে দেবো না; ভীষণ দাবানলে নিজামের শিবির পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে দেবো। [প্রস্থান।

মস্তানী।—দিদি—দিদি—ওই শোনো আকাশভেদী কামানের আওয়াজ—ওই শোনো নিজামী-সেনার মরণ-চীৎকার!

গোতমা।—মা ভবানী—রক্ষা করো! [প্রস্থান।

———*———

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

গোদাবরী-তীর—পশ্চাতে সেতুবন্ধের দৃশ্য।

নিজাম, গিরিধর, চন্দ্রসেন, শম্ভুজী, বলদেব,

পারিষদগণ।

নিজাম।—বন্ধুগণ আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। বীরশ্রেষ্ঠ গিরিধর, অমিতবিক্রমশালী চন্দ্রসেন, পরমসুহৃদ শম্ভুজী, সুকৌশলী বলদেব, আমায় সাহায্য প্রদানের জন্য—নিজামী-ফৌজের বল-বৃদ্ধির জন্য—সকলেই একত্রিত হ'য়েছেন।—পুণা আর কতদূর ?

বল।—আর বড় বেশী দূর নয় জনাব,—গোদাবরী পার হ'লেই পুণা।

নিজাম।—তবে আর বিলম্ব কেন? গোদাবরী পার হবার আয়োজন কর, আজ পুণায় যেতেই হবে, অগ্নি আর অসিতে পেশোয়ার সাধের পুণা ছারখার দিতে হ'বে; ফিরে এসে পেশোয়া যেন আর পুণার অস্তিত্বও দেখতে না পায়।

চন্দ্রসেন।—নিশ্চয় জনাব, আজই পুণায় যাওয়া চাই—আজই পুণা ধ্বংস করা চাই।—[স্বগতঃ] আজই মস্তানীকে চাই।

বল।—[স্বগতঃ] পুণায় গেলে গৌতমাকে পাব, তার দর্পচূর্ণ ক'রব; এবার দেখ্‌ব সে কার সাহায্যে রক্ষা পায়। —[প্রকাশ্যে] জনাব, তবে আর বিলম্ব কেন ?

নিজাম।—না—আর বিলম্ব করবার কোন আবশ্যক নেই, আপনারা গোদাবরী পার হ'বার আয়োজন করুন, গোদাবরী পার হ'লেই পুণা।

১ম পারিষদ।—জনাব, ক'দিনের আনাগোনায় তো জান্ যাবার দাখিল হ'য়েছে; তাই ব'লছি, আজকের রাতটা এপারে কাটালেই ভাল হয় না?

নিজাম।—কেন, কিসের ভয়? তোমরা বুঝি মনে ক'রেছো— পেশোয়া বাজীরাও দলবল নিয়ে ওপারে ব'সে আছে?

১ম পারি।—না—জনাব, তা নয়—তা নয়—তবে কিনা দেহটা কেমন কেমন ক'রছে—সেই জন্যে—

নিজাম।—আজ রাত্রের মতন এ-পারেই আস্তানা ফেলবার বাসনা ক'রেছ?

১ম পারিষদ।—আজ্ঞে, আজ্ঞে, এই কথাই বটে—এই কথাই বটে; আজকের এই খুদে রাতটা এপারে কাটানই যেন ভাল ব'লে মনে নিচ্ছে। তা ছাড়া জনাব, এখন ওপারে গিয়ে আস্তানা গাড়া একটা মস্ত ফ্যাসাৎ; তাই বলছি—আজ আর ওপারে না গিয়ে এই তাঁবুতে ব'সেই একটু আধটু ফূর্ত্তি লুটে শরীরটাকে গরম ক'রে বানিয়ে নেওয়া যাক্।

নিজাম।—আপনাদের কি মত?

শম্ভুজী।—হাঁ, উনি যা ব'লছেন—তা নিতান্ত অসঙ্গত নয়, আজকের রাতটা এপারে কাটানই ভাল।

গিরি।—সেই কথাই বেশ; আর পুণা তো হাতের কাছে, হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে! কাল প্রাতেই আমরা গোদাবরী পার হয়ে পুণা আক্রমণ ক'রব।

চন্দ্র।—আমার মতে আজ রাত্রেই পুণা আক্রমণ ক'রলে ভাল হয়; কাল আবার কোন্ বিপদ ঘটে, তার তো কোন স্থিরতা নাই।

গিরি।—সেজন্য অত উৎকণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন সেনাপতি? আমাদের এই সম্মিলিত শক্তির প্রতিরোধ করে—এমন বীরপুণায় আর কে আছে? পেশোয়া বাজী—সে তো এখন গুজরাটে বাজি মারছে; আমরা কাল নিরাপদে পুণায় বাজিমাৎ ক'রব।

১ম পারি।—কিন্তু এখন একবার বাজিমাৎ করবার ব্যবস্থা ক'রলে ভাল হয় না জনাব?

নিজাম।—বেশ তো, আমি তা'তে কি বাধা দিচ্ছি? আজ বড় আনন্দের দিন; তোমরাও সকলে আনন্দ কর।

বল।—ওই যে জনাব—কথা না ফুরুতেই মিঞা সাহেব বাইজীদের সঙ্গে ক'রেই হাজির! এসগো বাইজীরাণীরা—ধর তান—

(বাইজীদের প্রবেশ।)

বাইজীগণ।—বন্দেগী জাঁহাপণা!

(বাইজীগণের গীত ও নৃত্য।)

(গীত)

যৌবন লুট লেকে পিয়া কাঁহা ভাগল।
যো—ছিন্ লে গেয়ি জান মেরা—আউর সো নেহি আওল।
আঁখিয়া পানি ভর, হিয়া দেখো জর-জর,
দিয়া—সরম ভরম ডারি—পিয়াসা না মিটল।
সারা নিশি পিয়া বিনু রোয়ে রোয়ে গুজরনু
গাঁথিনু কুসুম-হার—বিফল ভেল।

(নবাব সর্দ্দার ও পারিষদগণের সুরাপান।)

বলদেব।—বাহোবা বাহোবা বিবিজান—যেন কোকিলের তান্!

(নেপথ্যে কামানের আওয়াজ।)

বাইজীগণ।—ওকি ! ওকি !

নিজাম।—ও কিছু নয়, আমাদের ফৌজের কুচ-কাওয়াজ ! ভয় নেই—চলুক নাচ—চলুক গান—ঢাল মদ—

(পুনর্ব্বার কামানের আওয়াজ—বাইজীগণের পলায়ন।)

বল।—হাঁ—হাঁ—হাঁ—যেয়োনা, যেয়োনা—রসভঙ্গ ক'রোনা—

নিজাম।—যেয়োনা, যেয়োনা, এ শত্রুর গোলা নয়—আমাদেরই সেনাদলের রণখেলা।

(জনৈক সেনানীর প্রবেশ।)

সেনানী।—না জনাব, আমাদের সেনার রণখেলা নয়—এ শত্রু-সেনার কামানের গোলা।—জ্বলন্ত গোলা—ওই শুনুন, কি ভীষণ আওয়াজ !

(কামানের আওয়াজ।)

নিজাম।—কি ব'লছ সেনানী, শত্রুসেনার গোলা ? কি ব'লছ তুমি ? শত্রু ?—কোথায় শত্রু ?

সেনানী।—জাঁহাপনা ! জনাব ! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে—সমস্ত কৌশল পণ্ড হ'য়েছে—পেশোয়ার সেনাদল আমাদের ঘিরে ফেলেছে।

নিজাম।—কি তুমি পাগলের মতন ব'কছো—তোমার মাথা গুলোয় নি তো ? পেশোয়া আমাদের ঘিরে ফেলেছে ? একি সম্ভব ? কাল যে পেশোয়া গুজরাটে ছিল !

সেনানী।—হাঁ জনাব, কাল পেশোয়া গুজরাটে ছিল—কিন্তু আজ এখানে ! যে বিক্রমে পেশোয়া কর্ণাট থেকে গুজরাট পর্য্যন্ত জয় করেছিল—সেই বিক্রম নিয়েই আবার সে এখানে

ফিরে এসেছে ; তার দিগ্বিজয়ী সেনাদল আমাদের বেড়া-
জালে বেষ্টন ক'রেছে।

গিরি।—কি সর্ব্বনাশ!

নিজাম।—এ যে সত্য সত্যই ইন্দ্রজাল! পেশোয়া বাজীরাও যে
মূর্ত্তিমান্ বাজীকর!

সেনানী।—জাঁহাপনা! আর এখন ভাব্‌বার সময় নেই ; ধ্বংস
হ'তে যদি রক্ষা পেতে চান, তাহ'লে এখনি এর বিহিত
করুন ;—ওই শুনুন শত্রুর কামানের কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন!

নিজাম।—ভয় নেই—পেশোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীরাও দুর্ব্বল হাতে
অস্ত্র ধ'রে যুদ্ধক্ষেত্রে নামে নি।—মহারাজ শম্ভু, আপনার
অজেয় সৈন্যদল নিয়ে আপনি শত্রুর বাম পার্শ্ব আক্রমণ
করুন ; মহারাজ গিরিধর, দক্ষিণে আপনার স্থান ; সেনা-
পতি, আমরা শত্রুর মধ্যভাগ আক্রমণ ক'রবো। এসো ভাই,
সব! এসো আমরা সকলে মিলে—হৃদয়ের সমস্ত শক্তি
একসঙ্গে মিশিয়ে একযোগে পেশোয়াকে আক্রমণ করি।

সকলে।—জয় নিজাম বাহাদুরের জয়!—(তূর্য্য-নাদ।)

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈনিক।—জনাব! জনাব! সর্ব্বনাশ হ'ল—সব গেল,
পেশোয়ার ফৌজ আমাদের ঘিরে ফেলেছে ; পালাবার পথ
নেই,—সাম্‌নে গোদাবরীর জল, পেছনে পেশোয়ার দল ;
দুধারে নিবিড় বন! সেখানে দাঁড়াবার উপায় নেই ; মারা-
ঠারা বনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে!—ওই দেখুন জনাব—
আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে—ওই দেখুন বন পুড়ছে

—ওই শুনুন মারাঠার গুলি ভোঁ ভোঁ ছুটছে!—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—'

নেপথ্যে।—হর হর মহাদেও। (বন্দুকের আওয়াজ।)

নিজাম।—ভয় নেই—ভয় নেই; চল ভাইসব—চল এর বিহিত করি,—দেখি দুর্ম্মতি পেশোয়া কি ক'রে আজ রক্ষা পায়! চল—চল যাই—

নেপথ্যে বাজীরাও।—তোপ দাগ—সেতুভঙ্গ কর—নিজামকে বন্দীকর।

(কামানের আওয়াজ,—সেতু ভঙ্গ হইয়া পতন।)

(বাজীরাও, মল্লহর, রণজী, চিমন প্রভৃতির প্রবেশ।)

বাজীরাও।—আর যেতে হবে না জনাব,—নিরস্ত হন; পেশোয়াই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছে।

নিজাম।—কি—কি—কি—

বাজীরাও।—প্রকৃতিস্থ হোন নিজাম বাহাদুর; আপনার অধিকাংশ সৈন্য বিধ্বস্ত—অবশিষ্ট সমস্তই বন্দীকৃত, আপনার এ বিলাসমণ্ডপ অবরুদ্ধ; আপনি প্রকৃতিস্থ হোন।

মলহর।—আপনারা সকলে বন্দী,—এখনি অস্ত্রত্যাগ করুন; নইলে পেশোয়ার রক্ষী সৈন্যদল আপনাদের অস্ত্র ত্যাগে বাধ্য ক'রবে।

[নিজাম ব্যতীত সকলের অস্ত্রত্যাগ।]

অস্ত্র ত্যাগ করুন নিজাম বাহাদুর!

নিজাম।—আমি বন্দী, অস্ত্রত্যাগ ক'রব বই কি; এই নিন অস্ত্র! আমি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ ক'রছি,—পেশোয়া! আমি আপনার বন্দী।

বাজীরাও।—হ্যাঁ জনাব—আপনি আমার বন্দী। কিন্তু পার্থিব শৃঙ্খলে আপনার বন্ধন নয় জনাব—আপনি আজ মহারাষ্ট্র পেশোয়া বাজীরাওয়ের বন্ধুত্ব-শৃঙ্খলে বন্দী! জনাব! সর্ব্ব-সমক্ষে আমি আপনাকে হৃদয়ে বন্দী ক'রলেম। [আলিঙ্গন।

নিজাম।—মহামান্য পেশোয়া! আপনার পুণ্যস্পর্শে আমি আজ নবজীবন লাভ ক'রলেম! কতিপয় স্বার্থসর্ব্বস্ব নরাধমের প্ররোচনায় আমি এ হৃদয়ে যে অশান্তির সৃষ্টি ক'রেছিলেম—আজ তার প্রায়শ্চিত্ত হলো!

বাজীরাও।—নবাব, পূর্ব্বের অনুশোচনা বিস্মৃত হোন। চিমন! নবাবের যে সমস্ত রসদপত্র লুট ক'রেছ, সে সমস্ত ফিরিয়ে দাও—যে সব সৈন্যদের বন্দী ক'রেছ, তাদের মুক্তিদান কর!

চিমন।—আসুন নবাব!

নিজাম।—[স্বগতঃ] পেশোয়া! পেশোয়া! এ তোমার অনুগ্রহ-প্রদর্শন নয়—কালসর্পের পুচ্ছমর্দ্দন! পাঠান নিজাম—এ অপমান ভুলে থাকবে না!

[পারিষদসহ নিজাম ও চিমনের প্রস্থান।

বাজীরাও।—রাজা গিরিধর! আপনাকেও আমি সসম্মানে অব্যাহতি দিলেম। বলদেব! রাজাকে রাজধানীতে নিয়ে যাও!—যান রাজা।

গিরি।—[স্বগতঃ] উঃ! এর চেয়ে মৃত্যু ভাল ছিল! [প্রস্থান।

বাজীরাও।—মহারাজ শম্ভুজী!

শম্ভুজী।—আমিও মহান্ পেশোয়ার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী! আর কখন আমি আপনার বিরুদ্ধাচারী হ'ব না।

বাজীরাও।—আপনি এখনি স্বরাজ্যে প্রস্থান করুন।

[শম্ভুজীর প্রস্থান।

বাজীরাও।—ভাই সব! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই—চল এবার আমরা আগ্রায় অভিযান করি--স্বেচ্ছাচারী দিল্লীশ্বরকে বশীভূত ক'রে দিল্লী ও আগ্রার দুর্গ-শিরে মহারাষ্ট্রের বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দিই।

নেপথ্যে।—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন,—দোহাই পেশোয়া রক্ষা করুন।

বাজীরাও।—ওকি! কিসের অত কোলাহল?

(চিমনের প্রবেশ।)

ব্যাপার কি চিমন?

চিমন।—সাহায্যপ্রার্থী বুন্দেলাদের কাতর প্রার্থনা—মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ! বুন্দেলখণ্ডের ব্রাহ্মণ রাজা ছত্রশাল আজ বড় বিপন্ন: অসংখ্য সৈন্য নিয়ে প্রয়াগের সুবেদার মহম্মদ খাঁ বঙ্গস্ তাঁর রাজধানী আক্রমণ ক'রেছে, সমস্ত দুর্গ আক্রমণ-কারীদের হস্তগত হ'য়েছে। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে। জোৎপুরের দুর্গে রাজা এখন অবরুদ্ধ,—তাঁর প্রাণ মান সঙ্কটাপন্ন, এ দুঃসময়ে তিনি পেশোয়ার সাহায্যপ্রার্থী—রাজভক্ত বিপন্ন প্রজারা এ প্রার্থনা জানাতে এসেছে।

বাজীরাও।—আমার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হ'য়ে এসেছে? আমি এখন কেমন ক'রে তাঁকে সাহায্য ক'রব? এখনি যে আমাকে পরিপূর্ণ উৎসাহে আগ্রায় অভিযান ক'রতে হবে, এখন বুন্দেলায় গেলে তো আমার সঙ্কল্প সাধন হবে না।

(মস্তানীর প্রবেশ।)

মস্তানী।—কিন্তু প্রভু, বিপদগ্রস্ত শরণাগতকে রক্ষা না ক'রলে, দেশপূজ্য মহাপ্রাণ পেশোয়ার যে কর্ত্তব্য পালন হবে না।

বাজীরাও।—তা জানি মস্তানী ; কিন্তু আমি এখন এ কর্ত্তব্য-পালনে অক্ষম। যে সঙ্কল্প নিয়ে আমি কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছি—তার সাধনাই এখন আমার প্রাণের কামনা ; আগ্রায় সৈন্য-চালনা আমার গুরুর আদেশ ;—তাঁর আদেশ লঙ্ঘন ক'রে আমি এখন বুন্দেলায় যেতে পারি না।

মস্তানী।—বুন্দেলার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজা বিপন্ন ; লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রজার প্রাণ মান সঙ্কটাপন্ন,—তাদের আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হ'চ্ছে।—রাজার রাজত্ব, সতীর সতীত্ব, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম—আপনি যদি রক্ষা করেন, স্বয়ং ধর্ম্ম আপনার সহায় হবেন ;—শুধু আগ্রা কেন, সমস্ত দুনিয়া আপনার পদানত হবে ; গুরুজী বোধ হয় এমন সাধুকার্য্যে কিছু মাত্র আপত্তি ক'রবেন না।

বাজীরাও।—হ'তে পারে; কিন্তু মস্তানী—বুন্দেলায় যেতে কিছুতেই আমার প্রবৃত্তি হ'চ্ছে না !—কেন তা জানি না ;—মনে হ'চ্ছে বুন্দেলায় গেলে আমি হয় তো সঙ্কল্প রাখ্‌তে পারব না ;—যে উন্মাদ উৎসাহে হৃদয় আমার পরিপূর্ণ, বুন্দেলায় গেলে বুঝি সে উৎসাহ থাকবে না। মার্জ্জনা কর মস্তানী,—বুন্দেলায় আমি যেতে পারব না,—আমি আগ্রায় যাব।

মস্তানী।—তাহ'লে আদেশ করুন, আমি বুন্দেলায় যাই।

বাজীরাও।—বুন্দেলায় তুমি যাবে! কি ব'লছ মস্তানী? তুমি বুন্দেলায় যেতে চাও?

মস্তানী।—কি ক'রব প্রভু, কিছুতেই যে মন বাঁধতে পারছি না! —বুন্দেলায় আমার জন্ম, সেই বুন্দেলা আজ বিপন্ন; সেখানে আমার বৃদ্ধ পিতা মরণাপন্ন! তাঁর রাজ্য জুড়ে, সিংহাসন বেড়ে আজ সয়তানীর আগুন ধূ ধূ ক'রে জ্বলে উঠেছে,—তাকে রক্ষা ক'রতে কেউ নেই!—আমি কন্যা হ'য়ে, পিতার এ দুঃসময়ে দূর-দূরান্তরে কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌ব প্রভু? তাই সেখানে যেতে চাচ্ছি।

বাজীরাও।—মস্তানী! মস্তানী! সংশয়ের একি দুশ্চ্ছেদ্য আবরণ তুমি আমাদের চ'খের সামনে তুলে ধরেছ? কি ব'লছ তুমি?

মস্তানী।—প্রভু! এতদিন পরে যা আজ জান্‌তে পেরেছি—তাই ব'লছি; শুনুন তবে আমার পরিচয়,—আমি মুসলমান-পালিত ব্রাহ্মণ-কন্যা; আমার পিতা বুন্দেলার রাজা ছত্রশাল! তিনি বিপন্ন—মরণাপন্ন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে চাচ্ছি।

বাজীরাও।—মস্তানী—মস্তানী! শুধু আমি নই—ওই দেখ—সকলেই তোমর এই নূতন কথা শুনে বিস্মিত—স্তম্ভিত! আমাদের প্রকৃতিস্থ কর মস্তানী।

মস্তানী।--প্রভু! আজ মনে পড়ে কি--সম্বৎসর আগেকার কথা--যে দিন আমার প্রতিপালক তোরাবখাঁ মরণের পথে আমার হাতে এই পবিত্র পদক দিয়ে যান! প্রভু, আজ সম্বৎসর অতীত—নববর্ষে আমি এ পদক খুলে আমার বংশপরিচয় পেয়েছি; জানতে পেরেছি—আমি মহারাজ ছত্রশালের কন্যা।

নলহর।—মস্তানী! মস্তানী! তুমি আমার প্রণম্যা! মহান্ পেশোয়া! আমার প্রার্থনা—অন্তরের প্রার্থনা—মস্তানীর পিতাকে রক্ষা করুন।

চিমন।—রক্ষা কর দাদা—মস্তানীর পিতাকে রক্ষা কর।

রণজী।—আমিও পেশোয়ার কাছে এই প্রার্থনার প্রার্থী!—চিন্তিত হ'বেন না পেশোয়া—আমার যুক্তি শুনুন;—বুন্দেলা রক্ষার ভার আপনি স্বহস্তে গ্রহণ করুন—আগ্রা জয়ের ভার আমাদের ওপর প্রদান করুন। আমরা আগরায় অভিযান ক'রে আপনার সাধু-সঙ্কল্প—গুরুজী ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীর আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করি!—আগরার বিশাল মোগল-তরু বেষ্টন ক'রে প্রলয়ের আগুন জ্ব'লে উঠুক—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শাখা প্রশাখা ভস্মীভূত হোক।—এ যুক্তি গ্রহণ করুন পেশোয়া, এ প্রার্থনা পূর্ণ করুন;—মস্তানীর পিতাকে রক্ষা করুন।

বাজীরাও।—ভাইসব! তোমাদের যুক্তিই আমি গ্রহণ ক'রলেম!—এই উদ্যমে একযোগে আমাদের উভয় সংকল্প সাধন ক'রতে হবে। তোমরা আগরায় অভিযান কর—পূর্ণ-উৎসাহে অগ্রসর হও! আমি মস্তানীকে নিয়ে তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব। মস্তানীর পিতার রক্ষার্থ দুনিয়া ওলটপালট ক'রতেও আমি কুণ্ঠিত হব না। এস—এস মস্তানী—এস রণরঙ্গিনী বেশে—এস তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবে।
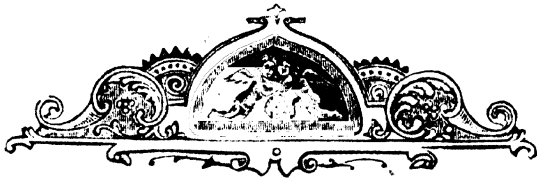
চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বুন্দেলা—উদ্যান।

রঙ্গিনীগণ।

গীত।

আজি প্রেমের গাঙে বান ডেকেছে সই!
লাজ-বাঁধ ভাঙলো, ওলো কূল হ'লো থই-থই।
প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেম-তরঙ্গে, পুলকে ভাসিছে দেখলো রঙ্গে;
বিমল আকাশে শশধর হাসে, অমৃত বরষে অই।
মধুর রজনী, আয় লো সজনী, প্রমোদনীরে মগন হই।

[প্রস্থান।

(সদাশিবের প্রবেশ।)

সদাশিব।—আশ্চর্য্য! এতদিন পরে সব বুঝতে পারা গেছে মস্তানী রাজা ছত্রশালের বড়রাণীর কন্যা; যখন সে ছু'বছরের, তখন সে মাতৃহীনা হয়; রাজাও আবার বিবাহ করেন। তার পর নতূন রাণী এসে রাজাকে এমনি বশ ক'রে ফেলে যে, রাজা তার কথায় মস্তানীকে বিদায় ক'রে দেন, রাজার এক জন বিশ্বস্ত মুসলমান ভৃত্য বালিকা মস্তানীকে নিয়ে হায়দ্রাবাদে পালিয়ে যায়। আজ সেই মস্তানী পেশোয়ার সাহায্যে রাজা ছত্রশালের রাজধানী রক্ষা ক'রেছেন! বৃদ্ধ

রাজাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এমন সুযোগটুকু ছাড়তে পারেন নি,—মস্তানীকে তিনি পেশোয়ার হাতেই সমর্পণ ক'রবেন! এ যোগাযোগ বড় মন্দ নয়! কিন্তু এখন কথা এই—মস্তানীকে পেয়ে পেশোয়া কি তাঁর কর্ত্তব্য ভুলে ব'সে আছেন? মলহর, রণজী আগ্রা অবরোধ ক'রে দীর্ঘকাল ধ'রে ব'সে আছে—কিন্তু পেশোয়ার অভাবে সব পণ্ড হচ্ছে! পেশোয়ার দেখা সাক্ষাৎ না পেয়ে সৈন্যদল নিরুদ্যম! ওদিকে শত্রুপক্ষ রটিয়ে দিয়েছে—পেশোয়া বাজীরাও মুসলমানী মস্তানীকে বিবাহ ক'রে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছেন। সৈন্যগণ এ সংবাদে ভগ্নোদ্যম; সহস্র চেষ্টা ক'রেও রণজী মলহর তাদের সংযত ক'রতে পারে নি। এখন পেশোয়াকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই।—ওই যে পেশোয়া আসছেন—সঙ্গে মস্তানী; এখন একটু অন্তরাল থেকে পেশোয়ার মনের গতিটা লক্ষ্য ক'রতে হচ্ছে। [অন্তরালে অবস্থান।

(বাজীরাও ও মস্তানীর প্রবেশ।)

বাজীরাও।—মস্তানী! মস্তানী! কি ক'রলে আমাকে! আমার নিদ্রালস লোচনে স্বপ্নের কি কুহক-দণ্ড ছুঁইয়ে দিয়ে এমনি অপূর্ব্ব ভাবে আমাকে মাতিয়ে তুললে!—লালসার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে একে একে সকলকে ছেড়েছি—আদরের পুণ্য-নিকেতন—কৈশোর-জীবনের সাধের সঙ্গিনা—হিতাকাঙ্ক্ষা সুহৃদ—প্রাণাধিক পুত্র—ভ্রাতৃবৎসল সহোদর—হৃদয়-ভরা অনন্ত আশা—অসীম উৎসাহ—একে একে সকলকে ভুলেছি; —কিন্তু মস্তানী, তোমায় ত ভুলতে পারছি না!—মস্তানী!

মস্তানী! তোমার মায়া কি এত প্রবল! তোমার হৃদয়-ভরা প্রেম-সুধার মাদকতা কি এত তীব্র! কুসুম-পরাগ-লাঞ্ছিত তোমারই ওই কোমল অধরোষ্ঠের আস্বাদ কি এত তৃপ্তিকর! তাই কি প্রিয়তমে, কর্ত্তব্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম ক'রেও তোমায় ভুলতে পারছি না! বল—বল মস্তানী—বল তুমি—কি আমায় ক'রেছ?

মস্তানী।—স্বামীর প্রতি পত্নীর যা কর্ত্তব্য—আমি তারই অনুসরণ ক'রেছি! বাবা আমাকে তোমার হাতে স'পে দিয়েছেন, আমি তোমাকে আরাধ্য দেবতা-জ্ঞানে দিন রাত পূজা ক'রেছি।

বাজীরাও।—তুমি আমাকে পাগল ক'রেছ মস্তানী! তোমার মহত্বের পরিচয় পেয়ে অবধি আমি তোমার গুণের পক্ষপাতী হয়েছিলেম; এখন আমি তোমার প্রণয়ে তন্ময়—আমার হৃদয় এখন তোমাময় হয়ে গেছে—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিচ্ছবি এখন আমি তোমার মুখের ওপর দেখ্‌তে পাচ্ছি! মস্তানী! মস্তানী! স্বপ্নেও ভাবিনি—কখনও কল্পনাও করিনি—তোমার ওপর আমার হৃদয়ভরা স্নেহ মমতার পরিণতি এমন মধুময়—এমন মোহময় হবে!

মস্তানী।—আমি যে তোমার ঐ বাঞ্ছিত চরণ সেবা করবার অধিকারিণী হ'ব—এমন কল্পনাকেও কখনও হৃদয়ে স্থান দিইনি; যা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি, মনে কল্পনাও করি নি—আজ আমি সেই আশাতীত অনন্ত সুখের অধীশ্বরী! এখন আমি ওই চরণের সেবিকা। তোমার গর্ব্বেই আমার

গর্ব্ব, তোমার সুখেই আমার সুখ; তোমার যিনি উপাস্য দেবতা—আমারও তিনি আরাধ্য।

বাজীরাও।—তুমিই আমার চোখে সকল সৌন্দর্য্যের আধার মস্তানী! সবে মাত্র তোমাকে পেয়েছি,—স্বর্গ হ'তে সর্ব্বের শেষ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান তুমি; যখনই তোমাকে দেখি,মন আনন্দে ভ'রে যায়।

(সদাশিবের প্রবেশ।)

সদাশিব।—কিন্তু আমার যে কান্না পায় পেশোয়া!

বাজীরাও।—কেও সদাশিব?

সদাশিব।—তবু ভাল—একবার এ গরীবকে ভুলে মেরে দেন নি—চিন্‌তে পেরেছেন তাহ'লে?

বাজীরাও।—তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ সদাশিব?

সদাশিব।—আপাততঃ আগ্রা থেকে।

বাজীরাও।—[স্বগত] আগ্রা! আগ্রা! তোমার নাম শুনে আমার স্তিমিত হৃদয়-প্রদীপ আবার উৎসাহে কেঁপে উঠ্‌ছে,—সর্ব্বাঙ্গে শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটে যাচ্ছে!—আগ্রার খবর কি সদাশিব?

সদাশিব।—নূতন খবর বিশেষ কিছুই নেই; আগ্রার গৌরব-পতাকা বরাবরই যেমন মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল—তেমনই দাঁড়িয়ে আছে;—মাঝথেকে যে সব কাঠ্‌বিড়াল সে পতাকা ডিঙুতে গিয়েছিল—তারা এখন হাত পা ভেঙ্গে ছ'ট্‌কে এসে পড়েছে; আর সেই কাঠ্‌বিড়ালদের সরদার যে—তার কোন হদীসই নেই!

বাজীরাও।—সদাশিব! স্পষ্টবক্তা তুমি; তোমার শ্লেষ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌তে পেরেছি। সত্যই কি আমার বিশ্বস্ত সেনানী রণজী, মলহর আগ্রা-বিজয়ে অক্ষম হ'য়ে ফিরে এসেছে?

সদাশিব।—আপনিই তো তাদের ফিরিয়ে আন্‌ছেন।

বাজীরাও।—আমি তাদের ফিরিয়ে আন্‌ছি?

সদাশিব।—তা নয় তো কি? আপনার কার্য্য তাদের ফিরিয়ে আন্‌ছে—আপনার ব্যবহার তাদের কঠোর মন ভেঙে দিয়েছে। আপনারই সংকল্প সিদ্ধ কর্‌বার জন্য তারা মহা উৎসাহে আগ্রায় অভিযান ক'রেছিল; নগরের পর নগর, কেল্লার পর কেল্লা দখল ক'রে দিল্লীশ্বরের প্রাণে বিভীষিকা জাগিয়ে দিয়েছিল; আর দুদিন পরে হয় তো আগ্রার দুর্গ-শিরে মহারাষ্ট্রের বিজয়-পতাকা উড়্‌তো, কিন্তু আপনিই সব মাটী ক'রে দিলেন—সমস্ত গুলিয়ে দিলেন।

বাজীরাও।—আমি সমস্ত গুলিয়ে দিলেম?

সদাশিব।—হাঁ। আপনিই সমস্ত গুলিয়ে দিলেন! বুন্দেলায় এসে আপনি বুন্দেলার রাজপুত্রীকে বিবাহ ক'রে বিলাসস্রোতে গা ভাসালেন—আর আপনার শত্রুপক্ষ একথা রূপান্তরিত ক'রে রটিয়ে দিলে—মুসলমানী মস্তানীকে বিবাহ ক'রে আপনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছেন।

বাজীরাও।—বটে! তা তাতে হ'য়েছে কি! কুচক্রীর প্রচারিত এসব মিথ্যা জনরবে আমার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

সদাশিব।—আপনার ক্ষতিবৃদ্ধি না হ'তে পারে—কিন্তু এ মিথ্যা জনরব মহাকায় দৈত্যের মতন আমাদের উন্নতির পথ

আটক ক'রে দাঁড়িয়েছে। যারা আপনাকে দেবতার মতন ভক্তি ক'রত, আপনার অঙ্গুলি-হেলনে যারা মৃত্যুর মুখে ছুটে যেত—এ জনরব তাদের হৃদয়ও টলিয়ে দিয়েছে। আপনার বিশাল বাহিনী এ জনরব শুনে উৎসাহ হারিয়েছে —অবাক্ হ'য়ে গেছে;—তারা আর এক পাও এগোতে চাচ্ছে না,—সহস্র চেষ্টা ক'রেও রণজী-মলহর তাদের অগ্রগামী ক'র্‌তে পার্‌ছে না—তারা সব কাজে ইস্তফা দিতে চায়! আপনি এ জনরব উপেক্ষা ক'র্‌ছেন, কিন্তু এই মিথ্যা জনরব জীবন্ত হ'য়ে মহারাষ্ট্র-শক্তির স্তম্ভভিত্তি পর্য্যন্ত নড়িয়ে দিয়েছে।—পেশোয়া! পেশোয়া! এখন যদি আপনি প্রকৃতিস্থ হন—এ বিলাস-বিভ্রম ত্যাগ ক'রে যদি আবার আগেকার পেশোয়ার মতন কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ান —তাহ'লে সব গোল মিটে যায়।

বাজীরাও।—ঠিক ব'লেছ সদাশিব, যদি আমি আমার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ক'রে আগেকার পেশোয়ারূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই—জীবন-সংগ্রামে আবার মত্ত হয়ে উঠি, তাহ'লে সব গোল মিটে যায়!—ওই যে মিথ্যা জনরব মহাকায় দৈত্যের মতন সমস্ত হিন্দুস্থান আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে; মুহূর্ত্ত-মধ্যে তা ধূলোর সঙ্গে মিশে যায়!—কিন্তু সদাশিব, আমার পক্ষে এখন তা অসম্ভব; পেশোয়ার যে প্রতিভা-মণ্ডিত পরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'রেছি, তা বুঝি আর ধারণ কর্‌বার শক্তি নেই। সে অনন্ত আশায়—উদ্দাম উৎসাহে আমি এখন বঞ্চিত; আমি এখন অগ্রগমনে অক্ষম। সদাশিব! মস্তানীর রহস্য

সবই তো শুনেছ—তুমি এই সত্যের আদর্শ নিয়ে মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর—জনসাধারণের অন্তরে আমার সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধ ধারণা জন্মেছে—তা মুছে দাও।

সদাশিব।—তা অসম্ভব! আপনি যদি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হন, তাহ'লে স্বয়ং বিধাতাপুরুষ এসে এর প্রতিবাদ ক'রলেও কোন ফল হবে না। দোহাই আপনার! একবার জাগুন—একবার মোহ কাটান।

মস্তানী।—একি শুনছি প্রভু! আমি যে বিশ্বাস ক'রতে পারছি না! মহাপ্রাণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীর! একি তোমার যোগ্য আচরণ?

বাজীরাও।—মস্তানী! মস্তানী! কিছু তুমি বুঝতে পারছ না, আমার ওপর সন্দেহ ক'র না; মনে রেখো মস্তানী—আমি তোমার স্বামী—আমি তোমার আরাধ্য দেবতা—আমার কথা অন্যথা ক'রো না প্রিয়তমে! পেশোয়ার হৃদয়েশ্বরী তুমি—হৃদয় তার কি উপাদানে গঠিত, তা তো তোমার অজ্ঞাত নয়! সংকল্পসিদ্ধির জন্য পেশোয়া আকাশের বজ্রের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রেছে, বিদ্যুৎ-গতিতে শতযোজনব্যাপী শঙ্কাসঙ্কুল দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে আততায়ীকে চূর্ণ ক'রেছে!—তাকে কর্ত্তব্য শিখিও না প্রিয়তমে! পেশোয়া জানে কর্ত্তব্য কোথায়—পেশোয়া জানে তার সাধনের কি কঠোর প্রক্রিয়া—পেশোয়া জানে সে কর্ত্তব্যের সিদ্ধি কোন-খানে। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাধনা-প্রয়াসী সিদ্ধিকামী পেশোয়া আজ বিশ্রামপ্রার্থী, আমার এ বিশ্রামে বাধা দিয়ো না প্রিয়তমে! কিছুকাল আমাকে বিশ্রাম করবার অবকাশ দাও,—আরো

—আরো—তিন মাস—তিন মাস বিশ্রামের প্রয়াসী আমি:—এখন বাধা দিয়ো না,—কুম্ভকর্ণের এ কাল নিদ্রা অকালে ভাঙিয়ো না মস্তানী—তা'হ'লে আমাকে হারাবে!—সদাশিব, তুমি যাও;—ইচ্ছা হয়, মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো:—নতুবা ওই জনরবকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দাও—তৃণস্তম্ভ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত ওই দৈত্যরূপী জনরবের মাথা উঁচু হয়ে উঠুক—চার দিকে আগুন জ্বলে উঠুক—জ্বলতে দাও;—তার পর যখন আমার কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙবে—বিশ্রাম-বাসনা টুটে যাবে—তখন আবার আমি পেশোয়া হ'য়ে দাঁড়াব—রাক্ষসের প্রতিহিংসা নিয়ে এক নিমিষে ওই মূর্ত্তিমান অনাচারের উচ্ছেদ ক'রব—সমস্ত জঞ্জাল ঘুচিয়ে দোব;—এখন—এখন—আমি বিশ্রামপ্রার্থী—এস—এস—মস্তানী। [মস্তানীকে লইয়া প্রস্থান।

সদাশিব।—একি সেই পেশোয়া বাজীরাওয়ের কথা! ওকি সেই কর্ম্মপ্রিয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নরদেবতার প্রতিমূর্ত্তি! না—নরকের কোন পিশাচ ওই পুণ্যদেহ আশ্রয় ক'রেছে!—কি হ'ল! কি হ'ল! কি সর্ব্বনাশ হ'ল! ভগবান্! ভগবান্! একটা ঝঞ্ঝা তুলে সব গুলিয়ে দিলে! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুণা—উদ্যান।

রাঘব ও রঙ্গিনী।

রঙ্গিনী।—স্বামী! আমি আজ তোমার শক্তি পরীক্ষা ক'রব।

রাঘব।—বটে ! কেন আমার শক্তির ওপর তোমার কিছু সন্দেহ হয়েছে নাকি ?

রঙ্গিনী।—না সন্দেহ হবে কেন ? অনেক দিন তোমার শক্তির সন্ধান পাই নি কিনা—তাই আজ একবার চানকে নেব মনে ক'রেছি।

রাঘব।—তুমি আমার কি রকম শক্তি দেখতে চাও রঙ্গিনী ?

রঙ্গিনী।—যে শক্তি পাপীকে ধ্বংস করবার জন্য আগুনের মতন জ্বলে ওঠে, যে শক্তি ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম রাখতে, সতীর সতীত্ব রাখতে কা'রোর মুখাপেক্ষী না হ'য়ে—কোন বাধা না মেনে তীরের মতন ছুটে যায়—আমি তোমার কাছে সেই শক্তির পরীক্ষা চাই।—সরদার! শুনেছ কি, চারদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে—শত্রুরা একযোগে পুণা দখল ক'রতে আস্‌ছে,—সাতারার সেনাপতি পর্য্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে শত্রুর দলে যোগ দিয়েছে!

রাঘব।—শুনেছি।

রঙ্গিনী।—তবে আমি তোমার কাছে শক্তির পরীক্ষা চাচ্ছি কেন—তা কি এখন বুঝতে পারনি সরদার ?

রাঘব।—বুঝতে পেরেছি; তোমার বলবার আগেই কথাটা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু বুঝে আর করি কি রঙ্গিনী ? পেশোয়ার ব্যবহারে বুক আমার ভেঙ্গে গেছে! দেবতা পেশোয়া আজ একটা মুসলমানীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে! এ সব কথা মনে হ'লে আর কি অস্ত্র ধ'র্‌তে সাধ যায় রঙ্গিনী ?

(গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা।—তা ব'লে সর্দার, শত্রুর হাতে অম্লানবদনে এ সোণার নগরটি স'পে দেওয়া তোমার পক্ষে শোভা পায় কি?

রাঘব।—সাধ ক'রে কি এমন কথা মুখ দিয়ে বার ক'রেছি মা,— আমার মনে যে কি যন্ত্রণা, তা কি তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?

গৌতমা।—বুঝ্‌তে পার্‌ছি সব! কিন্তু সর্দার পেশোয়ার সম্বন্ধে আমরা যে সব কথা শুনেছি—তা সত্য নয়—মিথ্যা জনরব; শত্রুপক্ষ এ সব কথা রটিয়ে দিয়েছে। আমি এই মাত্র শুনে এলেম—পেশোয়া বিধর্ম্মীকে বিবাহ করেন নি,—মস্তানী মুসলমানী নয়—সে বুন্দেলার ব্রাহ্মণ রাজা ছত্রশালের কন্যা; পেশোয়ার সঙ্গে মস্তানীর যথারীতি বিবাহ হয়েছে।

রাঘব।—হাঁ—মা, একি সত্য কথা?

গৌতমা।—হাঁ—সর্দার, সত্য কথা।

রাঘব।—আচ্ছা মা—তাই যেন হ'ল, কিন্তু কর্ম্মবীর পেশোয়া কোন্ মুখে সেখানে বিলাস-শয্যায় প'ড়ে দিন কাটাচ্ছেন?

গৌতমা।—সর্দার! সে চিন্তা তোমার নয়; এখন সেজন্য আক্ষেপ কর্‌বার সময় নয়; পুণায় এখন যে বিপদ উপস্থিত, আগে সেই বিপদ থেকে পুণাকে রক্ষা কর;—তারপর পেশোয়ার কথা ভেবো;—আমি তোমাকে ব'লছি সর্দার —এ বিপদ কেটে গেলে—আমিই মহাপ্রাণ পেশোয়াকে আবার কর্ম্মীরূপে ফিরিয়ে আন্‌বো। তুমি সর্দার পুণা রক্ষার ব্যবস্থা কর—তোমার সৈন্যদের সজাগ ক'রে রাখ—নইলে মুস্কিল হবে।

রাঘব।—তুমি নিশ্চিন্তায় থাকো মা—আমিই মুস্কিল আসান ক'রব। পেশোয়া ধর্ম্মত্যাগী শুনে হৃদয় আমার ভেঙে প'ড়েছিল, এখন সে হৃদয়ে মত্তমাতঙ্গের শক্তি এসেছে। লক্ষ ফৌজ যদি পুণায় এসে চেপে পড়ে—আমি তাদের হঠিয়ে দোব।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর।—তুমি তাহ'লে সমস্ত সংবাদই পেয়েছ সর্দ্দার? মা—তুমি বুঝি ব'লেছো?

রাঘব।—আমি এ সংবাদ অনেক আগেই পেয়েছি; আমার চোখ চারদিকে নজর রাখে ভাই;—দুষমনদের সাধ্য কি আমার নজর এড়িয়ে যায়!

শঙ্কর।—সর্দার! এস—তাহ'লে আমরা প্রস্তুত হই।

রাঘব।—সদাসর্ব্বদাই তো প্রস্তুত হ'য়ে আছি ভাই,—সমস্ত ফৌজ দিবারাত্রি সজাগ হ'য়ে ব'সে আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, বিপদের আভাস পেলেই আমি তোমাকে খবর দোব, তখন সহস্র কাজ ফেলে আমার সঙ্গে এসে মিশো!

রঙ্গিনী।—শোন স্বামী! এই জন্যই আমি তোমার শক্তি-পরীক্ষা ক'র্‌তে চেয়েছিলুম! স্বামী! মনে রেখ—বাবা এখানে নেই, তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর প্রিয় ভক্ত পেশোয়ার যদি কণা-মাত্র অনিষ্ট হয়, তাহ'লে তোমাকেই তার জন্য দায়ী হ'তে হবে! কঠোর কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে; এ কর্ত্তব্য পালন ক'র সর্দার! আর শঙ্কররাও! মহান্ পেশোয়া তোমার হাতে পুণা রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন;—এ ভার বহন ক'রতে

তুমি সর্ব্বদা বাধ্য! তোমাদের দুইজনকেই ব'ল্‌ছি—পুণা রক্ষা কর—পেশোয়ার সাধের পুণা রক্ষা কর,—সহস্র বাধাবিঘ্ন ভেদ ক'রে পুণা রক্ষা করো! দুর্জ্জয় শক্তির পরিচয় দাও। [সকলের প্রস্থান।

(অতি সন্তর্পণে ত্র্যম্বকরাও, চন্দ্রসেন ও বলদেবের প্রবেশ।)

চন্দ্রসেন।—শক্রর উদ্‌যোগ আয়োজনের কথা শুন্‌লেতো সেনাপতি ?

ত্র্যম্বকরাও।—হাঁ সবই তো শুন্‌লেম ; কিন্তু ভাবনা কি ? যখন নগরে এসে ঢুক্‌তে পেরেছি, তখন আর কাউকে ভয় করি না।

বলদেব।—কিন্তু কাজটাও বড় সামান্য নয় সেনাপতি। ষড়যন্ত্রের কথাটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে—সব পণ্ড হবে—প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।

চন্দ্রসেন।—আমার বেশী ভয় ওই রাঘব সরদারকে।

বলদেব।—আর ওই শঙ্করা ছোঁড়াও বড় কম নয়। কৌশল ক'রে ওই ছোঁড়াটাকে আগে হত্যা ক'রতে হবে ; নইলে বাড়ীতে ঢোকা দায় হবে।

ত্র্যম্বক।—তোমার এ যুক্তি সঙ্গত বটে! শঙ্কররাওকে আগে হত্যা ক'রতে হবে। এস—এর একটা পরামর্শ করা যাক। —এস—চ'লে এস। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিলাস—কক্ষ।

বাজীরাও ও মস্তানী।

মস্তানী।—তিন মাস তো কেটে গেল—এবার জাগ, ঘুম তো এবার ভেঙ্গেছে।

বাজীরাও।—না, এখন ঘুম ভাঙেনি প্রিয়তমে! এখন ঘুমের ঘোরে চোখ আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে!—ঘুম এখন কাটাতে পারি নি। এখন যদি কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে নামি—কোন কাজই হবে না, সব গুলিয়ে যাবে। মস্তানী! মস্তানী! আর কিছু দিন ঘুমুতে দাও—অতৃপ্ত নিদ্রা ভাঙিয়ো না প্রিয়তমে!

মস্তানী।—তোমার কথা শুনে আমি যে আশ্চর্য্য হচ্ছি! হায় প্রভু, একবার কি ভেবে দেখেছো—কি তুমি ছিলে, আর কি এখন হ'য়েছ?

বাজীরাও।—ভেবে দেখেছি মস্তানী—অনেকবার ভেবে দেখিছি; ভেবে দেখিছি—ছিলেম এক মহাকায় বিশ্বত্রাস—প্রচণ্ড দানব, আর এখন বিলাস-লালসার কোমলতাময় আচ্ছাদনে সে দানবী-মুর্ত্তি আবৃত ক'রে হয়ে গেছি এক শান্ত শিষ্ট নির্ব্বিবাদী সংসারী।

মস্তানী।—কিন্তু দেশের লোক তখন তোমার ওই দানবী মুর্ত্তি দেখে ভক্তি-ভরে পূজা করত, আর এখন তারা তোমার এই সুকোমল শান্ত মুর্ত্তিকে যে ঘৃণার চ'খে দেখছে প্রভু!

বাজীরাও।—দেখুক, তা'তে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নেই মস্তানী; আমি এখন তাদের লক্ষ্যের অন্তরালে অবস্থিত,

আমি এখন তাদের ঘৃণা-প্রশংসার অতীত, আমার হৃদয় এখন শান্তিতে পরিপূর্ণ,—এমন শান্তিময় নির্ম্মল হৃদয়-কন্দরে অশান্তির আঁধারকে ডেকে এনো না মস্তানী,—আমার এ কুসুমিত শান্তিস্নিগ্ধ হৃদয়ে এখন কুরুক্ষেত্রের কালানল জ্বেলে দিও না মস্তানী,—স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন ক'র না।

মস্তানী।—তুমি স্বামী, তোমার আদেশ অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই; তোমার আদেশেই মুখ বন্ধ করেছি। কিন্তু প্রিয়তম! তোমার এ আচরণে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আমার কি যে রাবণের চুল্লী দিবারাত্রি জ্বল্‌ছে—তা তোমাকে দেখাতে পারছি না! বড় আশা করেছিলুম—তিন মাস পরে তোমার মোহ কেটে যাবে, কিন্তু এখন তার পরিণতি দেখে বড় ভয় পাচ্ছি! যদি অভয় দাও, তাহলে একটা কথা বলি—একটা প্রার্থনা করি—

বাজীরাও।—বুঝতে পেরেছি—কি তুমি ব'লতে চাও; সেই পুরাতন কথা—আমার মোহ কাটাবার সেই কাতর প্রার্থনা! না প্রিয়তমে! ও প্রার্থনা থাক—ও সব কথা এখন ভুলে যাও; ঘুম ভেঙে গেলে—মোহ কেটে গেলে আমি আপনি জেগে উঠবো; ভেবনা প্রিয়তমে ভেবনা—আমাকে জ্বালাতন ক'রোনা—তার চেয়ে একটা গান গাও; তোমার কোকিলকণ্ঠের মধুময় গান আমার অন্তরে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করুক।—গাও প্রিয়তমে!

মস্তানীর গীত।

চাতকী লো তব কেমন ধারা।
আছে নদ নদী—বিশাল বারিধি, তবু কেন তুমি পিয়াসে সারা?
বিনা বরিষণ বিন্দু বারি,
বিষাদে বিমানে বেড়াও ফুকারি,
কি স্বাদ লভেছ—কি প্রেমে মজেছ, কেন ঘন হেরি আপন-হারা?
আছ মুখ তুলে, কি ভাবে লো ভুলে, কাহার লাগিয়া পাগল-পারা?

বাজীরাও।—সুন্দর!—অতি সুন্দর!!

নেপথ্যে।—খুন খুন—হত্যা—হত্যা—পেশোয়া—পেশোয়া—পালান—পালান—

বাজীরাও।—কি এ মস্তানী! দস্যু-বিভীষিকা নাকি? প্রিয়তমে! শীঘ্র আমার পিস্তল নিয়ে এসো। [মস্তানীর প্রস্থান।

(বেগে রণজীর প্রবেশ।)

কে তুই দস্যু? কাকে হত্যা ক'রে এসেছিস? কে তুই নরাধম?—(সবিস্ময়ে) কে ও রণজী!

রণজী।—পেশোয়া! চিন্‌তে পেরেছেন রণজীকে! ধন্য হলেম; রণজীর প্রণাম নিন্।

বাজীরাও।—এ সব কি রণজী? এ কি তোমার ভীষণ মূর্ত্তি! তুমি কা'কে হত্যা ক'রে এসেছ?

রণজী।—কাউকে হত্যা করি নি; আপনার এই প্রমোদ-কুঞ্জের রক্ষীরা আমার পরিচয় পেয়েও আমাকে এখানে প্রবেশ ক'রতে দেয় নি, তাই তাদের পরাস্ত ক'রে—আহত ক'রে এখানে চলে এসেছি।

বাজীরাও।—আমার অনুমতি না নিয়ে—আমার বিশ্বস্ত প্রহরী-

দের অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'রে—আমার বিশ্রাম কক্ষে তুমি কেন এসেছ রণজী ?

রণজী।—আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করতে—আপনার মনোগত অভিপ্রায় কি, তাই জান্‌বার জন্য অকস্মাৎ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি।

বাজীরাও।—রণজী! কোন সাহসে তুমি পেশোয়া বাজীরাওয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এমন উদ্ধতভাবে কথা কইছ ?

রণজী।—পেশোয়া! কোন সাহসে আপনি আপনার মুখের কথা পদদলিত ক'রে রণজীর কাছে তার আগমনের কৈফিয়ৎ চাচ্ছেন ?—আপনার পুর-প্রাসাদে রণজীর গতি সর্ব্বদাই অবারিত—এ আপনারই আদেশ।

বাজীরাও।—রণজী! আমি এখন বিশ্রামপ্রার্থী, আমার বিশ্রামে এখন ব্যাঘাত ঘটিয়ো না। কি প্রয়োজনে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছ তাই বল; আমি এখন তোমার সঙ্গে বাদানুবাদে আমার বিশ্রামের অমূল্য সময় নষ্ট কর্‌তে প্রস্তুত নই।

রণজী।—এই কি সেই কর্ম্মবীর পেশোয়া বাজীরাও? এই কি তার যোগ্য কথা! না—তা নয়—তুমি পেশোয়া নও, তুমি তার কঙ্কাল!—বল—কে তুমি পিশাচ—মহাপ্রাণ বাজী-রাওয়ের কঙ্কাল আচ্ছন্ন ক'রে পেশোয়া সেজে ব'সে আছ? বল কোন নরকের পিশাচ তুমি!

বাজীরাও।—রণজী! কি ব'লছ তুমি!

রণজী।—কি ব'লছি আমি?—তা কি বুঝতে পারছ না তুমি

কাপুরুষ? যে পেশোয়া বাজীরাও জীবনে কখন বিশ্রাম করেনি—বিলাস-লালসাকে হৃদয়ে কখন স্থান দেয়নি, রণাঙ্গণে শত্রু-হননের কল্পনা—সৈন্যসজ্জার শৃঙ্খলা-সাধনা যার বিশ্রামকাল পূর্ণ করতো, আজ সেই দেবতার কঙ্কাল বিশ্রামপ্রত্যাশী—বিলাস-লালসার ক্লেদকর্দ্দমে এখন তার আত্মতৃপ্তি!—ধিক্!!

বাজীরাও।—রণজী! রণজী!!

রণজী।—কিসের ও ভ্রূকুটি দেখাচ্ছেন পেশোয়া? ভ্রূকুটি ভ্রূভঙ্গে রণজী সিন্ধিয়ার প্রাণ কাঁপে না—পাপীকে স্পষ্ট কথা শোনাতে সে বিরত হয় না। রণজী কর্ত্তব্যের দাস—কর্ত্তব্যের অনুরোধে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট মালবেশ্বরের আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পেশোয়ার চরণে শরণ গ্রহণ করেছিল;—আজ সেই পেশোয়াকে কর্ত্তব্যহারা দেখে রণজী বিদায় নিতে এসেছে।

বাজীরাও।—বিদায় নিতে এসেছ? কি রকম বিদায়?

রণজী।—তা ব'লতে পারি না—তবে যে বিশ্ব সংসার থেকে জন্মের মতন বিদায় নোবো—এটা স্থির! বড় আশা ছিল—যে সঙ্কল্প ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছিলেম, সে সঙ্কল্প সাধন ক'রে একেবারে বিদায় নেবো; তা আর হ'লো না।—পেশোয়া! পেশোয়া! একবার বলুন—আপনি কর্ত্তব্যহারা হন্ নি;—একবার এ মোহপাশ ছিঁড়ে ফেলে—এ মায়ার আবরণ ভেদ ক'রে সেই প্রতিভা-প্রদীপ্ত নরদেবতা পেশোয়া-রূপে দেখা দিন্,—জন্মশোধ বিদায় কালে একবার প্রাণভরে সেই পুণ্যচ্ছবি দেখে যাই!—এই আমার প্রার্থনা।

বাজীরাও।—রণজী! রণজী! কেন তখন আগ্রাজয়ের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে বুন্দেলায় পাঠিয়াছিলে? যে আগুন জ্বেলেছ —তা আর নিব্‌বে না; যে বিষ খাইয়েছ—তা আর উদ্গার করবার সাধ্য নেই! যে পথে অবতীর্ণ আমি—এখন সেই পথ ধরে ছুটে যাচ্ছি; জানি না সে পথের শেষ কোথায়? —জানিনা আমার গতির নিবৃত্তি কোনখানে—কতদূরে—কোন্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরপারে! আমাকে ফেরাবার চেষ্টা ক'র না রণজী—আমি ফিরতে পারব না—আমি আর বুঝি ওই কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না—যাও তুমি রণজী—আমাকে উন্মাদ ক'র না—আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিও না—অন্তরে আমার বিপ্লব বাধিয়ো না—যাও যাও তুমি!

রণজী।—উত্তম! পেশোয়া—উত্তম! আর আপনাকে ত্যক্ত করব না! বিলাস-লালসার নাগ-পাশে আবদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা কচ্ছেন শুনে—আমি বাধা দিতে এসেছিলেম—পারলেম না। আর বাধা দোব না—এ সংসারে রণজী আর কখন আপনাকে বাধা দিতে আসবে না। আজ জন্মের শোধ বিদায় নিয়ে চল্লেম; কিন্তু যাবার আগে আপনার স্মৃতির সমস্ত নিদর্শন মুছে ফেলে দিয়ে যাব!—এই নিন্ আপনার প্রদত্ত লালসালাঞ্ছিত অপবিত্র তরবারি!—এই নিন্ অসার উপাধি-মণ্ডিত জঘন্য উষ্ণীষ! মায়ামুক্ত আবদ্ধ বিহঙ্গ আজ স্বাধীন! কর্ত্তব্যের শৃঙ্খল কেটে রণজীর প্রাণপাখী এবার দূর নীলিমার কোলে মিশে যাবে।—এবার আপনি স্বচ্ছন্দে আত্মহত্যা করুন! [রণজীর প্রস্থান।

বাজীরাও।—কি কর্‌লেম! কি কর্‌লেম! মোহের ছলনায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি কি কর্‌লেম! রণজী চ'লে গেল? তাকে রাখ্‌তে পার্‌লেম না—ফেরাতে পার্‌লেম না—ফেরাবার চেষ্টাও করলেম না! রণজী কি তবে সত্য কথা ব'লে গেল—সত্যই কি আমি পেশোয়ার কঙ্কাল!

(মস্তানীর প্রবেশ।)

মস্তানী।—সত্যই তুমি পেশোয়ার কঙ্কাল।

বাজীরাও।—তোমার মুখে এ কথা বড় চমৎকার শোনাল মস্তানী! আমি তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করেছি—কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়েছি—হৃদয়কে দগ্ধ মরুভূমির চেয়েও ভীষণতর ক'রে তুলেছি—আর এখন তোমার মুখে এই কথা পাষাণী!

মস্তানী।—প্রভু! তুমি আমাকে যেমন জান, এ পৃথিবীতে তেমন আর কেউ জানেনা; কিন্তু তবু তুমি আমাকে আজ ভুল বুঝছ। এ আমার দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বল্‌ব! তুমি কি জাননা প্রভু—তোমার হৃদয়ে আঘাত লাগলে সে আঘাত আমারও মর্ম্ম পর্য্যন্ত স্পর্শ করে! মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তুমি যে মনোকষ্ট পাচ্ছ—আমিও সে মনোকষ্ট মর্ম্মে মর্ম্মে ভোগ করছি! স্বামিন্ আজ একবার আগেকার কথা মনে ক'রে দেখ, সেই সৌরকরোজ্জ্বল ধরণী, শান্ত সুন্দর প্রভাত, উৎসাহ-পূর্ণ অম্লান জীবন—সে কি মধুর জীবন প্রিয়তম! কর্ত্তব্য-সাগরের শত সহস্র উর্ম্মিমালা ভেদ ক'রে কি স্বর্গীয় শক্তিতেই সে জীবন-তরণী ছুটে চলেছিল!—কিন্তু এখন—সে

তরণী গতিহীন, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশির মধ্যে তোমার সেই সাধের তরণী আজ মজ্জমান! প্রভু! স্বামিন্! এখন প্রকৃতিস্থ হও,—এখনো তাকে রক্ষা করবার উপায় আছে।

বাজীরাও।—আছে; সে উপায় তুমি—মস্তানী! মস্তানী! তুমিই সেই মজ্জমান জীবন-তরণীর মঙ্গল কিরণবর্ষী ধ্রুব-নক্ষত্র! তোমার ওই গভীর অপ্রমেয় অনন্ত প্রেমই আমার অবলম্বন!

মস্তানী।—না প্রিয়তম, আমি নই,—আমার প্রেম নয়; বিধি-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যই এখন তোমার অবলম্বন; আমায় ভুলে যাও প্রভু, আমার মায়াপাশ ছিঁড়ে ফেল,—এই তোমার কর্ত্তব্য। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য—যতই কঠিন হোক—এ কর্ত্তব্য তোমাকে পালন করতেই হবে!

বাজীরাও।—বিচিত্র কর্ত্তব্যপালন বটে! আমি তোমার কর্ত্তব্যের মর্ম্মগ্রহণে অক্ষম! সীমাহীন সমুদ্রতীরে পর্ব্বতের উচ্চ-শৃঙ্গের শেষপ্রান্তে দণ্ডায়মান আমি; আমার পদতলে তরঙ্গ-সঙ্কুল ফেনময় মহাসমুদ্র উন্মত্ত-ভাবে গর্জ্জন ক'রে ছুটে চলেছে—আর তুমি এখন আমাকে পদাঘাতে ওই সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ ক'রে [illegible] কর্ত্তব্যপালন করতে চাও!

মস্তানী।—তবে আমি ওই উন্মত্ত সাগরগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করি—তোমার কর্ত্তব্যের পথ মুক্ত হোক্!

[পিস্তলের সাহায্যে আত্মহত্যা।

বাজীরাও।—মস্তানী—মস্তানী! সর্ব্বনাশী! কি ক'র্‌লি!

মস্তানী।—আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করলুম প্রিয়তম! প্রভু আমি তোমাকে ভালবেসেছিলুম; আত্মবিসর্জ্জন ক'রে

তোমাকে ভালবেসেছিলুম, কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে আমার সে ভালবাসা লালসার বহ্নিশিখারূপে তোমাকে দগ্ধ করেছে—তোমাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করেছে—

বাজীরাও।—তাই তুমি আত্মহত্যা ক'রে আমাকে কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিলে! মস্তানী! মস্তানী! কি করলে তুমি!—বিপদের মেঘরাশি আমার মস্তকের উপর নিবিড় হয়ে উঠেছিল; কিন্তু প্রিয়তমে, তোমার নির্ম্মল প্রেম সে মেঘ-বক্ষে সপ্তবর্ণরঞ্জিত রামধনুর মত বিচিত্রবর্ণচ্ছটায় সে বিপদকেও আকাঙ্ক্ষনীয় ক'রে তুলেছিল! মস্তানী—মস্তানী—কোথা যাবে তুমি! মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমি তোমাকে রক্ষা করব! কে আছ—কে আছ—

মস্তানী।—বৃথা চেষ্টা প্রিয়তম! আগেই বিষ খেয়েছি, এখন তার ওপর পিস্তলের গুলি বুক পেতে নিয়েছি! উহুঃ বড় জ্বালা প্রিয়তম! কিন্তু এ জ্বালার ওপর বড় শান্তি পাই—যদি তুমি একটা কথা রাখ—

বাজীরাও।—বল—বল মস্তানী—কি তোমার কথা; ব'লে ফেল—তোমার কথা রক্ষা ক'রে আমিও তোমার অনুসঙ্গী হই।

মস্তানী।—যে সংকল্প নিয়ে পুণা থেকে বেরিয়েছিলে—সেই সংকল্প সিদ্ধ ক'রে পুণায় ফিরে যাও; যেন ভারতের ইতিহাসে তোমার নাম কলঙ্কিত হ'য়ে না থাকে। যদি মস্তানীকে ভালবাস—আত্মবিসর্জ্জন ক'রে যদি ভালবেসে থাক, তাহ'লে প্রিয়তম, এবার জেগে ওঠ,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তোমার এ জাগরণের সংবাদ পায়! যাই প্রভু—পদধূলি দাও— [মৃত্যু।

বাজীরাও।—সব ফুরিয়ে গেল—সব শেষ হ'য়ে গেল! যার জন্য—বড় আপনার যারা—অবিচলিতচিত্তে তাদের পর করলেম, বিশ্ববিদিত বীরত্বের কাহিনী কলঙ্কিত করলেম, জীবন সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত প্রাণ ল'য়ে প্রাণপোড়া পিপাসায় কাতর হ'য়ে যার প্রেম সুধারসে সিঞ্চিত হ'য়ে নবজীবনে উদ্ভাসিত হয়েছিলেম,—সেই চ'লে গেল! একবার ভাবলে না—একবার জিজ্ঞাসাও করলে না.—অনুমতি না নিয়েই অকাতরে অম্লানবদনে মায়ার শৃঙ্খল চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দুনিয়ার প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে উন্মাদিনীর মতন ছুটে চ'লে গেল! গেল—গেল—খুব চোট দিয়ে গেল—খুব ব্যাথা দিয়ে গেল—খুব দাগা দিয়ে গেল! জীবন-স্রোত পরিবর্ত্তন ক'রে দিয়ে এত বড় সংসার—সমস্তটা ওলটপালট ক'রে পাষাণী পাষাণপ্রাণে বিদায় নিয়ে চলে গেল! তবে আর কেন মায়া—আর কিসের মমতা—আর কিসের আকিঞ্চন—আর কিসের বন্ধন?—বাজীরাও! জাগ্রত হও আবার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত আরম্ভ কর; মোহের ঘুম একেবারে ঘুচিয়ে ফেল; হৃদয়ের দুর্ব্বলতা একেবারে দূর ক'রে দাও; পশুত্ব পরিত্যাগ কর—মানুষ হও; বীরের পুত্র—বীর হও, পেশোয়ার যোগ্য সম্মান রক্ষা করবার জন্য আবার বদ্ধ পরিকর হও। যে গেছে—গেছে! আরতো ফিরবেনা,—আর তো আসবে না, বিশ্বের-শেষ সীমায় উপস্থিত হ'য়ে অনন্তকাল ধ'রে চীৎকার ক'রে নাম ধ'রে ডাকলেও তো তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখনও যারা আছে, তাদের

ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি। রণজী আসুক, মলহর আসুক, সদাশিব আসুক,—আমার এখনো যারা আপনার জন আছে, আবার তারা যথাস্থানে ফিরে এসে আপনার আপনার স্থান অধিকার করুক।—মস্তানী! মস্তানী! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী জ্বালাময়ী বহ্নির মতন আমার চ'খের ওপর প্রতিফলিত হ'য়ে আমাকে কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে! উন্মাদ—উন্মত্ত—অত্যুচ্চ আশায় আমার উদ্ভ্রান্ত-হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে! কোথায় কর্ত্তব্য—কোথায় কর্ম্ম—কোথায় সান্ত্বনা? [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বুন্দেলা—মহারাষ্ট্র-শিবির।

মলহর ও চিমন।

লহর।—চিমন! চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বলে উঠেছে! সৈন্যদল ভেঙে যায়—আর তাদের রাখতে পারি না! পেশোয়ার অধঃপতনের কথা ভারতময় রাষ্ট্র হ'য়ে প'ড়েছে;—তীব্র কশাঘাতে যে সব শত্রু শির নত ক'রে দাঁড়িয়েছিল—আবার তারা মাথা তুলেছে! হায়! হায়! স্বপ্নেও ভাবিনি—যে উচ্চ আশায় উন্মত্ত হ'য়ে কর্ম্মের পতাকা নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে-ছিলেম—সে আশার পরিণাম এমন শোচনীয় হবে—কর্ম্মের সে উন্নত পতাকা এভাবে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ধূলোয় মিশে যাবে!

চিমন।—কি হবে রাওজী—কি হবে? জিতেও যে আমরা হেরে গেলেম! সম্মুখে সুপ্রশস্ত সুবিশাল সরোবর—আর আমরা তার তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণায় হাহাকার করছি! হাত পা অবশ—এগোচ্ছে না—

মল্লহর।—আর বুঝি এগোবে না চিমন!—মহারাষ্ট্রের জাতীয় আকাশে যে দীপ্তিমান্ সূর্য্য দু'দিন আগে জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলে উঠেছিল—সে সূর্য্যের দীপ্তি এখন স্তিমিত,—দুর্দ্দিনের ঘনান্ধকারে এখন সে সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে!—চিমন, রণজী গেছে সে ফিরে আসুক। রণজী যদি পেশোয়াকে ফেরাতে না পারে—তাহলে এবার আমি যাব—একবার—শেষ চেষ্টা করব—পেশোয়ার পদতলে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে তাঁর জীবনের গতি ফিরিয়ে দেব।

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী।—মলহর! মলহর! ভাই!—ফেরাতে পারলেম না পেশোয়াকে; প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে নিরাশার মর্ম্মবেদনা নিয়ে ফিরে এসেছি। পেশোয়া এখন প্রাণহীন—হৃদয়হীন; দেহে তাঁর কর্ম্মবীর বাজীরাওয়ের সে বিশ্বব্যাপী দীপ্তির কণামাত্র অস্তিত্বও দেখতে পেলেম না; দেখে এলেম—বাজীরাওয়ের প্রাণহীন কঙ্কাল বিলাস-লালসার ক্লেদকর্দ্দমে মজ্জমান!—সে কঙ্কালে আর পেশোয়া বাজীরাওয়ের সে মেদমজ্জায় সঞ্চার হবে না। মলহর পেশোয়ার কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে এসেছি—জন্মের শোধ বিদায় নিয়ে এসেছি; এখন তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি!—এই দেখছ পিস্তল!

—এই পিস্তলের সাহায্যে এখনই হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করব ;—তার পর এই প্রাণহীন দেহ—পেশোয়ার পদতলে উপহার দিও,—বিদায় দাও বন্ধুগণ!

মলহর ও চিম্নন।—কি কর—কি করো রণজী!

রণজী।—বাধা দিয়ো না,—অনুরোধ কর্‌ছি—মিনতি করছি—বাধা দিয়ো না ;—জীবন বন্ধন ছিঁড়ে গেছে আমার—আর তা যুড়বে না ;—স'রে দাঁড়াও—আমায় মরতে দাও—(দূরে সরিয়া গিয়া) দেখ—দেখো—এবার রণজী সিন্ধিয়া কেমন ক'রে আত্মহত্যা করে!

(পিস্তল লইয়া আত্মহত্যার উপক্রম।)

(বেগে বাজীরাওয়ের প্রবেশ।)

বাজীরাও।—রণজী রণজী! নিরস্ত হও—আত্মহত্যা ক'রো না বন্ধু,—আত্মহত্যা আমি করবো। [রণজীর হস্তধারণ।

রণজী।—মরতে দাও—মরতে দাও—মৃত্যুরাজ্যের ওই অস্পষ্ট কোলাহল শুনতে পাচ্ছি,—মরতে দাও—বাধা দিও না আমাকে—মরতে দাও।

বাজীরাও।—না—না রণজী! তুমি মহৎ—তুমি মাতৃভূমির একনিষ্ঠ সাধক, তুমি বিজয়লক্ষ্মীর বরপুত্র,—মৃত্যুর অতীত তুমি। আমি এখন মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত,—মৃত্যু এখন আমারই উপাস্য ;—ওই পিস্তল আমার বুকে মারো!

রণজী।—একি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি! পেশোয়া—পেশোয়া আমার সম্মুখে।

বাজীরাও।—হাঁ রণজী, পেশোয়াই তোমার সম্মুখে।—রণজী!

রণজী। আজ পেশোয়ার পরিত্যক্ত জীর্ণকঙ্কালে আবার নূতন ক'রে মেদ-মজ্জার সঞ্চার হয়েছে,—আজ উন্মত্ত পেশোয়ার মোহ কেটে গেছে,—পেশোয়া জ্ঞান ফিরে পেয়েছে,—কর্ত্তব্যের সন্ধান পেয়েছে! সে জ্ঞান ভেঙে দিয়ো না,—সে কর্ত্তব্য-পথ থেকে আর তাকে ভ্রষ্ট ক'রো না রণজী!

রণজী।—তাই যদি হয়—তাহলে আমি পিস্তল ফেলে দিলেম—সমস্ত মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে মৃত্যুর অধিকার থেকে আবার স'রে এলেম।—পেশোয়া! পেশোয়া! উদ্ধত রণজী আপনার চরণে প্রণত—রণজীকে মার্জ্জনা করুন পেশোয়া!

বাজীরাও।—রণজী ওঠ! তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর রণজী—আমিই তোমার কাছে অপরাধী।

মলহর।—পেশোয়া! পেশোয়া! সত্যই কি আবার আপনাকে ফিরে পেলেম!

বাজীরাও।—হাঁ—মলহর, সত্যই আজ পেশোয়াকে ফিরে পেলে—কিন্তু অন্য ভাবে—অন্য রকমে।—জান কি মলহর, কে আমাকে মোহের সূচীভেদ্য অন্ধকার থেকে কর্ম্মের এই আলোকময় উজ্জ্বল ক্ষেত্রে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেছে?—সে মস্তানী! সেই পতিগতপ্রাণা সাধ্বীই পেশোয়ার শোচনীয় অধঃপতন বুঝতে পেরে পেশোয়ার পাদমূলে আত্মহত্যা ক'রে পেশোয়াকে কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে!

মলহর।—মস্তানী আত্মহত্যা করেছে!

রণজী।—কি বলছেন?—মস্তানী মরেছে?

চিমন।—বল কি দাদা—আত্মহত্যা করেছে?

বাজীরাও।—হাঁ আত্মহত্যা—করেছে—আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য—আমাকে কলঙ্কমুক্ত করবার জন্য সেই নিস্বার্থ-হৃদয়া সাধ্বী স্বেচ্ছায় আত্মপ্রাণ বলি দিয়েছে।—কিন্তু মৃত্যু-শয্যায় মস্তানী আমাকে আমার কর্ত্তব্য দেখিয়ে দিয়ে গেছে সে কর্ত্তব্য-জ্ঞান আজ আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে ভীষণ কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছে—হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমার রাবণের চুল্লী জ্বেলে দিয়েছে—শিরায় শিরায় আগুন ছুটিয়েছে! আমি এখন উন্মত্ত—উদ্ভ্রান্ত! চল ভাই-সব, যশের পতাকা নিয়ে চল,—চল আগ্রায় আবার ধাবিত হই!

(ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর প্রবেশ।)

ব্রহ্মেন্দ্র।—মোহের ছলনায় যে সর্ব্বনাশ ক'রেছ বাজীরাও, আগে তার প্রায়শ্চিত্ত কর, তার পর আগ্রায় যেও! বাজীরাও—বাজীরাও! চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বলে উঠেছে! সমস্ত হিন্দুস্থান তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—তোমার সাধের পুণার ওপর চেপে প'ড়েছে—সাতারার সেনাপতি পর্য্যন্ত বিদ্রোহী হ'য়েছে। আগ্রা-জয়ের আশা ত্যাগ কর বাজীরাও! আগে গৃহ রক্ষা কর—কুলনারীদের মর্য্যাদা রক্ষা কর—এখনই এই দণ্ডে বিদ্যুতের শক্তি নিয়ে পুণায় ছুটে চল।

বাজীরাও।—গুরুদেব! গুরুদেব! তমসাচ্ছন্ন অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে এ হতভাগ্য সন্তানকে নিক্ষেপ ক'রে এতদিন কোথায় লুক্কায়িত ছিলেন? কোথায় ছিলেম—কি অবস্থায় ছিলেম—কি মর্ম্মান্তিক যাতনায় কাতর হ'য়েছিলেম, অন্তর্য্যামি আপনি—আপনার অবিদিত তো কিছুই নাই!

হিন্দুস্থানের সুকোমল শ্যামল মৃত্তিকায় ভক্তিভরে দেবতার মূর্ত্তি গড়তে গড়তে মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলেম ; মোহ কাটিয়ে জাগরিত হ'য়ে এখন দেখছি—সে মাটীতে বানরের মূর্ত্তি গড়ে ফেলেছি! কিন্তু আর চিন্তা নাই ; গুরুদেব! এবার আমি নিশ্চিন্ত। যার জন্য সর্ব্বত্যাগী হ'য়েছিলাম,—যার জন্য জগৎসংসার উপেক্ষা ক'রে নরকের কীট ব'লে আপনাদের সমক্ষে পরিগণিত হ'য়েছিলেম,—যার জন্য সমস্ত বিশ্ব জুড়ে কলঙ্কের পতাকা উড্ডীয়মান হ'য়েছিল,—সে আর এ সংসারে নাই—চ'লে গেছে,—আপনার গন্তব্য পথে চ'লে গেছে ;—স্বর্গের সামগ্রী—স্বর্গে চলে গেছে! আমি আপনাকে ফিরে পেয়েছি ;—রণজীকে ফিরে পেয়েছি,—মলহরকে ফিরে পেয়েছি ;—বহুদিনের ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি ধূ ধূ জ্বলে উঠেছে! জ্বলুক—জ্বলুক আগুন—আরও জ্বলুক—লক্ লক্ শিখা আকাশস্পর্শ করুক! বাজীরাওয়ের প্রাণে আজ অসহ্য জ্বালা! জ্বালার সঙ্গে জ্বালা মেশাব—বিষে বিষক্ষয় করব ;—চল—চল ভাই সব! চল আবার নূতন ক'রে জীবন-সংগ্রামে মত্ত হই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পুষ্প-বাটিকা।

লক্ষ্মীবাঈ।

লক্ষ্মী।—বড় দুঃস্বপ্ন দেখিছি ;—এমন তো আর কখন দেখিনি! স্বপ্নে আমার স্বামীকে দেখলুম—দেখলুম তাঁর রক্তমাখা দেহ

ছিন্ন ভিন্ন হয়ে প'ড়ে রয়েছে! সেই অবধি প্রাণ আমার কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে! কেন এমন স্বপ্ন দেখলুম? স্বপ্ন কি সত্য হয়? না—না—মিথ্যা কথা—স্বপ্ন একটা দুশ্চিন্তা বই কিছুই নয়!—দূর হ'ক ছাই—আর ভাব্‌ব না। কই—তিনি এখন আসছেন না কেন? এত রাত হয়েছে—তবু আসবার নাম নেই! কি এমন কাজকর্ম্ম যে, তাঁর আমোদ আহ্লাদেরও একটু অবসর ঘ'টে ওঠে না। এত আদর ক'রে—যত্ন ক'রে মালা গেঁথে হা-পিত্তেস্ হয়ে ব'সে আছি—তা তাঁর আর দেখা নেই! আজ একবার এলে হয়! আর একছড়া মালা গাঁথি;—দূর্ ছাই ভাল লাগ্‌ছে না, তার চেয়ে একটা গান গাই,—শুনলেই তিনি অবশ্য আসবেন।

লক্ষ্মীর গীত।

আমি নিশি দিন ধ'রে তব মুখ চেয়ে কাল-লহরী গণেছি।
অবসাদ-প্রাণে উদাস-অন্তরে সারা নিশি ব'সে জেগেছি।
নয়ন-নীরে গাঁথিয়ে মালা, প্রেম-ফুলে ভরিয়ে ডালা,
তব আশা-আশে ব'সে দু'টি বেলা—নিরাশ-নীহারে (শুধু) ডুবেছি।
দারুণ বিষাদ-সাগরে পড়ি, তব রূপ-ছবি হৃদে ধরি—
জানি মনে নাথ তুমি আমারি,—তাই তোমারে ডেকেছি।

(শঙ্করের প্রবেশ ও উভয়হস্তে লক্ষ্মীর চক্ষু আচ্ছাদন।)

লক্ষ্মী।—চিন্‌তে পেরেছি—তুমি চোর, তাই চুরী ক'রে আমার গান শুন্‌ছিলে!

শঙ্কর।—তুমি ভারী দুষ্টু মেয়ে—তাই রাত-দুপুরে চোরের পিত্তেসে ব'সেছিলে।

লক্ষ্মী।—গেরস্ত বুঝি চোরের পিত্তেসে ব'সে থাকে ?

শঙ্কর।—নইলে চোর বুঝি কখন ফুল-বাড়ীতে ঢোকে ?

লক্ষ্মী।—গড় করি তোমাকে, হার মান্‌ছি—এখন চোখ ছাড়
চেয়ে বাঁচি।

শঙ্কর।—যদি না ছাড়ি ?

লক্ষ্মী।—তা হ'লে তোমার সঙ্গে আড়ি!

শঙ্কর।—বেশ, তবে ভেগে পড়ি। [প্রস্থানোদ্যত

লক্ষ্মী।—[ছুটিয়া গিয়া শঙ্করের হস্তধারণ]—দাঁড়াও—দাঁড়াও
—শোন, একটা কথা বলি!—একি! এমন সময়
বেশ কেন ?

শঙ্কর।—নৈশ-সজ্জার পরিবর্ত্তে আমার সমর-সজ্জা দেখে তুমি
আশ্চর্য্য হ'চ্ছ! তা আশ্চর্য্য হবার কথাই বটে! এখ
আমাকে স্থানান্তরে যেতে হ'বে প্রিয়তমে; তাই আ
তোমাকে বল্‌তে এসেছি।

লক্ষ্মী।—এত রাত্রে? কোথায়—কোথায় যাবে তুমি ?

শঙ্কর।—কোথায় যে যাবো—তা জানি না, তবে দুর্গের বাইরে

লক্ষ্মী।—কেন যাবে? কি হ'য়েছে? তোমার মুখখানি অ
ভারী ভারী দেখছি কেন? বল তুমি—তোমার কি হ'য়েছে

শঙ্কর।—এই মাত্র আমি এক ভীষণ সংবাদ পেয়েছি লক্ষ্মী
অসংখ্য সৈন্য নিয়ে নিজাম পুণা আক্রমণ করতে আস্‌ছে

লক্ষ্মী।—তাই কি তুমি এই রাত্রেই তার আক্রমণ প্রতিরো
ক'র্‌তে যাচ্ছ ?

শঙ্কর।—না,—আরো এক সংবাদ পেয়েছি। এ রাজ্যের ক

জন কর্ম্মচারী নাকি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে, এ রাজ্যেই তা'দের ষড়যন্ত্রের আস্তানা স্থাপিত হয়েছে। রাঘব সরদার সে আস্তানার সন্ধান পেয়েছে; আজ রাত্রে ষড়যন্ত্রকারীরা সেখানে সমবেত হয়েছে; রাঘব সর্দ্দার এ সংবাদ পেয়ে দল-বল নিয়ে দুর্গের বাইরে অপেক্ষা ক'রছে; আমি এখনি তার সঙ্গে মিলিত হব—এই রাত্রেই, ষড়যন্ত্রকারীদের আক্রমণ ক'রে বন্দী করবো।

লক্ষ্মী।—দোহাই তোমার এ রাত্রে যেওনা; আমার এই অনুরোধটুকু রাখো।

শঙ্কর।—পাগলের মতন এ তুমি কি বল্‌ছ লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী।—আমি পাগলের মতন কথা বলি নি। দুঃস্বপ্ন দেখে বড় ভয় পেয়েছি; তাই তোমাকে আর চোখের আড়াল করতে পাচ্ছি না!

শঙ্কর।—তা ব'লে স্বপ্নের দোহাই দিয়ে আমি তোমার অঞ্চল ধ'রে বসে থাক্‌তে পারি না; তোমার চেয়ে কর্ত্তব্য আমার অধিক গর্ব্বের—অধিক আদরের সামগ্রী।

লক্ষ্মী।—আমি তা অস্বীকার করি না। জানি আমি—আমার চেয়ে কর্ত্তব্য তোমার অনেক বড়; কিন্তু প্রিয়তম! আমি যে আজ কিছুতেই মন বাঁধতে পারছি না—তোমাকে চোখের অন্তরাল করতে আমার প্রাণ চাচ্ছে না।

শঙ্কর।—তা ব'লে তুমি আমার কর্ত্তব্য-পালনে বাধা দিওনা প্রিয়তমে!

লক্ষ্মী।—আমি কি সাধ ক'রে বাধা দিচ্ছি? আমার মন যে

বুঝছে না ; দুঃস্বপ্নের কথা কেবল মনে জেগে উঠছে,—চোখের সাম্‌নে কেবল তোমার রক্তমাখা দেহ দেখতে পাচ্ছি ! তাই এ রাতে তোমাকে বাইরে যেতে বাধা দিচ্ছি প্রিয়তম।

শঙ্কর।—বাধা দিও না প্রিয়তমে ! স্বপ্নের বিভীষিকায় আমি ভয় পাব—কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হব—এমন কল্পনাকে তুমি মনের কোণেও স্থান দিওনা ! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি এখনি আস্‌বো। [প্রস্থান।

লক্ষ্মী।—হায়—চ'লে গেলে ! আমার কথা শুনলে না—দুঃস্বপ্নের কথা একবারও মনে স্থান দিলেনা ? প্রাণেশ্বর ! সংসারে তুমিই যে এখন আমার একমাত্র সম্বল, তাই তোমার জন্য আমার মন এত চঞ্চল হয়—তাই তোমার অদর্শনে আমি একদণ্ড থাক্‌তে পারি না। আমি তোমাকে এ সন্দেহের ক্ষেত্রে কখন একলা যেতে দেব না। আমি তোমার পাছু নেব—ছায়ার মতন তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব—যেমন ক'রে পারি তোমায় রক্ষা করব। [প্রস্থান।

(বলজীর প্রবেশ।)

বলজী।—পিসিমা এত রাত্রে কোথায় গেল ! আকাশে অমন দুর্য্যোগ—অন্ধকারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন—এমন দুর্য্যোগের রাত্রে পিসিমা দুর্গ থেকে বাইরে যাচ্ছে কেন ? না—দেখতে হচ্ছে ব্যাপার কি !

(চন্দ্রসেন, বলদেব ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

চন্দ্রসেন।—বাঁধো—বাঁধো—

[সৈন্যগণের অগ্রগমন ও বলজীকে বন্ধন।

বলজী।—কে! কে! কি—এ—

চন্দ্রসেন।—মুখ বেঁধে ফেল, চেঁচাতে দিওনা। [সৈন্যগণের তথাকরণ।] যাও—রুদ্ধ কক্ষে সাবধানে আটক ক'রে রাখ;—বলদেব, প্রাসাদ লুঠ কর—রমণীদের হস্তগত কর। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ভীমানদীর তীরস্থ পথ।

ত্র্যম্বকরাও ও সৈন্যগণ।

ত্র্যম্বক।—সাবধান—খুব সাবধান!—ধীরে ধীরে—চুপে চুপে ঝোপের ভেতর গিয়ে লুকোও—শীকারের প্রতীক্ষায় লুব্ধ শার্দ্দূলের মতন সজাগ হয়ে থাক,—এই পথেই সে আস্‌ছে! এখানে এসে পঁহুছবামাত্র সিংহ-বিক্রমে চারিদিক থেকে আক্রমণ ক'র্‌বে। ওই—ওই আস্‌ছে! স'রে এস।

[সকলের প্রস্থান।

(শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর।—উঃ—কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার! কিছুই লক্ষ্য হ'চ্ছে না! অন্ধকারের এই বিরাট গর্ভে কোথায় যে রাঘব সর্দ্দার দলবল নিয়ে ব'সে আছে, তার তো কোন সন্ধানই পেলেম না! খুঁজতে খুঁজতে নগরের প্রান্তভাগে--নদীতটে এসে পড়লেম; এই তো ভীমানদীর তটস্থ পথ,—ওই তো পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীর অমল-ধবল জল কুল কুল স্বরে দেশ-দেশান্তরে ছুটে চলেছে!—এই তো নদীতীরে এলেম; কিন্তু এখানেই

বা সর্দ্দার কই? তবে কি আমার বিলম্ব দেখে তারা চ'লে গেছে!—না—আর কোথাও আমার প্রতীক্ষা কর্‌ছে! (বন্দুকের আওয়াজ।) একি! একি! কি এ ব্যাপার! কে আমাকে লক্ষ্য ক'রে বন্দুক ছুঁড়লে! আমার ললাটের পাশ দিয়ে বন্দুকের গুলি চলে গেল! ওই আবার আওয়াজ! নীরব নিশীথে নির্জ্জন নদী-সৈকতে এ কি বিষম উৎপাত! তবে কি লক্ষ্মীর সন্দেহ সত্য?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী।—এতক্ষণে কি তা বুঝ্‌তে পেরেছ প্রভু!

শঙ্কর।—লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তুমি আবার কোথা থেকে এলে? কেন এলে?

লক্ষ্মী।—আমি এলুম তোমাকে রক্ষা কর্‌তে—শত্রুর হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে। আর দেরী ক'রোনা প্রভু—এখনি চ'লে এস, শত্রুর ছলনায় বাঘের মুখে এসে প'ড়েছ! ওই দেখ—তোমাকে মারবার জন্য তারা ছুটে আস্‌ছে।

শঙ্কর।—এত শত্রুতা! এত শঠতা! এত প্রবঞ্চনা! আমি এখন কি কর্‌ব? কোথায় যাব? লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তুমি কেন এখানে এলে?

লক্ষ্মী।—আর আক্ষেপ কর্‌বার সময় নাই প্রভু! ওই দেখ—শত্রুসেনা ছুটে আস্‌ছে! দোহাই তোমার—পালিয়ে এস।

শঙ্কর।—পালাব? বীরবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে দস্যুর ভয়ে পালাব? দীপ্ত সূর্য্যালোকে চিরজীবন কাটিয়ে এসে আজ খদ্যোৎকে দেখে মুগ্ধ হব! আমি পালাব না—যুদ্ধ কর্‌ব—প্রবঞ্চক বিশ্বাসঘাতকদের দর্প চূর্ণ ক'র্‌ব।

লক্ষ্মী।—তোমার পায়ে পড়ি—তুমি একা যেওনা।

শঙ্কর।—হই একা, চিন্তা নেই—ভয় নেই, একাই যুদ্ধ কর্‌ব—বীরকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখব ; তুমি বাধা দিওনা লক্ষ্মী, ছেড়ে দাও, ওই দেখ তারা ছুটে আসছে—আমাকে মার্‌তে আসছে—আমায় মার্‌তে দাও! [বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মী।—হায়—হায়! কোথা যাও—কোথা যাও। কে কোথায় পুণাবাসী আছ—এস—ছুটে এস—আমার স্বামীকে বাঁচাও! ওই—ওই সর্ব্বনাশ হ'ল। [বেগে প্রস্থান।

(ত্র্যম্বকরাওয়ের প্রবেশ।)

ত্র্যম্বক।—কি সর্ব্বনাশ! একা শঙ্কররাও চক্ষের নিমিষে এত-গুল সৈন্যকে হারিয়ে দিলে! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কিন্তু কতক্ষণ! নিঃসহায় শঙ্কর একলা কতক্ষণ যুদ্ধ কর্‌বে? সমুদ্র-প্রমাণ সৈন্য—কত মার্‌বে! এখনি ওকে কুকুরের মতন হত্যা কর্‌ব! ইচ্ছা ছিল, জীবন্ত বন্দি কর্‌ব—তা আর হ'লনা।—মার—গুলি কর— [বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ।)

(লক্ষ্মীর হস্ত ধরিয়া রক্তাক্ত দেহে শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর।—লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! কেন তুমি এখানে এসেছিলে? যদি জেনেছিলে শত্রুর ফিকিরে আমার মৃত্যু হবে, তবে কেন প্রিয়তমে! তুমি আমার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন কর্‌লে!

লক্ষ্মী।—জীবন বিপন্ন ক'রেও তো তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম না প্রিয়তম! এত ডাক্‌লুম—এত চীৎকার করলুম,—কেউ তো সাহায্য করতে এলনা! কি হবে নাথ!

শঙ্কর।—কি হবে, তাতো বুঝতে পারছ লক্ষ্মী,—চোখের ওপর হয়ত এখনি তা দেখতে পাবে! চারিদিকে শত্রু, অগণ্য অসংখ্য শত্রু;—আমি একা,—শত্রু-অস্ত্রে আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত—প্রাণ ওষ্ঠাগত! লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! পুণা-রক্ষার দায়িত্ব যে আমার হাতে!—উঃ। আর যে আমি দাঁড়াতে পারছি না প্রিয়তমে!—আরো—আরো আশঙ্কা লক্ষ্মী, তোমাকে কেমন ক'রে রক্ষা করি! আমি নির্ভয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি; কিন্তু আমার মৃত্যুর পর তোমার গতি কি হবে? আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে—ডাকাতে অপহরণ করবে! [লক্ষ্মীর রোদন।

নেপথ্যে।—মার—মার—মার—

[চতুর্দ্দিক হইতে বন্দুকের আওয়াজ এবং শঙ্করের পতন।]

শঙ্কর।—লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! প্রিয়তমে— [মৃত্যু।

লক্ষ্মী।—একি! একি—প্রিয়তম—একি হ'ল! ওগো—কে কোথায় আছ রক্ষা কর! দাদা—দাদা—কোথায় আছ তুমি,—একবার এস—একবার দেখে যাও—আজ আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল! [পতন।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

গৌতমা।

গৌতমা।—শুনলুম, শঙ্কর এখনো বাড়ীতে ফিরে আসেনি; এত রাত হ'ল—দেখতে দেখতে দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়ে

গেল—তবু শঙ্কর ফির্‌লো না কেন? এখন যেন মনে মনে একটু সন্দেহ হ'চ্ছে—একটু ভাবনা হচ্ছে! রাঘব সর্দ্দার বাড়ীতে না এসে ভীমার তীরে শঙ্করকে ডেকে পাঠালে কেন? কি জানি, যতই ভাবছি—ততই যেন সন্দেহ বাড়্‌ছে,—প্রাণ যেন ততই আকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে। কই—আমার প্রাণ তো কখন এত কাতর হয়নি,—দুর্ভাবনা আমার মনে তো কখন স্থান পায়নি! তবে আজ কেন আমার মনের এত কাতরতা! কেন আমার হৃদয়ে এ দুর্ব্বলতা! কিসের আশঙ্কা? (নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি) ওকি! এত রাত্রে তূর্য্যধ্বনি কেন? তবে কি শত্রুসেনা সহরে ঢুকেছে! (দ্বারভঙ্গের শব্দ) ওকি! দ্বারে পদাঘাত! তবে কি শত্রু পেশোয়ার প্রাসাদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে!

(রুক্মিণীর প্রবেশ।)

রুক্মি।—দেবি! দেবি! সর্ব্বনাশ হয়েছে, শত্রুর ফৌজ বাড়ীতে এসে পড়েছে! (নেপথ্যে দরজা ভাঙা!—) ওই শোন চীৎকার কর্‌ছে—ওই দেখ ঘর দোর ভাঙ্‌ছে! এখনি তারা অন্দরে এসে পড়বে! আমাদের রক্ষী-প্রহরীরা সকলে পালিয়ে গেছে—অনেকে শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়েছে! দেবি! তুমি দেউড়ী রক্ষা কর—আমি পেশোয়ার সহধর্ম্মিণীকে রক্ষা করতে চল্‌লুম,—ভয় পেওনা—সাহসে বুক বেঁধো দেবী,—এখনি আমার স্বামী এসে তোমাকে সাহায্য করবে. —তুমি অস্ত্র ধর—আত্মরক্ষা কর—আমি চল্‌লুম।

[বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে।—(দ্বারভঙ্গ শব্দ।)

গৌতমা।—ওই যে দেখতে দেখতে অন্দরের আবরণ ভেঙে পড়লো! ওই যে শত্রুসেনার পদাঘাতে বিকট চীৎকারে প্রাসাদ কেঁপে উঠছে! এখনি যে তারা এখানে এসে পড়বে! কি করি! আমি নিজের জন্য চিন্তিত নই,—কিন্তু পেশোয়ার সহধর্ম্মিণী—পেশোয়ার সর্ব্বস্ব কাশীবাইএর রক্ষার ভার যে আমার ওপর! তবে কি শত্রু এসে পেশোয়ার পত্নীর ওপর অত্যাচার করবে! তবে কি তার পুণ্যবংশ সত্যই আজ কলঙ্কিত হবে! তবে কি দিগ্বিজয়ী পেশোয়ার বনিতা আজ শত্রুর কর-কবলিতা হবে!—ছি, ছি—কি লজ্জা—কি ঘৃণা! মা মহাশক্তি, শক্তি দাও! দশ-প্রহরণ-ধারিণী শুম্ভ-নিশুম্ভ-বিনাশিনী মা, আমায় শক্তি দাও! চণ্ড-মুণ্ডঘাতিনী মহিষাসুরমর্দ্দিনী করালিনী মহাকালী, শক্তি দাও! [বেগে প্রস্থান।

(বলদেব ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

বলদেব।—ধর—ধর—ওই পালালো—

১ম সৈন্য।—হুজুর! ওরা যে স্ত্রীলোক!

বলদেব।—ওই স্ত্রীলোকদেরই ধরা চাই—জল্‌দি যাও।

সৈন্যগণ।—যো হুকুম। [প্রস্থান।

বলদেব।—এতদিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল! চিরসাধের গৌতমাসুন্দরী আজ আমার অঙ্কলক্ষ্মী হবে সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যচক্র ভোঁ ভোঁ ক'রে ফিরে যাবে।

[তলোয়ার ঘুরাইয়া প্রস্থান।

(তরবারি হস্তে গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা।—কাত্যায়ণী! লজ্জা রাখ—কন্যার মর্য্যাদা রাখ! তুমি যে মা নারীর লজ্জানিবারিণী—তুমি যে মা অবলা অনাথিনীর একমাত্র রক্ষয়িত্রী! যুগে যুগে যখন এ হিন্দুস্থানে অত্যাচারী দানবের হস্তে লজ্জাশীলা পতিব্রতার মর্য্যাদানাশের সূচনা হয়েছে—তখন যে তুমি রণরঙ্গিণীবেশে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়েছ—সতীর অবমাননাকারী দুর্ম্মতির দমন যে মা সঙ্গে সঙ্গে ক'রেছ! এ দুর্দ্দিনে—এ ঘোর বিপদে আমাদের মর্য্যাদা রক্ষা কর মা!—নারীর লজ্জানিবারিণী শিবরাণী উমা, জাগ মা! শঙ্কর-হৃদিবিলাসিনী অসাধ্যসাধিকে শঙ্করী—জাগ মা! দানব-দর্প-দলনকারিণী কপালিনী মহাকালী—জাগ মা!

নেপথ্যে।—জয় মালবেশ্বর!—ধর—ধর—ধর।

গৌতমা।—মা—রক্ষা কর! রণরঙ্গিণী মহাশক্তিরূপে বিপন্না কন্যার হৃদয়ে আবির্ভূতা হও—শক্তি দাও মা—শক্তি দাও, তোমার সেই ব্রহ্মাণ্ডনাশিনী শক্তি দাও। [বেগে প্রস্থান।

(সৈন্যগণের প্রবেশ।)

১ম সৈন্য। বাপ্‌রে বাপ! কি তীরের চোট্! আমি তো বলি ভাই—ছুঁড়ীটা পেত্নী।

২য় সৈন্য।—বাপ্‌রে বাপ! যেন রায়বাঘিনী! দেখ্‌লে না, কি কাণ্ডটাই না কর্‌লে! দশ বিশটাকে একবারে খুন! বাপ্!

(বলদেবের প্রবেশ।)

বলদেব।—পালিয়ে এলে কাপুরুষের দল! একটা স্ত্রীলোক

তোমাদের সকলকে হটিয়ে দিলে! যদি বাঁচবার সাধ থাকে এগিয়ে যাও—যেমন ক'রে পার ওকে বন্দী কর—যাও!

সৈন্যগণ।—যো হুকুম!

বলদেব।—এত স্পর্দ্ধা এই গৌতমা ছুঁড়ীর! এইবার দর্প চূর্ণ কর্‌ব! [প্রস্থান।

(গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা।—মহামায়া! আর যে পারি না মা! অগণ্য অসংখ্য শত্রু—শত্রুসাগরে আমি একা; অনভ্যস্ত রণশ্রমে শক্তিশূন্যা! আর যে পারি না মা! আমি যে পেশোয়ার সংসার-রক্ষার ভার নিয়েছিলুম—আমার চোখের ওপর যে তাঁর সাধের সংসার ছারখার হয়ে গেল! কি করলে মা শঙ্করী! স্বামিন্! প্রভু! কোথা তুমি—ওহো যাই— [পতন ও মূর্চ্ছা।

(বলদেবের প্রবেশ।)

বলদেব।—বাস্ কাজ ফতে! কাজ ফতে! সিংহী মূর্চ্ছা গেছে! কাজ ফতে—কাজ ফতে—কাজ ফতে! আর আমাকে কে পায়!

(রাঘবের প্রবেশ।)

রাঘব।—আমি তোকে পাই বেইমান! (বলদেবের টুঁটিধারণ।)

বলদেব।—(বিকৃত স্বরে) কে তুই—কে তুই—ছাড়—ছাড়—ছাড় অ—হ—হ—হ—

রাঘব।—চুপ চাপ রয়ে যা উল্লুক! আমি তোর প্রাণ নোব! দুষমন! নচ্ছার!

(বলদেবকে ভূপাতিত করিয়া ছুরিকাঘাত।)

বলদেব।—কে আছ—কে আছ—রক্ষা-রক্ষা-ও হো-হো (মৃত্যু।)

(চন্দ্রসেনের প্রবেশ ও রাঘবের পৃষ্ঠ-লক্ষ্যে পিস্তল নিক্ষেপ।)

রাঘব।—ওহোহো—কে তুই বিশ্বাসঘাতক ডাকাত! ওহো! —রঙ্গিণী! রাঘব যায়!— [পতন।

চন্দ্রসেন।—রাঘব সর্দ্দার! আমি চন্দ্রসেন; আমি তোমার প্রাণ নিলেম! তুমি বার বার আমাকে হায়রাণ করেছ—আমার সমস্ত সৈন্যকে পরাস্ত ক'রে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছ,—আমি তার প্রতিফল দিলেম। [প্রস্থান।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ।)

রঙ্গিণী।—পালিয়ে গেলি—পালিয়ে গেলি গুপ্তঘাতক! আমার স্বামীকে গুপ্তহত্যা ক'রে পালিয়ে গেলি—কাপুরুষ! আমি যে এ হত্যার শোধ নেব ব'লে—ছুটে এসেছিলুম! তুই—পালিয়ে গেলি কাপুরুষ! কিন্তু কোথায় পালাবি? পালিয়ে কতদিন দুনিয়ায় থাকবি? আমি এ হত্যার শোধ নোব—আমি তোকে খুন করব—ব্রহ্মাণ্ড উলট্-পালট্ ক'রে আমি তোকে খুন করব!

রাঘব।—রঙ্গিণী! রঙ্গিণী! বড় যন্ত্রণা—যাই—

রঙ্গিণী।—সরদার! সরদার! ধন্য তোমার প্রাণ! মনিবের জন্য, মুল্লুকের জন্য; জননীদের জন্য প্রাণ দিয়েছ তুমি! দুঃখু কেন স্বামী?

রাঘব।—দুঃখু এই রঙ্গিণী,—মরবার সময় বাবার সঙ্গে—পেশোয়ার সঙ্গে দেখা হ'ল না।

রঙ্গিণী।—দুঃখু ক'র না সর্দ্দার! দেবতা তোমার সাধ মিটাবেন। এস সর্দ্দার—এস স্বামী! তোমাকে ঘরে তুলি;—তার

পর গৌতমা দেবীকে নিয়ে যেতে হবে;—আমার হাত ধর সর্দ্দার। [রঙ্গিণীর হস্ত অবলম্বনে রাঘবের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

দুর্গসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

মৃত সৈন্যগণ পতিত।

বাজীরাও ও মলহর।

বাজীরাও।—একি দেখছি ভাই মলহর! এক অশুভমুহূর্ত্তে ভীষণ ঘূর্ণী বাতাস উঠে পুষ্পদামে সুসজ্জিত অগণ্য অসংখ্য দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম সৌন্দর্য্যময় প্রাসাদ আমার এক লহমায় চূর্ণ ক'রে দিয়ে গেল! দেখ! নগরী যেন অসাড়—নিস্তব্ধ—প্রাণহীন! সর্ব্বস্থানে স্তূপীকৃত মৃতদেহ! দুর্য্যোগময় গভীর নিশায় আমার এই সাধের পুণার অবস্থা দেখে মনে হ'চ্ছে—যেন অন্ধকারের কিরাট গহ্বরে আহত রক্তাপ্লুত শার্দ্দুল অসাড়ভাবে প'ড়ে নিদ্রা যাচ্ছে।

মলহর।—ঘোরতর যুদ্ধ হয়ে গেছে—তাতে সন্দেহ নেই; এসব মৃতদেহ শত্রু-সৈন্যেরই ব'লে বোধ হ'চ্ছে। শত্রুগণ পরাস্ত হ'য়ে পালিয়ে গেছে—এই আমার বিশ্বাস।

বাজীরাও।—দেখতে পাচ্ছ মলহর, শত্রুসৈন্য দুর্গের প্রাকার পার হয়ে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'য়েছে—আমার অন্তঃপুর আক্রমণ ক'রেছে! অন্তপুর-রক্ষীদের সঙ্গে শত্রুদের তুমুল সংঘর্ষ হ'য়েছে—সংঘর্ষের ফলে হয় শত্রু-সৈন্য পরাস্ত হ'য়ে হটে গেছে, নতুবা—ভাবতেও বুক ফেটে যায়—

আমার সর্ব্বস্ব ধ্বংস হ'য়েছে!—যাই হোক, এস মলহর—এখনি চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করি।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী।—দাদা!

বাজীরাও।—কে লক্ষ্মী! একি! তুই এখানে কোথা থেকে! তোকে এ রকম দেখছি কেন বোন্?

লক্ষ্মী।—দাদা যদি আর একটু আগে আস্‌তে, তাহলে বুঝতে পারতে আমি এ রকম হ'য়েছি কেন? যদি আরও একটু আগে আসতে দাদা তা'হলে হয়-তো আমি এ রকম হতুম না।

বাজীরাও।—তোর কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না; খুলে বল্ কি হয়েছে! আমি তো তোকে আর কখন এমন গম্ভীর হ'তে দেখিনি লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী।—দাদা! কি ব'ল্‌ব আর—আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমার কপাল পুড়ে গেছে।

বাজীরাও।—কি বল্‌ছিস্ লক্ষ্মী—শঙ্কর ভাল আছে ত?

লক্ষ্মী।—দাদা! সে আর এখানে নেই—এই অশান্তির মরু-রাজ্য ছেড়ে—ওইখানে গিয়ে শান্তির কোলে মাথা রেখে সে নিশ্চিন্তমনে ঘুমুচ্ছে।

বাজীরাও।—কি বল্‌লি লক্ষ্মী, শঙ্কর—নেই!

মলহর।—একি সত্যকথা লক্ষ্মী? শঙ্কর! শঙ্কর! গুরুবৎসল সুশীল সুবোধ বীর! তুমি যে আমার পুত্রাধিক তুমি যে হোলকারের হৃদয়ের প্রধান পঞ্জরস্বরূপ ছিলে! প্রিয়!

লক্ষ্মী।—দাদা! সাতারার সেনাপতি—ত্র্যম্বকরাও—রাঘব সর্দ্দারের নাম ক'রে তাঁকে ডেকে নিয়েগিয়ে হত্যা করেছে। আমি জান্‌তে পেরে তাঁকে রক্ষা করতে গিয়েছিলুম--পারিনি।

বাজীরাও।—বুঝতে পেরেছ মলহর! নরাধম ত্র্যম্বকরাও নিরা-পদে পুণা অধিকার কর্‌বার জন্য কৌশলে শঙ্করকে হত্যা করেছে! বল্‌তে পারিস্ বোন্—এ পুরীর অবস্থা কি হ'য়েছে।

লক্ষ্মী।—তা ব'লতে পারি না দাদা,—এইমাত্র আমি এখানে এসেছি। এতক্ষণ তাঁর সৎকারের আয়োজন কর্‌ছিলুম। চিতায় তাঁর দেব-দেহ শুইয়ে সর্ব্বেমাত্র মুখে আগুন দিয়েছি এমন সময় তোমার সাড়া পেলুম্; তাঁকে একা ফেলে রেখে তোমাকে একবার চোখের দেখা দেখ্‌তে এলুম দাদা! ওই দেখো দাদা—চিতার আগুন ধূ ধূ ক'রে জ্বলে উঠেছে। আর থাক্‌তে পারছিনা দাদা; তিনি একা, তাঁর গায়ে বড় বেশী আঁচ লাগ্‌ছে। বিদায় দাও দাদা, চল্‌লুম—তাঁর কাছে চল্‌লুম—তাঁর কাছে চল্‌লুম! [বেগে প্রস্থান।

বাজীরাও।—যা—যা—বোন্ যা—ওই পথে চ'লে যা—বাধা দেব না—বারণ ক'রব না—হৃদয়কে পাষাণে বেঁধে দাঁড়িয়ে আছি! মস্তানী গেছে—শঙ্কর গেল—এবার তুই যা! মলহর! আর কে যাবে? আর কি কেউ যায় নি? আর কি কেউ যাবে না?

(ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীর প্রবেশ।)

ব্রহ্মেন্দ্র।—যাবে বাজীরাও—যাবে; দেখতে চাও? ওই দেখ—ওই দেখ শালপ্রাংশু মহাবাহু বীর—আমার পুত্র—আমার

সর্ব্বস্ব আজ তা'র জীবন সঙ্গিনীর হাত ধ'রে মৃত্যুর রাজ্যে যাবার জন্য এগিয়ে আস্‌ছে !

(রঙ্গিণীর হস্তাবলম্বনে রাঘবের প্রবেশ।)

রঙ্গিনী।—পেশোয়া ! পেশোয়া ! সর্দ্দার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—শেষ দেখা দিতে এসেছে !

বাজীরাও।—রাঘব ! রাঘব !

মলহর।—একি ! একি !

রাঘব।—পেশোয়া ! পেশোয়া ! আমার প্রণাম গ্রহণ কর। আমার ভারী জোরংবরাত—বাবার দেখা পেয়েছি,—এখন তোমারো দেখা পেলুম্। পেশোয়া, এবার আমি খুসীমনে মরতে পারব।

বাজীরাও।—রাঘব ! রাঘব ! আমার ভক্তবীর ! কে তোমার এ দুর্দ্দশা করলে ?

রাঘব।—দুষমনের দুষমনিতে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে প্রভু ! চোরের মতন—নচ্ছারের মতন—দুষমনেরা বাড়ীতে এসেছিল ; খবর পেয়ে কিছু ফৌজ নিয়েই আমি তাদের হঠিয়ে দিয়েছিলুম ;—অনেক ফৌজ অন্দরে গিয়ে ঢুকেছিল —মায়ীরা অস্তর ধ'রে তাদের সঙ্গে লড়াই দেয়, কিন্তু তারা জখম হ'য়ে পড়ে যায়। তখন মালবরাজের একটা সেনাপতি তাঁদের ধরতে গিয়েছিল,—সেই সময় আমি ছুটে এসে সয়তানকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দিই। তার পরে হুজুর— নচ্ছার চন্দ্রসেন আড়াল থেকে আমাকে গুলি ক'রে জখম ক'রেছে।

বাজীরাও।—বলতে পার রাঘব, সেই বিশ্বাসঘাতক গুপ্তহন্তা কোথায়? বলতে পার—সে কোন্ দিকে গিয়েছে—সমস্ত সংসার ওলট-পালট ক'রে আমি তাকে বধ ক'রে আসব।

রঙ্গিণী।—না পেশোয়া—আমি তাকে বধ করব! সে আমার স্বামীকে মেরেছে--আমার বুকের ভেতর আগুন জ্বেলে দিয়েছে,—আমি তাকে মারব—স্বহস্তে মারব—তাকে মেরে তার বুকের রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে আমার বুকের জ্বালা নেবাবো!

রাঘব।—পেশোয়া, নিজের প্রাণের জন্য আমার এতটুকু আপশোস্ হয় নি—আপশোস্ শুধু শঙ্করের জন্যে। আমার নাম ক'রে দুষমনরা তাকে খুন করেছে! উহুঃ—আপশোসে আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে! পেশোয়া! পেশোয়া আমি তোমার মুলুক রেখেছি—জননীর মান রেখেছি—দুষমনদের হটিয়ে দিয়িছি—শুধু শঙ্করকে রাখতে পারিনি—এই আমার কসুর আছে। এ কসুর মাপ কর প্রভু। উঃ—আর আমার কথা সরছে না—আমি যাই—

বাজীরাও।—রাঘব! মহান উদার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীরোত্তম বীর! তুমি যে আমার শক্তির স্তম্ভস্বরূপ ছিলে! সমস্ত ভারত-সাম্রাজ্যের বিনিময়ে তোমার স্থান যে পূর্ণ হবে না রাঘব!

রঙ্গিণী।—সর্দ্দার! সর্দ্দার! একটু অপেক্ষা কর—আমার হাত ধর,—আমি তোমাকে সঙ্গে করে শ্মশানে নিয়ে যাই। তুমি বীর, ভূমিশয্যা তোমার যোগ্য স্থান নয়; পবিত্রদেহ নিয়ে পবিত্র চিতায় একবারে শয়ন করবে চল! বাবা! বাবা! —পেশোয়া! রাঘব সর্দ্দার জন্মের মতন চলল!—আমি

তাকে স্বর্গের পথে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে-আস্‌ব!—তার হত্যার শোধ নোব—তার পর তার সঙ্গিনী হ'ব!—

[রাঘবকে লইয়া প্রস্থান।

ব্রহ্মেন্দ্র।—যাও পুত্র—যাও পুত্রী! সাধনার তপঃক্ষেত্রে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ,—যাও, এবার ওই দেবতাবাঞ্ছিত হিরণ্ময় দিব্যধামে!

বাজীরাও।—গুরুদেব! দুইপথ এখন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি! এক পথ—ওই জ্বালাময় চিতানলে আত্মবিসর্জ্জন; অন্যপথ-এই অত্যাচারের প্রতিশোধ-গ্রহণ। বলুন-গুরুদেব, কি ক'রব কোন্ পথে যাব?—মর্‌ব না প্রতিশোধ নেবো?

(বলজীর প্রবেশ।)

বলজী।—বাবা! বাবা! প্রতিশোধ নাও! এখন মরা হবে না বাবা—প্রতিশোধ নিতে হবে! পিশাচেরা চোরের মতন আমাকে বন্দী ক'রে প্রাসাদ লুট ক'রে গেছে, আমি কিছু ক'রতে পারি নি—এবার এর প্রতিশোধ নেব—প্রতিহিংসার আগুন জ্বাল্‌ব—আগুন জ্বাল্‌ব! বাবা! বাবা! প্রতিশোধ নাও!

বাজীরাও।—পুত্র! ব'লতে পার, তোমার জননী আর গৌতুদেবীর অবস্থা কি হয়েছে? তাঁরা জীবিত না শত্রুর চক্রান্তে মৃত?

বলজী।—তাঁরা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন বাবা; রাঘব সরদার আত্মপ্রাণ বলি দিয়ে তাঁদের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে;—তাঁর পত্নীর শুশ্রূষায় তাঁরা জীবন ফিরে পেয়েছেন। শত্রুরা পালিয়ে গেছে—বাবা! প্রতিশোধ নাও—এর প্রতিশোধ নাও বাবা!

বাজীরাও।—প্রতিশোধ নেব—প্রতিশোধ নেব—আগুন জ্বাল্‌ব —আগুন জ্বাল্‌বো,—বহুদূর পর্য্যন্ত এ আগুনের প্রচণ্ড স্রোত ছুটে যা'বে।

(রণজী ও চিমনের প্রবেশ)

রণজী! চিমন! কি সংবাদ এনেছ! যুদ্ধ—যুদ্ধ চাই,—শান্তির প্রার্থী নই আর—যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই—

রণজী।—শত্রুদল হঠে গিয়ে বরোদার প্রান্তরে সমবেত হয়েছে —পরিপূর্ণ উদ্যমে শত্রুসেনা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত; ত্র্যম্বকরাও সেই সমবেত বিশালবাহিনীর সেনাপ[illegible]।

চিমন।—শত্রুদের প্ররোচনায় পর্ত্তুগীজ শক্তি আমাদের বিরুদ্ধাচারী হয়েছে; বসই বন্দরে পঞ্চাশখানি শত্রুর রণপোত সজ্জিত হয়েছে!

বাজীরাও।—ক্ষতি নেই—চিন্তা নেই—ভয় নেই,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি আজ বাজীরাওয়ের ওপর চেপে পড়ে—তবু বাজীরাও পাহাড়ের মতন অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে! ব্রাহ্মণের সুপ্ত শক্তি আজ জাগরিত—আকাশের বজ্রও এ শক্তির প্রভাবে নির্জ্জীব হবে! মলহররাও! শঙ্কররাওয়ের হত্যাকারী ওই বিশ্বাসঘাতক ত্র্যম্বকরাও; আমি ত্র্যম্বকের মৃতদেহ চাই—ত্র্যম্বক নিধনের ভার আমি তোমার ওপর অর্পণ কর্‌লেম! চিমন! পর্ত্তুগীজ-শক্তি ধ্বংস কর!—আমার সমস্ত রণপোত নিয়ে—নৌ-সেনাপতি আংগ্রের সাহায্যে তুমি সেই বন্দরে অভিযান কর! রণজী! সৈন্যদের প্রস্তুত কর—মাতো—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বরোদা—ডভই-প্রান্তর।

চন্দ্রসেন, পিলাজী, ত্র্যম্বকরাও।

চন্দ্রসেন।—উত্তম হয়েছে; যেমন দর্পভরে রণজী সিন্ধিয়া এগিয়ে আস্‌ছিল, তেমনি মহাবিক্রমে নিজামী সেনাদল তাকে আক্রমণ করেছে; তুমুল সংঘর্ষ বেধে গেছে! পিলাজী! এই মুহূর্ত্তে তুমি নিজামী ফৌজে যোগ দিয়ে সিংহবিক্রমে রণজীকে আক্রমণ কর—রণজীর সেনাদলকে বেড়াজালে ঘিরে ফেল—ধ্বংস কর,—ধ্বংস কর। [পিলাজীর প্রস্থান।
সেনাপতি! তুমি মলহর রাওকে আটক কর, যেন তার সেনাদল কোন রকমে রণজীকে সাহায্য কর্‌তে না পারে। আমি নিজে পেশোয়াকে আটক কর্‌ব—বেড়াজালে ঘিরে তাকে বন্দী কর্‌ব! [উভয়ের বেগে প্রস্থান।

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী।—ভাই-সব! অদ্ভুত সাহস দেখিয়েছ—অগণ্য অসংখ্য রণোন্মত্ত নিজামী-সেনাকে পর্য্যুদস্ত ক'রে অতুল বীরকীর্ত্তি অর্জ্জন ক'রেছ! কিন্তু এখনো আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হয় নি, এখনো সমুদ্রপ্রমাণ শত্রুসেনা রণাঙ্গণে বর্ত্তমান! শোন ভ্রাতৃগণ—তোমাদেরই মুখ চেয়ে—তোমাদেরই উন্মাদ সাহসের

ওপর নির্ভর ক'রে আমি এ কঠোর দায়িত্ব নিয়েছি। ওই দেখ অদূরে শঙ্কররাওয়ের হত্যাকারী বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহী ত্র্যম্বকরাওয়ের সহস্র সহস্র সেনা! যে বিক্রমে নিজামী বাহিনীকে বিধ্বস্ত ক'রেছ—সেই বিক্রমে ওই অগ্রগামী রণোন্মত্ত সেনাদলকে ধ্বংস কর—ওই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিকে হত্যা ক'রে শঙ্কররাওয়ের হত্যার প্রতিশোধ নাও। আমি ওই বিশ্বাসঘাতক ত্র্যম্বকরাওকে চাই—আমি ওই নরঘাতকের মৃতদেহ চাই! ওই দেখ—শত্রুসৈন্য অগ্রসর; আক্রমণের এই উত্তম অবসর! এস—এস ভাই-সব!

সৈন্যগণ।—হর হর মহাদেও! [সকলের প্রস্থান।

(বাজীরাও ও মলহরের প্রবেশ।)

বাজীরাও।—মলহর, আর সে দিন নেই—সে শান্তি, সে ধৈর্য্য আজ আর হৃদয়ে নেই; শান্ত প্রাণে কর্ত্তব্যবোধে আজ রণক্ষেত্রে নামিনি, প্রতিহিংসায়—উন্মত্ত হ'য়ে—আজ অস্ত্র ধরেছি! আজ বড় ভীষণ দিন!

মলহর।—কোথায় শঙ্করঘাতী ত্র্যম্বকরাও—কোথায় মহাপাপী চন্দ্রসেন—কোথায় বিশ্বাসঘাতক নিজামের দল!—পেশোয়া পেশোয়া! ওই শত্রুসেনা ছত্রভঙ্গ—ওই—ওই তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে!

বাজীরাও।—আটক কর আটক কর, বিশ্বাসঘাতক ত্র্যম্বকরাও আর চন্দ্রসেনকে আমি চাই। [উভয়ের বেগে প্রস্থান।

(বলজীর প্রবেশ।)

বলজী।—চন্দ্রসেনের দল ভেঙে গেছে; কাপুরুষ এখন পলায়নে

সচেষ্ট! কিন্তু পালাবে কোথায়? সম্মুখে পেশোয়ার দল, পশ্চাতে রণজী সিন্ধিয়া, বামে সদাশিব, সঙ্গে তার রাঘব-সর্দ্দারের বিধবা পত্নী রণোন্মাদিনী রঙ্গিণী, আর দক্ষিণ দিকে আছি আমি, কোথায় পালাবি ভীরু? [বেগে প্রস্থান।

(চন্দ্রসেনের প্রবেশ।)

চন্দ্রসেন। উঃ কি করি! কোথায় যাই! কোন্ দিকে পলাই! সাংঘাতিক রকমে জখম হয়েছি; কিন্তু এখনো মর্‌তে প্রস্তুত নই, শত্রুর হাতে ধরা দিতে রাজি নই। সব গেছে কিন্তু এখন প্রাণে অনন্ত অসীম উৎসাহ অটুট আছে, প্রতিহিংসা দানবী এখনো অন্তরের অন্তস্থলে তাণ্ডব নৃত্য কর্‌চে! মরা হবে না, মরতে পারব না, ধরা দেব না। বাঁচতে হবে—বাঁচতে চাই—পালাতে চাই! কোথায় কোন্ পথে কোন দিকে পালাই!—ওকি ওকি ভয়ঙ্করী দানবী মূর্ত্তী! ওকি ভীষণবেগে রাক্ষসীর প্রতিহিংসা নিয়ে আমায় মার্‌তে আস্‌ছে! ও আবার কি—কে ওকে বাধা দিলে! আসন্ন মৃত্যুর মুখ থেকে কে আমায় রক্ষা করলে! আর নয়—আর এখানে থাকা নয়, পালাই, পালাই,—পালাবার এই মাত্র অবসর। [প্রস্থান।

(রঙ্গিণী ও সদাশিবের প্রবেশ।)

রঙ্গিণী।—কি করলে, কি করলে ব্রাহ্মণ, কি করলে তুমি? আমি আমার স্বামীর হত্যাকারীকে মারবার জন্য অস্ত্র তুলে-ছিলুম, আর তুমি কাপুরুষ কোত্থেকে ছুটে এসে আমায় বাধা দিলে?

সদাশিব।—রাগ পরিত্যাগ কর মা, রাগ পরিত্যাগ কর ; ধর্ম্মের পক্ষে থেকে আমি তোমাকে বাধা দিয়েছি ; পলায়িত শত্রুর ওপর অস্ত্রাঘাত যে হিন্দুর নীতিবিরুদ্ধ মা!

রঙ্গিণী।—আমি রমণী, পতিহারা বিধবা রমণী, প্রতিশোধ লালসায় উন্মাদিনী রমণী, আমি তোমার নীতি বুঝি না ; আমি বুঝি প্রতিহিংসা ! বুঝি এই—যে আমার স্বামীকে মেরেছে, আমাকে অনাথিনী করেছে, যেমন ক'রে পারি তাকে মারব—তার বুকের রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে তৃপ্ত হব ! তুমি জাননা ব্রাহ্মণ, ওই রাক্ষস আমার বুকের ভিতর কি রাবণের চুলি জ্বেলে দিয়েছে ;—তুমি জাননা, ওই রাক্ষসের বুকের রক্ত ছাড়া সে চুলির আগুন নিববে না ! স'রে যাও তুমি ব্রাহ্মণ--আমায় পথ ছেড়ে দাও,--আমি ওই রাক্ষসের সন্ধানে যাব—পাতি পাতি ক'রে তাকে চারিদিকে খুঁজব—যদি সে নরকে গিয়ে লুকোয়, তবু—সেখানে গিয়ে তাকে হত্যা ক'রে আসব। [বেগে প্রস্থান।

সদাশিব।—এ উন্মাদিনী দেখছি প্রমাদ ঘটাবে! চন্দ্রসেন পরাজিত—পলাইত। হতভাগ্য সে ;—তাকে মেরে কি হ'বে! এখন রঙ্গিণীকে নিবৃত্ত করাই কর্ত্তব্য। [প্রস্থান।

(পিলাজী ও ত্র্যম্বকরাওয়ের প্রবেশ।)

পিলাজী।—সেনাপতি, সর্ব্বনাশ হ'লো—সব গেল , নিজামের দল ভাঙলো, চন্দ্রসেন তাদের সাথী হ'লো ! হায়—হায়, আর উপায় নেই, এখন আমাদেরও পলায়ন করাই কর্ত্তব্য। ওই দেখ জয়োন্মত্ত শত্রুসেনা এদিকে ছুটে আস্‌ছে ; পালাও

সেনাপতি—পালাও—নতুবা এখনি বন্দী হবে। ওই—

শত্রুসেনা—এস সেনাপতি—পালিয়ে এস। [প্রস্থান।

ত্র্যম্বক।—ছি—ছি—কি লজ্জা! কি ঘৃণা! কি ক'রে আর সাতারায় যাব—কোন্ লজ্জায় আর জন-সমাজে মুখ দেখাব! চন্দ্রসেনের প্রলোভনে প'ড়ে আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। অর্থ গেল—শক্তি গেল—মান গেল—

(মলহরের প্রবেশ।)

মলহর।—এবার প্রাণ যাওয়াই ভাল, কি বল সেনাপতি?

ত্র্যম্বক।—কি পিশাচ—(অসিমুষ্টিস্পর্শ।)

মলহর।—সেনাপতি, কোথায় তোমার অগতির গতি নিজামী সেনা? কোথায় তোমার অধর্ম্মের সহায় চন্দ্রসেন? কোথা গেল তোমার প্রিয়সহচর পিলাজী?—দুর্ম্মতি, একবার মনে কর—একবার মানশ্চক্ষে কল্পনা কর সে দিনের কথা—যে দিন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ভীমার নদীসৈকতে নিঃসহায় শঙ্কর রাওকে পিশাচের মতন হত্যা করেছিলে! আজ সেই হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছি : মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও কাপুরুষ! আমি তোমার মৃতদেহ চাই। কে আছ—কে আছ—

(বন্দুকধারী সৈন্যগণের প্রবেশ।)

মার—মার—মার—

ত্র্যম্বক।—ওই—মৃত্যু—মৃত্যু—মৃ—

[সৈন্যগণের একযোগে গুলিবর্ষণ ও ত্র্যম্বকের পতন।

মলহর।—পেশোয়া! পেশোয়া! এই দেখুন—ত্র্যম্বকরাওয়ের মৃত দেহ!!

(বাজীরাও ও বলজীর প্রবেশ।)

বাজীরাও।—এই যে বিশ্বাসঘাতক ত্র্যম্বকরাও অন্তিমশয্যায় শায়িত! ত্র্যম্বকরাও, এখন কি একবার তোমার অনুষ্ঠিত মহাপাপের জন্য অনুতাপ করবে? নিঃসহায় শঙ্কররাওয়ের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য এখন কি তোমার চোক ফুটে এক ফোঁটা জল পড়্‌বে সেনাপতি!

ত্র্যম্বক।—মহান্ পেশোয়া! আমি আপনার চরণে অনন্ত অপরাধে অপরাধী, আমায় মার্জ্জনা করুন, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে! উহুঃ—বড় যন্ত্রণা—উঃ হুঃ— [মৃত্যু।

বলজী।—বাবা! ত্র্যম্বকরাও মরেছে—ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে; কিন্তু চন্দ্রসেন আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে গেছে! তার পাপের এখনো প্রায়শ্চিত্ত হয় নি। তাকে ধর্‌বার কি হবে বাবা?

বাজীরাও।—কোথায় সে পালাবে পুত্র, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে রঙ্গিণীর হাতে।

(চিমনের প্রবেশ।)

চিমন।—দাদা, দাদা! বড় সুসংবাদ; আমাদের জয় হয়েছে, বাই বন্দর দখল ক'রেছি, সমস্ত পোর্ত্তুগীজ বিধ্বস্ত!

বাজীরাও।—উত্তম; এস চিমন, এস বলজী, এস মলহর, এস বলজী! এবার সকলে একসঙ্গে একত্র হয়ে পরিপূর্ণ উৎসাহে আগ্‌রায় অভিযান করি; হৃদয়ের অভ্যন্তরে সঞ্চিত প্রচণ্ড অনলরাশির কণামাত্র স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়ে এই কয় নর-

পিশাচকে ধ্বংস করেছে, চল এবার সমস্ত অগ্নিরাশি বিকীর্ণ ক'রে আগ্‌রা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলি।

সকলে।—হর হর মহাদেও!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভূপালের উপকণ্ঠ।

সদাশিব।

সদাশিব।—কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এমন যোগাযোগ তো কখন দেখিনি; এদিকে পেশোয়া বাজীরাও—অন্যদিকে দিল্লী, অযোধ্যা, জয়পুর, যোধপুর, যশল্মীর, নিজাম, মালব, রোহিল্লা —একেবারে অষ্টবজ্রের সম্মিলন! দিল্লীর সঙ্গে যোগ দিয়ে সমস্ত ভারত এবার পেশোয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে; ভূপালে এবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ: এ যুদ্ধে কি পেশোয়া জয়ী হ'তে পারবে? অসম্ভব! আমি বুঝতে পারছি, এবার সর্ব্বনাশ হবে. পেশোয়া সর্ব্বস্বান্ত হবে, আমাকেও সর্ব্বস্ব হারাতে হবে: প্রাণ যেন কেঁদে উঠ্‌ছে—মনে হচ্ছে এইবার আমরা সব বুঝি হারাব—

(রঙ্গিণীর প্রবেশ।)

রঙ্গিণী।—হারাবার ভয়ে তুমি কেঁদে সারা হ'চ্ছ ব্রাহ্মণ, আর আমি যে হারিয়ে এসে বেশ হেসে খেলে বেড়াচ্ছি। আমাকে দেখছ—আমার মূর্ত্তি দেখছ আমি কি ছিলুম আর কি হয়েছি; তা দেখছ! দেখতে পাচ্ছ—হাতে রক্ত মাখা, সর্ব্বাঙ্গে রক্তের

ছড়া, কপালে কেমন রক্তের লম্বা ফোঁটা! জানকি ব্রাহ্মণ, এ আমার দেবতার রক্ত—আমার স্বামীর রক্ত,—নিজের হাতে তাঁর সৎকার ক'রে নিজের হাতে তাঁর রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখেছি।

সদা।—একি এখানেও তুমি? এখন রক্ত মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

রঙ্গিণী।—শুধু ঘুরে বেড়াইনি, ব্রাহ্মণ,—স্বামীর রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে প্রতিহিংসা-স্পৃহা বুকে ক'রে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি! ঘুরতে ঘুরতে এক সংবাদ পেয়েছি—তাই নিয়ে পেশোয়ার কাছে যাচ্ছি! নিজামের পুত্র নাগপুরের ঘাঁটি আগলে ব'সে আছে,—পেশোয়াকে তাই জানাতে যাচ্ছি।

সদা।—তাহ'লে তো আরো রগড় দেখছি! ভূপালে পেশোয়ার বিরুদ্ধে অষ্টবজ্রের সমাবেশ; পেছনে আবার সসৈন্য নিজাম-পুত্রের অবস্থান! হা ভগবান!—এমন মজাদার যোগাযোগটা কি তোমার ইঙ্গিতেই হয়েছিল?—মা! তুমি এক কাজ কর,—গায়ের রক্ত মুছে ফেল'গে—আমি পেশোয়ার কাছে যাচ্ছি। তুমি আর সেখানে যেয়ো না মা; এখনি সেখানে কুরুক্ষেত্রের আগুন জ্বলে উঠবে; তুমি রক্ত মুছে ফেল মা।

রঙ্গিণী।—না না—ব্রাহ্মণ, আমাকে বাধা দিয়ো না—আমি এ রক্ত মুছব না—এখন মুছব না;—যে দিন আমার স্বামীর হত্যাকারীকে খুঁজে পাব,—সে দিন এই ছুরি তার বুকে বসিয়ে দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটিয়ে দোব,—সে দিন—সেই রক্ত দিয়ে এ রক্তের দাগ মুছব! ওই দেখ—ওই দেখ—শূন্যে —মহাশূন্যে আমার দেবতার প্রতিমূর্ত্তি—ওই দেখ—পৃষ্ঠদেশ তাঁর ছিন্ন—রক্তস্রোত সেখান থেকে ফুটে বেরুচ্ছে,—দেখ

—দেখ—কত রক্ত—কত রক্ত—চেয়ে দেখ তাঁর মুখে কি রক্তরাগ ফুটে উঠেছে;—ওই দেখ ওদিকে আমার স্বামীর প্রাণঘাতী দস্যু দাঁড়িয়ে হাসছে! উহুঃ অসহ্য, অসহ্য—দাঁড়া—দাঁড়া পাপী দাঁড়া—নরকের কীট—আমি তোকে হত্যা করব—এই ছুরি তোর বুকে বসিয়ে দোব—

সদা।—দাঁড়াও মা—দাঁড়াও—স্থির হও—শোন—

রঙ্গিণী।—ব্রাহ্মণ! আবার তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ? স'রে যাও—পথ ছেড়ে দাও—আমি যাব—যুদ্ধক্ষেত্রে যাব—পেশোয়াকে খবর দিতে যাব—আমার স্বামীর হত্যাকারীকে খুঁজতে যাব। [প্রস্থান।

সদা।—একি বিদকুটে রণরঙ্গিণী রমণী বাবা! এমন তো কোথাও দেখিনি! না—যখন রঙ্গিণী রণরঙ্গিণীবেশে অস্ত্র নিয়ে ছুটে চলেছে—তখন ভুপালের যুদ্ধে একটা কিছু গুরুতর কাণ্ড না হ'য়ে যাচ্ছে. না!—দেখা যাক্—এখন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভূপাল-রণস্থল।

সৈন্যগণ নিদ্রিত,—স্থানে স্থানে বন্দুক, বর্ষা, সঙ্গীন—প্রভৃতি স্তূপীকৃত,—নক্সা হস্তে বাজীরাও।

বাজীরাও।—ক্রোশের পর ক্রোশ যুড়ে আমার অশীতি সহস্র সৈন্য সুখে নিদ্রা যাচ্ছে! সবাই নিশ্চিন্ত—নির্ব্বিকার—

শঙ্কাশূন্য !—মহাশক্তি যুগলপাণি বিস্তার ক'রে যেন এদের প্রচ্ছন্ন করেছে !—বড়ই মধুর মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য !!—কিন্তু—(আকাশের দিকে চাহিয়া) সময়ও তো উপস্থিত প্রায়।——এক তূর্য্যনিনাদের সঙ্গে সঙ্গে—আমার বহুযুদ্ধজয়ী এই অজেয় সুপ্তবাহিনী—মত্ত সিংহবিক্রমে যখন জাগরিত হ'য়ে উঠে বীরধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত হবে,—সে দৃশ্যও কি প্রাণস্পর্শী নয় ?—নিশ্চয়, এ দৃশ্য অতুলনীয়—বর্ণনার অতীত! (নক্সা খুলিয়া)—যুদ্ধ আমার পক্ষে অভিনয়,—কিন্তু এবারকার অভিনয় বড়ই উদ্বেগময় !—সদুপায় তো কিছু স্থির করতে পারছি না,—দেখি আর একটু চিন্তা ক'রে!—উঃ—সৈন্যের পর সৈন্য—কেবলই শত্রুসৈন্য—সম্মিলিত শত্রুপক্ষের তিন লক্ষ সৈন্যসংস্থান!—সর্ব্বপেক্ষা সুরক্ষিত স্থানে—দিল্লীশ্বরের সৈন্যদল, তার পাশেই মালব আর রোহিল্লা—তার পরেই রাজপুত—শেষ সীমায় দেখছি—নিজাম! (চিন্তা) তাহ'লে শত্রুব্যূহের একধারে দিল্লীশ্বর অন্য ধারে নিজাম!—দুই ধারেই দুই শক্তিশালী শক্তি, উত্তম—এই ভাবে—এই খানে—হাঁ ঠিক হ'য়েছে—বাস্‌!—হারি তো কথাই নেই—জিতি তো—নিজাম পালাবার পথ পাবে—তার পেছনেই সেতু!—এই সেতু ভাঙ্গা চাই—বাস্‌—

(বলজীর প্রবেশ।)

তুমি প্রস্তুত ?

বলজী।—হাঁ পিতা,—আপনার আদেশমত আমার সৈন্যদের নিঃশব্দে জাগরিত ক'রেছি, তারা আদেশ প্রতীক্ষা ক'রছে।

বাজীরাও।—তুমি যুদ্ধস্থলের নক্সা খানা বেশ ক'রে বুঝে দেখেছ?

বলজী।—হাঁ পিতা—

বাজীরাও।—কোনো স্থানে কোনো সেতু তোমার চখে পড়েছে কি?

বলজী।—নিজামের সৈন্যদল যেখানে অবস্থান ক'রছে তার পেছনেই একটা সেতু আছে।

বাজীরাও।—হাঁ এগিয়ে এস—এই সেই সেতু।—যুদ্ধে নিশ্চয় জয় হবে মনে ক'রে শত্রুসৈন্য সেতুরক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা করেনি। নিজামীসৈন্যের বামপাশে এই জঙ্গল দেখ্‌তে পাচ্ছ;—তুমি তোমার সৈন্যদের নিয়ে খুব নিঃশব্দে অথচ যতদূর সম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই পথে—এই বনের ভেতর দিয়ে-এই পাহাড়ের আড়াল দিয়ে এই জলাভূমির ওপর দিয়ে—একেবারে সেতুর কাছে যাও! এই সেতু ধ্বংস করা চাই। যাও।—

বলজী।—উত্তম!   [বেগে প্রস্থান।

বাজীরাও।—(দূরপিনের দ্বারা দর্শন) হুঁ—নিজামের বিশাল বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত; আমার ওপরই তার লক্ষ্য দেখ্‌তে পাচ্ছি; যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে আক্রমণ ক'রবে। না,—আর অপেক্ষা—নয়—আক্রমণের সময় উপস্থিত।

(মলহর, রণজী, চিমনের প্রবেশ।)

মলহর।—আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত পেশোয়া!

রণজী।—একি! এরা সব এখন ঘুমুচ্ছে!

বাজীরাও।—আহা ঘুমুক;—একটা তূর্য্যনাদের ওয়াস্তা! ওদের জাগাবার দায়িত্ব আমার।—দেখ, খুব সম্ভব, এ যুদ্ধে আমরা জিতবো; শত্রুপক্ষের সৈন্য সংস্থানের ত্রুটি—আমাদের

~~জয়লাভের একটু পথ ক'রে দিয়েছে।~~ রণজী! দিল্লীশ্বরের ওই সৈন্যগুলিকে অবরোধ ক'রতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

রণজী।—মুখে কি উত্তর দোব পেশোয়া—আপনার দূরবীনের কাছেই উত্তর পাবেন।

বাজীরাও।—মলহর! শত্রুব্যূহের এই মধ্যদেশ ভঙ্গ করবার ভার আমি তোমার ওপর দিতে চাই।

মলহর।—অর্থাৎ রোহিল্লা আর মালবকে এমন ভাবে আক্রমণ ক'রতে হবে—যাতে তারা দিল্লীশ্বর বা নিজামের সঙ্গে মিশ্‌তে না পারে; এই তো আপনার ইচ্ছা?

বাজীরাও।—হাঁ—এই আমার ইচ্ছা; এ যদি করতে পার, যদি নিজাম আর দিল্লীশ্বর পরস্পর মিশ্‌তে না পারে—তাহ'লে আমাদের জয় অনিবার্য্য! শুধু এইটুকু মনে রেখ—শত্রুব্যূহ ঠিক ধনুকের মত অবস্থিত; সেই ধনুকের এক প্রান্তে দিল্লীশ্বর, অন্য প্রান্তে নিজাম;—যদি ধনুকের এই দুটো মুখ একত্র মিশে চক্রের আকার ধারণ ক'রতে পারে—তাহ'লে সে চক্রব্যূহে পড়ে আমাদের পতঙ্গবৎ পুড়ে মরতে হবে; কিন্তু রণজী, যদি এই মুখ চেপে ধরে, আর তুমি যদি মধ্য স্থানে আঘাত দাও, আর আমি যদি এ ধারের মুখটাকে ভাঙতে পারি, তাহ'লে সম্মিলিত সপ্ত শক্তির তিন লক্ষ সৈন্য সমন্বিত এই ধনুকাকৃতি বিরাট ব্যূহ তিন ঘণ্টার মধ্যে আমাদের হস্তগত হবে। আর কিছু বলবার দরকার নেই—কর্ত্তব্য বুঝে যে যার স্থানে চ'লে যাও।

[মলহর ও রণজীর বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।

বাজীরাও।—[দূরবীন ধরিয়া ব্যস্তভাবে চতুর্দ্দিকে পর্য্যবেক্ষণ]

চিমন।—[দূরবীন কসিতে কসিতে] দাদা! আর তো আমাদের এখানে এ ভাবে থাকা সঙ্গত নয়! নিজামী সৈন্য-দল যে ক্রমেই এগিয়ে এসেছে !

বাজীরাও।—আসুক না ভাই,—তাই তো আমি চাই—এই স্থানেই তাদের সমাধি !

চিমন।—এদের সব জাগিয়ে তুলি ?

বাজীরাও।—[illegible], ব্যস্ত হ'য়ো না—যুদ্ধস্থান ব্যস্তবাগিশের স্থান নয়;—শ্যেন পক্ষীর মতন নিপুণ লক্ষ্য রেখে এখানে কাজ ক'রতে হয়! উপযুক্ত সময় উপযুক্ত স্থান আর উপযুক্ত সৈন্য নির্ব্বাচন, কেবল এই তিনটি জিনিসের ওপর বিজয় নির্ভর করে। যিনি এই তিনটি সামগ্রীর অধিকারী,—জয়-লক্ষ্মী তাঁরই কণ্ঠে জয়মাল্য দান করেন। বাস্—এইবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত। [তূর্য্য গ্রহণ করিয়া ঘন ঘন বাদন।]

[তূর্য্য ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শায়িত সৈন্যগণের উত্থান, স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ।]

বাজীরাও।—পুত্রগণ! বহুক্ষণ নিদ্রার পর তোমরা এখন জাগরিত, কিন্তু তোমাদের শত্রুগণ সারারাত্রি জাগরণের পর তোমাদের নিদ্রাগারে নিদ্রাসুখ ভোগ করতে আস্‌ছে। নিদ্রোত্থিত বৎসগণ! তোমাদের নিদ্রালু শত্রুর অভ্যর্থনা কর—এমন নিদ্রায় তাদের নিদ্রিত করা চাই—যেন সে নিদ্রা—চিরনিদ্রায় পরিণত হয়।

সৈন্যগণ।—জয় পেশোয়ার জয়! জয় পেশোয়ার জয় !!

চিমন।—দাদা! নিজামীসেনা খুব কাছে এসে প'ড়েছে,—তাদের গোলা গুলি আমাদের সৈন্য রেখায় এসে পড়েছে।

বাজীরাও।—বৎসগণ! পুত্রগণ! নাসিক—মালব—কর্ণাট—গুজরাট পালখেড়—বরদা—বসই বিজয়ী বীরগণ!—তোমাদের পুরোভাগে শত্রুসৈন্য অগ্রসর! পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ ক'রে তোমরা তোমাদের শত্রুদের বীরের খেলা প্রদর্শন করো।

সৈন্যগণ।—জয় পেশোয়ার জয়! হর হর মহাদেও!!

[জানুপাতিয়া বসিয়া সৈন্যদের বন্দুক লক্ষ্যকরণ।]

চিমন।—উঃ—নিজামী সেনাদল অত্যন্ত এগিয়ে পড়েছে!—ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাগুলি এসে পড়ছে!

বাজীরাও।—চিমন! তুমি এখনি হাওয়ার আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে ওধারের সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষদের জানাও—এখনই যেন তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ সমস্ত সৈন্যদের হটিয়ে নিয়ে ওই টিলার পশ্চাতে রক্ষা করেন। [চিমন গমনোদ্যত] শোন [চিমন ফিরিলেন] তাঁদের বলবে তাঁদের দল থেকে যেন আর একটি গুলি না ছোটে—দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত সৈন্য যেন নীরব থাকে;—দ্বিতীয় আদেশ তারা আমার কাছে থেকে শুনতে পাবে। যাও—

[চিমনের প্রস্থান।

বাজীরাও।—[একটা পতাকা লইয়া ঘন ঘন সঞ্চালন, সমস্ত সৈন্যের যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া আদেশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হওন।] বৎসগণ! ক্ষান্ত হও! আমার অনুসরণ কর।

[বাজীরাও ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

(নিজামীসৈন্য ও সেনানীগণের প্রবেশ,

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নিজামী-পতাকা লইয়া পতাকাধারীগণের প্রবেশ)

জনৈক সেনানী।—সৈন্যগণ! পেশোয়ার সৈন্যগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে; আমারা সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেছি। ঐদিকে আর শক্রসেনার চিহ্ন মাত্র নেই। দিগ্বিজয়ী পেশোয়াকে পরাজিত ক'রে আজ আমরা যে কীর্ত্তি সঞ্চয় করেছি, তা চিরদিন অক্ষুন্ন থাক্‌বে। পতাকাধারীগণ! আমাদের বিজয় পতাকা ঘন ঘন সঞ্চালন কর—আমাদের সমস্ত সৈন্য এইখানে সমবেত হোক;—আমরা পরাজিত পেশোয়ার শিবির লুণ্ঠন করবো পলায়িত পেশোয়াকে বন্দী ক'রব—পেশোয়া বার বার আমাদের হারিয়ে দিয়েছে, আমাদের শিবির লুণ্ঠন করেছে—আমরা এবার তার প্রতিশোধ নেব। —চালাও পতাকা—গাও নিজামের জয়!!

সৈন্যগণ।—জয় নিজামের জয়! জয় নিজাম বাহাদুরের জয়!!

(পতাকাধারী সৈন্যগণের ঘন ঘন পতাকা সঞ্চালন।)

সহসা নেপথ্যে ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনি।

নেপথ্যে বাজীরাও।—সৈন্যগণ! এইবার আত্ম প্রকাশ করো—নিজামী সেনার অভ্যর্থনা করো, সঙ্গীন—তরবারি—বর্ষা—আক্রমন করো—আক্রমন করো—

চতুর্দ্দিক হইতে সঙ্গীন, বর্ষা ও তরবারীধারী পেশোয়া সৈন্যদের প্রবেশ এবং নিজামী সৈন্যদিগকে আক্রমণ।

নিজামী সেনানী।—মায়াবী—মায়াবী—এই পেশোয়া! সৈন্যগণ!

ভীত হয়ো না—শত্রু-সৈন্য মুষ্টিমেয়—আক্রমণ কর—সঙ্গীন চালাও—ভাগিয়ে দাও—

নিজামী সৈন্যগণ।—নিজাম বাহাদুরের জয়!

পেশোয়া সৈন্যগণ।—হর হর মহাদেও! জয়—পেশোয়ার জয়!

নেপথ্যে বাজীরাও।—মহারাষ্ট্র বীরগণ! নিজামের পতাকা আক্রমণ কর—ওই পতাকা দখল করা চাই।

নিজামী-সেনানী।—সৈন্যগণ! মহামান্য নিজামের পতাকা রক্ষা কর; এ পতাকা যদি হারাও—তাহ'লে সাহয্য-হারা হবে—সর্ব্বনাশ হবে! এই পতাকার ওপর আমাদের বিজয় নির্ভর কর্‌ছে!

(পতাকা রক্ষার্থ নিজামী সৈন্যগণের প্রাণপণ যুদ্ধ,—
পেশোয়া সৈন্যগণের পতাকা অধিকারের তুমুল চেষ্টা,
পতাকা-দণ্ড লইয়া উভয় পক্ষে ধস্তাধস্তি।
বেগে বাজীরাওয়ের প্রবেশ।)

বাজীরাও।—পতাকা—পতাকা—নিজামী পতাকা—ওই পতাকা চাই!

নিজামী সেনানী।—সয়তান! কাফের! (আক্রমণ।)

বাজীরাও। বর্ব্বর! নচ্ছার! (আক্রমণ।)

নিজামী-সেনানীকে নিহত করিয়া—
দ্রুতবেগে বাজীরাওয়ের পতাকা সন্নিধানে গমন,
পেশোয়ার সৈন্যের জয়ধ্বনি, বাজীরায়ের পতাকা-দণ্ড ধারণ
এবং সবলে আকর্ষণ করিয়া পতাকা হস্তে দূরে দণ্ডায়মান,
হতাবশিষ্ট নিজামী সৈন্যের পলায়ন।

বাজীরাও।—সৈন্যগণ! আমরা নিজামি পতাকা অধিকার করেছি সঙ্গে সঙ্গে বিজয় লক্ষ্মীকেও আয়ত্ত ক'রেছি! সৈন্যগণ! তোমাদের বিজয় পতাকা সঞ্চালন কর—বিচ্ছিন্ন পেশোয়া সেনাদল এই স্থানে সমবেত হোক।

সৈন্যগণ।—জয় পেশোয়ার জয়! জয় পেশোয়ার জয়!! (ঘন ঘন পতাকা সঞ্চালন)।

নেপথ্যে।—জয় পেশোয়ার জয়! জয়! পেশোয়ার জয়!!

(বলজীর প্রবেশ।)

বলজী।—পিতা! পিতা! আমি আপনার আদেশ পালন ক'রে এসেছি;—সেই বিশাল সেতু বিধ্বস্ত—তার আর কোন অস্তিত্ব নেই!

বাজীরাও।—তুমি পেশোয়ার যোগ্য পুত্র, বৎস! তোমার বিক্রমে আমারই গৌরব বর্দ্ধিত হ'য়েছে!

(মলহরের প্রবেশ)।

মলহর।—পেশোয়া! রোহিল্লা আর মালব-বাহিনী বিধ্বস্ত, নিজাম আর রাজপুত রাজগণ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ; পলায়মান নিজামী সৈন্যের অর্দ্ধাংশ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হ'য়েছে! শ্বেত পতাকা উড়িয়ে নিজাম আবার সন্ধিপ্রার্থী!

বাজীরাও।—আর রাজপুত রাজগণ?

মলহর।—তাঁরা সকলেই যুদ্ধের ক্ষতিপূরণে এবং পেশোয়ার বশ্যতা স্বীকারে সম্মত।

বাজীরাও।—তাঁহাদের গর্ব্ব তাহ'লে চূর্ণ হ'য়েছে! উত্তম—আমি তাই চাই! আমি শান্তিকামী হয়ে তাদের কাছে দূত

পাঠালেম, কিন্তু দিল্লীশ্বরের প্ররোচনায় তাঁরা আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রে দাঁড়ালেন !

মলহর।—এবার তাঁরা রীতিমত শিক্ষা পেয়েছেন,—রাজপুত সত্যবাদী,—তাঁরা নিশ্চয়ই অঙ্গীকার পালন ক'রবেন। কিন্তু নিজামকে কখনই মার্জ্জনা করা হবে না,—তাকে বন্দী ক'রতে হবে—তার রাজধানী অধীকার ক'রতে হবে।

বাজীরাও।—তাহ'লে যে আমাদের বীরধর্ম্মের অবমাননা করা হয় মলহর! নিজাম সর্পের মতন ক্রূর তা আমি জানি,—কিন্তু ক্রূর সর্পকে দমন করবার ক্ষমতাও আমরা রাখি!—পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করা বীরের ধর্ম্ম মলহর !

মলহর।—তা জানি পেশোয়া! চিরদিনই আমি ক্ষমার পক্ষপাতী ;—কিন্তু ঘটনা চক্রে শত্রুকর্তৃক বারংবার প্রতারিত হ'য়ে আমার হৃদয়ের দয়ামমতার উৎস সবলে রুদ্ধ করেছি পেশোয়া ! আজ আপনি নিজামকে যদি ক্ষমা করেন, কাল আবার সে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রবে।

বাজীরাও।—না মলহর, এবার আমি নিজামকে সে অবকাশ দেব না ! অতঃপর নিজাম যাতে আর আমাদের অনিচ্ছায় নূতন সৈন্য সংস্থান ক'রতে না পারে—প্রবল মহারাষ্ট্রসৈন্য তার রাজ্যে রক্ষিত হয়—তার ব্যবস্থা ক'র্ব।—যাক্—চল আমরা আগে রণজীর সঙ্গে মিলিত হই।—বলজী! তোমার সাহস দেখে আমি বড়ই তুষ্ট হ'য়েছি ; বহুদর্শী সেনাপতির মতন তুমি অদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন ক'রেছো! চল পুত্র,—চল মলহর ! এবার আমরা রণজীর সঙ্গে মিলিত হই,

চল—এবার সমুদ্রসমান বাদসাহী সেনাকে নিমিষে পর্য্যুদস্ত ক'রে ফেলি!

নেপথ্যে।—হর হর মহাদেও!

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী।—রণজীর অভিযান সার্থক হ'য়েছে, পেশোয়া; সমস্ত বাদসাহী সেনা পর্য্যুদস্ত,—বাদসাহের শিবির অবরুদ্ধ—সমস্ত সহায় সম্পদ তাঁর বিচ্ছিন্ন!

বাজীরাও।—বল কি রণজী? ইতিমধ্যেই তুমি অগণ্য অসংখ্য বাদসাহী সেনাকে পরাস্ত ক'রতে সক্ষম হ'য়েছ?—বাদসাহের শিবির অবরোধ ক'রেছ?

রণজী।—এতক্ষণে দুনিয়া থেকে দিল্লীশ্বরের অস্তিত্ব লুপ্ত হ'তো। বাদসাহশিবির ধ্বংস করবার জন্য আমি সিংহ-বিক্রমে ধাবিত হ'য়েছিলেম; কিন্তু বাদসাহপক্ষ শ্বেত-পতাকা তুলে সন্ধি-প্রার্থী হওয়ায় সব গুলিয়ে গেল, পেশোয়া! আর শত্রুর ওপর অস্ত্র চালাতে পারলেম না,—পেশোয়ার অনুমতির জন্য ছুটে এসেছি। কিন্তু আমার সেনাদল শত্রুপক্ষকে তেমনই দৃঢ়ভাবে ঘিরে আছে; দিল্লীশ্বরের ধ্বংস-সাধন এখন আর কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য নয়।

বাজীরাও।—দিল্লেশ্বর তাহ'লে সন্ধিস্থাপনে সম্মত?

রণজী।—হাঁ—তিনি সন্ধিপ্রার্থী; চৌথ প্রদান ক'রতে প্রস্তুত; আর এ যুদ্ধে ক্ষতিপূরণ করতেও তিনি সম্মত।

বাজীরাও।—উত্তম; আমি দিল্লীশ্বরের প্রার্থনা গ্রাহ্য ক'রলেম। বাদসাহ মহম্মদ সাহকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে আমি মুসলমান-

সমাজের হৃদয়ে আঘাত ক'রতে অনিচ্ছুক ; জগন্মান্য দিল্লীশ্বরের বিপন্ন বংশধরকে নিরাশ্রয় না ক'রে পুত্তলিকাবৎ সিংহাসনে বসিয়ে রাখাই আমি সঙ্গত ব'লে মনে করি। হিন্দুস্থানে শান্তিস্থাপন আমার অভিপ্রায়—মুসলমানের সর্ব্বনাশ আমার ইচ্ছা নয়। ভাই সব! সন্ধিপত্র কর—আমি বাদসাহ মহম্মদ শাহকে—স্বর্গীয় সম্রাট্‌ ঔরঙ্গজেবের পৌত্রকে—সন্ধিসূত্রে বন্ধন ক'রব।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণা কক্ষ।

সাহু, শ্রীপতি ও পিলাজী।

সাহু।—তোমরাই আমার সর্ব্বনাশ ক'রলে! তোমাদের চক্রে পড়েই আমি পেশোয়াকে শত্রু ক'রে তুলেছি! তোমাদের কুমন্ত্রণায় ভুলে আমি তাকে সাহায্য ক'রতে সম্মত হ'য়েও কিছুমাত্র সাহায্য করি নি! তোমাদের জন্যই আজ আমি পেশোয়ার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। কেবল ভয়—কেবল ভয়! সর্ব্বদাই আমি তার রুদ্রমূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি; কেবলই মনে হয়—কখন পেশোয়া এসে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে বসে। সেনাপতি ত্র্যম্বকরাওয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে তোমরা সে ভয়ের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছো। পেশোয়ার মনে হয়তো ধারণা জন্মেছে—আমিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেম। তোমরাই আমাকে ধনে প্রাণে মারলে!

শ্রীপতি।—মহারাজের দেখছি মতিভ্রম হ'য়েছে; তা না হ'লে এ দুঃসময়ে কখনো আপনি আপনার হিতার্থীদের ওপর এভাবে দোষারোপ ক'র্‌তেন না!

সাহু।—হিতার্থী! তোমরা আমার হিতার্থীই বটে!—তোমাদের হিতকথায় কাণ দিয়েছিলেম ব'লেই আজ আমার বিশ্বস্ত পেশোয়া আমার শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের কল্যাণেই আজ পেশোয়া-ভীতি আমাকে পাগল ক'রে তুলেছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে পেশোয়ার গৌরব বৃদ্ধি পাচ্ছে;—কোথায় সে সংবাদে আমি গর্ব্ব বোধ ক'র্‌ব—আনন্দিত হব,—না, তোমরা অমনি সঙ্গে সঙ্গে বিভীষিকা দেখিয়ে আমাকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুল্‌ছো। আজ আমার পেশোয়া ভারতবিজয়ী,—আমার কিন্তু তাতে একটুও সোয়াস্তি নেই! এমনি হতভাগ্য আমি!

পিলাজী।—তাহ'লে কি মহারাজের ধারণা—আমরা অনর্থক পেশোয়া-ভীতি দেখিয়ে আপনাকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছি? বেশ, তাহ'লে আমরা আর কোন কথাই ব'ল্‌ব না। বিশ্বস্ত-সূত্রে শুনেছিলেম—ভূপালের যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে পেশোয়া আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রবে,—ছত্রপতির প্রতিষ্ঠিত বংশের অস্তিত্বলোপ ক'রে সাতারার সিংহাসনে পেশোয়াবংশ স্থাপিত ক'র্‌বে। শুনেছিলেম বলেই—মহারাজকে এ ভীষণ সংবাদ দেবার প্রলোভন সংবরণ ক'র্‌তে পারি নি। এতে যদি আমাদের কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আপনি মার্জ্জনা করুন,—এই প্রার্থনা।

সাহু।—অপরাধ! কার অপরাধ,—আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—অপরাধ কার! আমার অপরাধ,—আমিই অপরাধী; নইলে আজ আমার এ দুর্গতি হবে কেন?—পিলাজি, পিলাজি! রাগ ক'র না,—আমার অবস্থা বুঝতে পারছ—রাগ ক'র না—সত্যই কি পেশোয়া আমার বিরুদ্ধাচারী হয়েছে? সত্যই কি পেশোয়া আমাকে সিংহাসনচ্যুত ক'র্‌তে আসছে? সত্যই কি পেশোয়া মহারাষ্ট্রপতির বংশ ধ্বংস ক'রতে আসছে?

পিলাজী।—কি আর ব'ল্‌ব মহারাজ! ব'ল্‌লে তো আপনি বিশ্বাস ক'রবেন না?

সাহু।—বল—বল—আর একবার বল, আমার সন্দেহ ভেঙ্গে দাও,—আর একবার বল,—সত্যই কি পেশোয়া আমাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রতে আস্‌ছে?

পিলাজী।—হাঁ মহারাজ, সত্য সত্যই পেশোয়া আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবার সঙ্কল্প ক'রেছে; সাতারার সিংহাসনে পেশোয়া বংশের প্রতিষ্ঠা—তার প্রাণের কামনা!

শ্রীপতি।—মহারাজ! আমাদের এখন উভয়-সঙ্কট! পেশোয়ার বিরুদ্ধাচারী হ'লেও আমাদের রক্ষা নেই; আবার নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাক্‌লেও তার হাতে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য! শীঘ্রই পেশোয়া সাতারার রাজবংশের অস্তিত্ব লোপ ক'রবে। এখন পলায়ন ভিন্ন আমাদের আর অন্য গতি নেই।

সাহু।—তোমার কথাই যুক্তিসঙ্গত; পলায়নই এখন আমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য; আমি পালাব,—রাজ্যের মায়া ছেড়ে, পুত্র পরিজনের হাত ধ'রে জন্মের মতন পালাব।

(চন্দ্রসেনের প্রবেশ।)

চন্দ্রসেন।—পালাবেন কেন, মহারাজ? মহারাষ্ট্র-ঈশ্বর হ'য়ে কার ভয়ে পালাবেন, মহারাজ!

সাহু।—পেশোয়ার ভয়ে পালাব আমি, দুগ্ধদানে যে কালসর্প পুষেছিলেম, তার ভয়ে পালাব—দেশত্যাগী হব। তুমি কে? তোমাকে এখানে কে আন্‌লে? তুমি ত পেশোয়ার গুপ্তচর নও?

চন্দ্রসেন।—না মহারাজ, আমি পেশোয়ার গুপ্তচর নই—আমি তার চিরশত্রু; আত্মবিস্মৃত হ'য়ে আমায় চিন্‌তে পারছেন না মহারাজ—আমি চন্দ্রসেন।

সাহু।—কে—চন্দ্রসেন! চন্দ্রসেন! আপনি!

চন্দ্র।—হাঁ মহারাজ, আমি সেই চন্দ্রসেন—যার অসি বলে আপনার সিংহাসন সাতারায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল! আমি আপনার সিংহাসনের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেম, আপনি আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে পেশোয়াকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন!—আজ আপনার সেই বিশ্বস্ত পেশোয়া আপনাকে হত্যা করবার জন্য ছুরি তুলে দাঁড়িয়েছে! আপনার বিপদ দেখে, আপনাকে রক্ষা করবার জন্য আমি আবার আপনার সিংহাসনের পাশে দাঁড়াতে এসেছি।

সাহু।—আপনি সাধু! আপনার উদ্দেশ্য সাধু! আপনার মহত্ত্ব দেখে আপ্যায়িত হলেম। কিন্তু আর আমার বাঁচবার প্রবৃত্তি নেই।

চন্দ্রসেন।—মহারাজ! হতাশ হবেন না, আমি আপনাকে রক্ষা

ক'রব—আমি আপনার সিংহাসন রক্ষা ক'রব,—পেশোয়াকে নিপাত ক'রে আমি আপনাকে নিষ্কণ্টক ক'রব।

সাহু।—আপনি ক্ষিপ্ত হ'য়েছেন ; ক্ষিপ্ত না হ'লে কখন আপনি এমন কথা মুখে আন্‌তেন না।

চন্দ্রসেন।—না মহারাজ, আমি ক্ষিপ্ত হই নি। যদি আমি পেশোয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার প্রস্তাব ক'রতেম, তাহ'লে আপনি আমাকে ক্ষিপ্ত ব'ল্‌তে পারতেন। সমস্ত ভারতবর্ষ একদিক হ'য়ে যাকে হারাতে পারেনি,—আপনার সিংহাসন রক্ষা ক'রতে—আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ক'রব—এমন প্রবৃত্তি এমন দুঃসাহস আমার নেই! অনন্ত-কাল ধ'রে যুদ্ধ ক'রেও আমি পেশোয়াকে হারাতে পারব না,—আমি তা জানি। কিন্তু তবু আমি তাকে হত্যা ক'রব, আপনাকে নিষ্কণ্টক করবার জন্য আমি তাকে হত্যা করব—গুপ্ত ঘাতকের বৃত্তি অবলম্বন ক'রে আমি তাকে গুপ্তহত্যা ক'রব।

সাহু।—কি বলছেন—কি বলছেন আপনি?

চন্দ্রসেন।—পেশোয়াকে হত্যা ক'রব—গুপ্তহত্যা ক'রব—এই কথা আপনাকে ব'লছি।

সাহু।—গুপ্তহত্যা! ব্রহ্মহত্যা! আপনি কি আমাকে এই হত্যার অনুমোদন ক'রতে বলেন? আপনি কি আমাকে এমন নিষ্ঠুর এমন পিশাচ, এমন ধর্ম্মহীন চণ্ডাল বলে মনে করেন যে, আমি পেশোয়ার মতন ভারত-বিজয়ী ব্রাহ্মণকে হত্যা করবার প্রস্তাবে সম্মতি দোব?

চন্দ্রসেন।—অন্যথায় পেশোয়া অসিতে মহারাজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অচিরে সাতারার রাজবংশের অস্তিত্ব লোপ হবে; পুণ্যাত্মা ছত্রপতির বংশ অনন্তকালস্রোতে ডুবে যাবে; মহারাজের পিতৃপুরুষগণকে জলগণ্ডুষ দিতেও কেউ বেঁচে থাকবে না! কিন্তু যদি পেশোয়ার মৃত্যু হয়—তাহ'লে মহারাজ নিষ্কণ্টক! মহারাজের অনুমতি পেলে নিশ্চয়ই পেশোয়াকে হত্যা ক'রতে সক্ষম হবো।

সাহু।—থাম—চুপ কর,—তুমি নরাধম! তুমি মহাপাপী! তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়!

চন্দ্রসেন।—তা ব'লবেন বই কি! আপনাকে নিষ্কণ্টক করবার জন্য আমি এমন্ পরামর্শ দিলেম—

(মলহরের প্রবেশ।)

মলহর।—উত্তম্ পরামর্শ কাপুরুষ! কিন্তু তোমার ও পরামর্শ দুনিয়ার কেউ শুনবে না,—জাহান্নমে যাও, সেখানে তোমার পরামর্শ শোন্‌বার শ্রোতা মিল্‌বে।

চন্দ্রসেন।—কি! কি ব'লছ তুমি!

মলহর।—কি ব'লছি আমি?—বুঝতে পারছ না বুদ্ধিমান বীরপুরুষ?—তোমার অন্তিম-জীবনের ইতিহাস,—যার প্রত্যেক পরিচ্ছেদে নিয়তি শোণিতাক্ষরে রঞ্জিত ক'রে রেখেছে! কাপুরুষ! ভাবছ কি? ভয়স্তিমিত নেত্রে কি দেখছ! পালাবার পথ নেই:—ওই দেখ কক্ষদ্বারে সহস্র সজাগ প্রহরী কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান! কি ব'লব নরাধম! তুমি আমার অবধ্য —তোমার মরণ অপরের হাতে; তোমাকে মারবে ব'লে

আমার কাছ থেকে সে তোমার প্রাণ ভিক্ষা ক'রে নিয়েছে! নইলে এতক্ষণ আমার এই তরবারি তোমার মস্তক দ্বিখণ্ড ক'রতো। (বংশীধ্বনি)

(অস্ত্রধারী সৈন্যগণের প্রবেশ।)

বন্দী কর—এই দণ্ডে এই তিন নরপিশাচকে বন্দী কর।

শ্রীপতি। }
পিলাজী। }—আঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

চন্দ্রসেন।—পিলাজী! পিলাজী! এবারে ধরা দিও না; বাঁচতে চাও—আমার অনুসরণ কর।

গবাক্ষপথে লম্ফদানে চন্দ্রসেনের পলায়ন; শ্রীপতি ও পিলাজীর অগ্রগমন, মলহরের বাধাদান।

মলহর।—খবরদার!—বন্দী কর—ওই নরাধম চন্দ্রসেন পালাল—ওর অনুসরণ কর—বন্দী কর—

(সৈন্যগণের শ্রীপতি ও পিলাজীকে বন্ধন।

(রঙ্গিনীর প্রবেশ।)

রঙ্গিনী।—কোথায়—কোথায় চন্দ্রসেন? কোথায় আমার স্বামীঘাতী শত্রু? কোথায় গেল সে সয়তান—টোলকার সাহেব?

মলহর।—পালিয়েছে,—ওই গবাক্ষ-পথে কাপুরুষ পালিয়েছে! রঙ্গিনী—রঙ্গিনী—এখনি যাও তার অনুসরণ কর—যেমন ক'রে পার তাকে হত্যা কর—তোমার স্বামীহত্যার প্রতি-শোধ নাও রঙ্গিনী!

রঙ্গিনী।—পালাবে—কোথায় পালাবে? আমার দৃষ্টি এড়িয়ে

কোথায় যাবে সে ;—আমি তার পাছু নোব—আমি তাকে হত্যা ক'রব। [প্রস্থান।

মলহর।—(অভিবাদন করিয়া) মহারাজ! আত্মবিস্মৃত হ'য়ে আপনাকে অভিবাদন ক'রতে ভুলে গেছি,—মার্জ্জনা ক'রবেন!

সাহু।—মলহর রাও হোলকার! তুমি আমাকে অভিবাদন ক'রলে?—বন্দী ক'রলে না?

মলহর।—কি ব'লছেন মহারাজ? আমি আপনাকে বন্দী করব? এমন ধারণা কে আপনার মনে জন্মে দিয়েছে?

সাহু।—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, মলহর! আমি বন্দী হবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছি। আমার ধারণা—পেশোয়া আমায় বন্দী ক'রে নিয়ে যাবার জন্যই তোমাকে পাঠিয়েছেন।

মলহর।—বুঝতে পেরেছি মহারাজ—কোনো নরপিশাচরা পেশোয়ার বিরুদ্ধে আপনার মনে এমন ভীষণ ধারণা জন্মে দিয়েছে। মহারাজ! মহারাজ! পেশোয়া আপনার বিরুদ্ধাচারী ন'ন,—পেশোয়া আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ন'ন,—তিনি আপনার যে পেশোয়া সেই পেশোয়াই আছেন। পেশোয়া আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন,—বন্দী ক'রতে নয় মহারাজ ;—এই দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের ফলে তুঙ্গভদ্রাতীর থেকে আগরা পর্য্যন্ত যে বিশাল ভুভাগ পেশোয়ার করায়ত্ত হ'য়েছে,—সেই সকল ভুভাগের নরপতিরা মহারাষ্ট্রপতির প্রাধান্য স্বীকার ক'রে করপ্রদানে অঙ্গীকৃত হ'য়ে যে সান্ধি-

পত্রে স্বাক্ষর ক'রেছেন,—পেশোয়া তা' আমার হাত দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। জয়ার্জ্জিত অর্থ, প্রাপ্য রাজস্ব —সমস্তই পেশোয়া মহারাজের হস্তে অর্পণ করেছেন। এই নিন্ মহারাজ—পেশোয়া-প্রদত্ত সন্ধিবন্ধনের সনন্দ,—এই নিন্ তাঁর রাজ-ভক্তির নিদর্শন।

সাহু।—মলহর! মলহর! আমার চক্ষুপ্রান্তে দোদুল্যমান নৈরাশ্যের মসীময় আবরণ অপসারিত ক'রে একি স্বর্গীয় আলোক ফুটিয়ে দিলে! পেশোয়া! পেশোয়া! তুমি এত মহান— এত উদার—এত ধার্ম্মিক—তা আমি কখন ভাবিনি। নরাধম কাপুরুষ আমি—তাই তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে পারি নি। মহান উদার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীর! আমায় মার্জ্জনা কর। মলহররাও হোলকার! এই দুই নচ্ছারকে নিয়ে যাও —পেশোয়ার কাছে নিয়ে যাও—কিম্বা কোতল কর— কোন আপত্তি নেই আমার।

মলহর।—মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য! আমি এঁদের পেশোয়ার কাছেই নিয়ে যাব।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ভূপাল—মহাকালের মন্দির।

চন্দ্রসেন।

চন্দ্রসেন।—প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!—প্রতিহিংসা সাধনের জন্য উন্মাদ হ'য়েছি, নিজের সুখ স্বার্থ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি,— প্রতিহিংসার উদ্দাম তাড়নায় পেশোয়া বাজীরাওকে হত্যা

ক'রতে এসেছি। পেশোয়াকে হত্যা করার ফলে যদি আমার প্রাণ বিপন্ন হয়—মৃত্যু যদি আমার শিয়রে এসে দাঁড়ায়,—তাতেও আমি কুণ্ঠিত নই। আমি চাই—পেশোয়াকে হত্যা ক'রতে। পেশোয়া বার বার আমাকে যে যন্ত্রণা দিয়েছে—আমি চাই তার প্রতিশোধ নিতে। পেশোয়াকে হত্যা ক'রতে আমি পিশাচের প্রবৃত্তি নেব—বজ্র-অগ্নি, উল্কাপাত, লোকের গঞ্জনা মাথা পেতে নেব! যেমন ক'রে হোক্—পেশোয়াকে হত্যা ক'রব। এস—এস হত্যা-দানবি! আজ তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! এস—এস—হত্যা! এস তুমি—এস—এস সংহারিণী—এস তুমি প্রলয়ঙ্করী!

(রঙ্গিনীর প্রবেশ।)

রঙ্গিনী।—এসেছি—আমি এসেছি!

[চন্দ্রসেনের বক্ষে ছুরিকাঘাত।

চন্দ্রসেন।—কে তুমি—কে তুমি প্রলয়ঙ্করী!—উহুঃ! [পতন।

রঙ্গিনী।—কে আমি! চিনতে পারছ না আমি কে! আমিই হত্যা!—একমনে একপ্রাণে তুমি যার আরাধনা ক'রছিলে—আমি সেই হত্যা! আমিই প্রলয়ঙ্করী—আমিই সংহারিণী। চিনতে পারছ না আমাকে তুমি! বুঝতে পারছ না—আমি কে? এই শুকনো রক্তমাখা দেহ দেখেও বুঝলে না—আমি কে? এই দেখছ—রক্তমাখা কাপড়, দেখতে পাচ্ছ—কত দিনের ঘোরাল রক্ত এতে এঁটে রয়েছে? এ রক্ত কার জান?—আমার স্বামীর। আজ এই শুক্‌নো রক্ত আবার

ত্যাজ্য ক'রব! (সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মাখিতে মাখিতে) তৃপ্ত হ'লুম। এতক্ষণে পোড়া প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল। স্বামি! স্বামি! দেবতা আমার,—তুমি এখন স্বর্গে;—স্বর্গ থেকে একবার উঁকি মেরে দেখ—তোমার প্রাণঘাতী দস্যুর দুর্দ্দশা।

চন্দ্রসেন।—উহুঃ—হুঃ—ম'রলেম—উহু-হুঃ—সয়তানির হাতে প্রাণ গেল—উহুঃ-হুঃ— [মৃত্যু।

(ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীর প্রবেশ।)

রঙ্গিণী।—বাবা! বাবা! আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে! ওই দেখ—আমার স্বামীঘাতী দস্যুর মৃতদেহ।

ব্রহ্মেন্দ্র।—রঙ্গিণী! রঙ্গিণী! একি? তুমি চন্দ্রসেনকে হত্যা ক'রেছ?

রঙ্গিণী।—হাঁ বাবা, হত্যা ক'রেছি—আমার স্বামীর হত্যাকারীকে হত্যা ক'রেছি—এই সয়তানকে হত্যা ক'রে পেশোয়ার প্রাণরক্ষা ক'রেছি; পেশোয়াকে হত্যা করবার জন্য এই নচ্ছার মন্দিরে এসে লুকিয়েছিল। বাবা! বাবা! আমার কাজ শেষ হ'য়েছে—আমি চল্‌লুম্—আমার স্বামীর কাছে চল্‌লুম,—এতদিনে রাঘব-রঙ্গিণীর লীলা শেষ হ'ল;— বিদায় বাবা—বিদায়! [বেগে প্রস্থান।

ব্রহ্মেন্দ্র।—রঙ্গিণী! রঙ্গিণী! এসময় আবার কি হত্যা-বিভীষিকা দেখিয়ে দিয়ে গেলি! আমি যে পেশোয়ার কল্যাণ-কামনায় মহাকালের আরাধনা ক'রতে এসেছিলেম। এসময় এখানে আবার কি হত্যা-প্রহেলিকা!—মহাকাল!—অনন্তকাল ধরে এ মন্দিরে অবস্থান ক'রছ তুমি,—আশৈশব আমি তোমার

আরাধনা ক'রে আসছি ;—সন্দেহকালে স্বপ্নযোগে সহস্রবার তুমি আমার সংশয়-ভঞ্জন ক'রেছ। আজ আমাকে একি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখালে প্রভু ? আমার চক্ষের ওপর একি রোমাঞ্চকর চিত্রপট তুলিয়ে দিলে দয়াময় ? স্বপ্নে দেখলেম,—ভারত-বিজয়ী বাজীরাও—আমার প্রিয়ভক্ত, প্রিয়শিষ্য বাজীরাও, তোমার চরণতলে অন্তিমশয্যায় শায়িত, তার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত! একি লোমহর্ষণ স্বপ্ন ত্রিপুরারি ? বিশ্বনাথ! ব'লো—একবার ব'লো—এ স্বপ্ন মিথ্যা! তোমার পাষাণময় বদন ফুটে জিমূতমন্দ্রে ধ্বনিত হোক—এ স্বপ্ন মিথ্যা।

(বলজীর হস্তধারণে ধীরপাদবিক্ষেপে বাজীরাওয়ের প্রবেশ।)

বাজীরাও।—না গুরুদেব! এ স্বপ্ন মিথ্যা নয়—সত্য ; সত্যই আজ আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ—দুরারোগ্য রোগের প্রভাবে আমার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। অন্তিমকালে মহাকাল বিশ্বনাথের চরণতলে প্রাণত্যাগ ক'র্ব ব'লে আমি আজ এখানে উপস্থিত। গুরুদেব! আপনার ন্যায় মহাযোগীর শিষ্য আমি তাই দেবমন্দিরে দেবতার সমক্ষে সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করতে এসেছি! রোগ শয্যায় শয়ন না ক'রে মহাকালের চরণতলে একবারে আশ্রয় নিতে এসেছি!

ব্রহ্মেন্দ্র।—বাজীরাও! বাজীরাও! বৎস, একি ব'লছ তুমি ? একি তোমার শোচনায় মূর্ত্তি ? দীপ্ত চক্ষু জ্যোতিহীন, প্রশান্ত বদন বিবর্ণ! একি ভীষণ দর্শন! একি অঘটন সংঘটন!

বাজীরাও।—গুরুদেব! গুরুদেব! বিচলিত হবেন না—আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন। আমি পেয়োশার পদে অভিষিক্ত

হ'য়ে যে অস্ত্র ধারণ ক'রেছিলেম--সে অস্ত্র এই মাত্র পরিত্যাগ ক'রেছি। অসংখ্য মানব-শোণিতে এ হস্ত কলঙ্কিত ক'রেছি। ভূপালের সমর-প্রাঙ্গণে সম্মিলিত সপ্তশক্তিকে বিধ্বস্ত ক'রে দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহকে মহারাজ সাহুর আয়ত্তাধীন ক'রেছি; আজ মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য তুঙ্গভদ্রাতীর থেকে আগরা পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত! গুরুদেব! আমার কার্য্য সমাপ্ত—মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র কামনা; আপনার পদধূলি মস্তকে ধারণ ক'রে সর্ব্বাঙ্গে মেখে আমি আজ মহাকালের চরণতলে মৃত্যু-শয্যায় শয়ন ক'রব; এই শয্যায় শয়ন করবার আগে আমার আর একটী মাত্র কার্য্য আছে। বলজী! পুত্র আমার—এই পবিত্র মন্দিরে এই ত্রিলোকদর্শী ভূতভাবন মহাকালের সমক্ষে, ভার্গবপ্রতিম গুরুদেবের সমক্ষে আমি তোমার হস্তে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যরক্ষার ভার অর্পণ করলেম। বৎস! তুমি এখন সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা ক'রে তোমার কর্ত্তব্য পালন কর।

বলজী।—পিতা! মুহূর্ত্তের জন্যও আমি কর্ত্তব্য হ'তে বিচ্যুত হব না! এই আমি আমার প্রত্যক্ষ পিতৃদেবতার সমক্ষে এই ত্রিলোকদর্শী ভূতভাবন মহাকালকে সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রছি--মুহূর্ত্তের জন্যও আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হ'বো না, এ কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য আজ থেকে আত্মোৎসর্গ ক'রলেম! আমার এই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস—এই অবিশ্রান্ত শোকাশ্রুধারার সঙ্গে আমার এ আত্মোৎসর্গের প্রতিজ্ঞা বিজড়িত হ'য়ে থাকুক।—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর এর সাক্ষী।

বাজীরাও।—আশীর্বাদ করি পুত্র, মহাকাল তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। আমার শোকে যেন তুমি মুহ্যমান হ'য়ো না পুত্র :—আমার স্থানে তুমি তোমার পিতৃব্য-সমান রণজী-মলহরকে পাবে বৎস! আর আমার দাঁড়াবার শক্তি নেই—আমি এই শিলাতলে শয়ন করি। (শয়ন।)

(বন্দী পিলাজী ও শ্রীপতিকে লইয়া রণজী, মলহর ও চিমনের প্রবেশ।)

মলহর।—পেশোয়া! পেশোয়া!—এ কি!

বাজীরাও।—মলহর! ভাই! পেশোয়া আজ মরণপথের পথিক! একি—মলহর! এ সব আবার কি?

মলহর।—আমাদের চিরশত্রু—দেশের শত্রু—শান্তির পরিপন্থী—ষড়যন্ত্রকারী, শ্রীপতি আর পিলাজীকে বন্দী ক'রে এনেছি। নরাধমেরা সহস্র উপায়ে আপনাকে অপদস্থ ক'র্‌তে না পেরে—শেষে প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হ'য়েছিল।

বাজীরাও।—মলহর! আমার প্রাণনাশ ক'র্‌তে এসে রঙ্গিণীর ছুরীতে চন্দ্রসেন প্রাণ হারিয়েছে : আমি যদি আগে তার অভিপ্রায় জান্‌তেম তাহলে তার সাধ কখনো অপূর্ণ রাখ্‌তেম্ না—মলহর! মলহর! এখনি সসম্মানে এঁদের বন্ধন খুলে দাও—(মলহর কর্তৃক বন্ধন মোচন)—এবার তোমার তরবারি ওঁদের হাতে দাও,—আমার অন্তিম অনুরোধ রক্ষা কর মলহর,—তোমার তরবারি ওঁদের ছেড়ে দাও—ওঁরা স্বচ্ছন্দে আমার প্রাণনাশ করুন।—প্রতিনিধি মহাশয়!

পিলাজী মহাশয়! মলহর তার তরবারি খুলে দিচ্ছে—আপনারা গ্রহণ করুন,—স্বচ্ছন্দে আমার অনাবৃত বক্ষে আঘাত করুন,—ভয় পাবেন না—কেউ আপনাদের বাধা দেবে না—কোন কথা বল্‌বে না—আসুন—এগিয়ে আসুন, তবে আমার শুধু এই অনুরোধ—আমার প্রাণনাশ ক'রেই যেন আপনাদের রোষের শাস্তি হয়—আর যেন অধিক দূর অগ্রসর হ'তে না হয়।

শ্রীপতি।—পেশোয়া! পেশোয়া! আমায় ক্ষমা করুন! বিশ্ব-বিখ্যাত বীর! আজ থেকে আমি আপনার গুণমুগ্ধ অনুরক্ত ভক্ত,—আমায় ক্ষমা করুন—চরণে স্থান দিন।

পিলাজী।—মহান্ পেশোয়া! মহাপাপী নারকী আমরা,—আজ আপনার কথায় আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'লো,—আজ থেকে আমি আপনার দাসানুদাস।

বাজীরাও।—ভাইসব! কি মধুর শুভসংযোগ আজ! আমার যে আবার বাঁচবার সাধ হচ্ছে! প্রতিনিধি মহাশয়! পিলাজী মহাশয়! আমি বড় হতভাগ্য এ মিলনের ফলভোগ করতে পারলেম না; কিন্তু এ অন্তিমকালে—মিলনের এ সন্ধি-ক্ষণে আমি আপনাদের ওপর কঠোর দায়িত্বভার চাপিয়ে দিয়ে যাবো—(অতিকষ্টে উঠিয়া) এই আমার পুত্র—এই আমার একমাত্র বংশধরকে আমি আপনাদের হাতে সঁপে দিলেম।

(শ্রীপতি ও পিলাজীর হস্তে বলজীকে অর্পণ।)

শ্রীপতি।—পেশোয়া! পেশোয়া! এ ভার কি আমি বহন

কর্‌তে পারবো না কিন্তু আপনার আদেশ উপেক্ষা করবার সাধ্য আমার নেই—আমি এ ভার নিলেম। মহাকাল! তুমি সাক্ষী; চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা—তোমরা সাক্ষী—আজ থেকে পেশোয়ার পুত্র আমার সর্ব্বস্ব! আজ থেকে আমি তার রক্ষক,—তার রক্ষার্থ আমি আত্মোৎসর্গ কর্‌লেম।

পিলাজী।—প্রভু পেশোয়া! আমি আর কি ব'ল্‌বো—আমার আর কি সাধ্য! তবে আমার প্রতিজ্ঞা এই—যে উৎসাহে আপনার সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম—আপনার পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য তার শতগুণ উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব—এ প্রতিজ্ঞা কখন ব্যর্থ হবে না।

বাজীরাও।—শান্তি—বড় শান্তি—বড় আনন্দ পেলেম। সমস্ত হিন্দুস্থান জয় ক'রেও যে আনন্দ পাইনি—হৃদয়ে যে শান্তির সঞ্চার হয়নি, আপনাদের অঙ্গীকার শুনে তার চেয়েও বেশী আনন্দ পেয়েছি—অনন্ত শান্তির অধিকারী হয়েছি। মহাকাল আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। মলহর—রণজী—চিমন—বলজী—তোমাদের আর কি বল্‌ব—তোমাদের কর্ত্তব্য তোমাদের কাছে; আমার আর বলবার কিছু নেই।

ব্রহ্মেন্দ্র।—বাজীরাও! বাজীরাও! বৎস! প্রাণাধিক হিন্দুকুল-প্রদীপ! আমার জীবনসর্ব্বস্ব! আমাকে তোমার অকাল-মৃত্যু দেখতে হ'ল!

বাজীরাও।—গুরুদেব! মহাভাগ্যবান্ আমি—পদধূলি দিন—আর কিছু বলবার ক্ষমতা নেই—বি-দা-য়— [মৃত্যু।

বলজী।—পিতা! পিতা!

রণজী।—পেশোয়া! পেশোয়া! আজ যে আমরা অনাথ হ
নিয়তি! নিয়তি! কি করালী নিয়তি, সংহারকারী বহ্নিরাশি
ফুৎকারে নিবিয়ে দিলে!

মলহর।—পেশোয়া! আজ যে আমরা সর্ব্বস্ব হারালেম

চিমন।—দাদা! দাদা! গুরুদেব! কি হ'লো—সব ফুরিয়ে

শ্রীপতি।—হতভাগ্য আমরা—এ মধুর সাহচর্য্যের ফল
করতে পারলেম না।

পিলাজী।—মহাপ্রাণ নরদেবতা! নরকের অন্ধকার
পুণ্যের আলোকময় পথে আমাদের পৌঁছে দিয়ে-
গেলে তুমি!

ব্রহ্মেন্দ্র।—বাজীরাও! প্রাণাধিক! কার্য্য-সাধনের জন্যই
জন্মগ্রহণ করেছিলে! কার্য্যেই তোমার জীবনপাত, হ
তোমার কার্য্যে আজ কে গৌরবান্বিত নয়? ইতি
আত্মত্যাগের উজ্জ্বল পরিচ্ছেদে তোমার কীর্ত্তি স্বর্ণা
দেদীপ্যমান থাকুক—ভগবান্ তোমার আত্মার ক
করুন।

যবনিকা পতন।